إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

পাক্ষিক আহ্‌মদী

THE AHMADI

Fortnightly

খেলাফত দিবস সংখ্যা

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّٰهِ

"মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শাফা'আতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরবসম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না"।

—হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)

নব পর্যায়ে ৪২শ বর্ষ ।। ১ম ও ২য় সংখ্যা

১৩ই শাওয়াল, ১৪০৮ হিঃ ।। ১৬ই জ্যৈষ্ঠ, : ১৩৯৫ বাংলা ।। ৩০শে মে, ১৯৮৮ ইং

বার্ষিক চাঁদা ঃ বাংলাদেশ ৪০.০০ টাকা ।। ভারত ৭২.০০ টাকা ।। অন্যান্য দেশ ৫ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক
'আহ্‌মদী'

৩০শে মে ১৯৮৮

৪২শ বর্ষ ঃ
১ম সংখ্যা

বিষয়	লেখক	
তরজমাতুল কুরআন ঃ	অনুবাদ ঃ মরহুম মৌলভী মোহাম্মাদ ও মাওলানা আবদুল আযীয সাদেক	১
হাদীস শরীফ ঃ	অনুবাদ ঃ মাওলানা সালেহ আহ্‌মদ	৩
অমৃতবাণী ঃ	হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)	
	অনুবাদ ঃ এ, এইচ, এম আলী আনোয়ার	৫
খেলাফতের মোকাম ঃ	অনুবাদ ঃ মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	৮
ইতায়াতে খেলাফত ঃ	অনুবাদ ঃ মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ	১৩
খেলাফত ও যুবকদের কর্তব্য ঃ	অনুবাদ ঃ মরহুম মৌঃ মোহাম্মাদ	১৫
খেলাফতের চিরস্থায়ী ব্যবস্থা ঃ	মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ	২৪
জুমুয়ার খুৎবা ঃ	হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌ রাবে' (আইঃ)	
	অনুবাদ ঃ মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ	২৮
বিশ্বগ্রাসী অবক্ষয় ও প্রতিকার ঃ	মোহতরম মোহাম্মদ মোস্তফা আলী, ন্যাশনাল আমীর	৩৩
খেলাফত ঃ	মাওলানা সালেহ্‌ আহমদ	৩৫
খেলাফতই আল্লাহ্‌র একমাত্র রজ্জু ঃ	মাওলানা সৈয়দ এজায আহমদ	৩৮
খলীফা আল্লাহ্‌তা'লাই নির্বাচন করে থাকেন ঃ	মাওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দীকি	৪২
খেলাফতের আশীষ ঃ	জনাব মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	৪৬
ইসলামী খেলাফতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ঃ	অধ্যাপক জনাব আমীর হোসেন	৫৯
খেলাফত ঃ	জনাব আনোয়ার আলী	৬৫
কবিতা ঃ	জনাব আখতারুজ্জামান	৭১
খেলাফতের অপরিহার্যতা ঃ উম্মতে মুহাম্মদীয়ায়	ডাঃ আনোয়ার হোসেন	৭২
আন্তর্জাতিক খলীফা ঃ	অধ্যাপক রাজিব উদ্দীন আহমদ	৭৪
খোদ্দামের কথা ঃ	জনাব মোহাম্মদ আবদুল হাদী	৭৬
ছোটদের পাতা—১৭ ঃ	উপস্থাপনায়—'নানা ভাই'	৭৭
বিদেশী পত্রিকার মতামত ঃ	জনাব মকবুল আহ্‌মদ খান	৭৯
সংবাদ ঃ		৮১
সম্পাদকীয় ঃ		৮৫

খেলাফত দিবস পালিত

২৭শে মে ঐতিহাসিক খেলাফত দিবস। এই উপলক্ষ্যে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ সহ বাংলাদেশের জামা'ত সমূহ অন্যান্য বছরের ন্যায় অতি উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে এই দিবস পালন করেছে। খবর আসা অব্যাহত রয়েছে। ইনশাআল্লাহ্‌ আগামী সংখ্যায় বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করা হবে।

সম্পাদক, পাক্ষিক আহ্‌মদী

بسم الله الرحمن الرحيم   نحمده ونصلي على رسوله الكريم   وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক
আহমদী

নব পর্যায়ে ৪২শ বর্ষ : ১ম সংখ্যা

৩০শে মে, ১৯৮৮ ইং : ৩০শে হিজরত, ১৩৬৭ হিঃ শামসী : ১৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৫ বঙ্গাব্দ

তরজমাতুল কুরআন

সূরা নূর—১৪

[ইহা মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্ সহ ইহাতে ৬৫ আয়াত এবং ৯ রুকূ আছে]

৪২। তুমি কি দেখিতেছনা যে তাহারা আল্লাহ্‌রই পবিত্রতা ঘোষণা করিতেছে যাহারা আকাশ সমূহে এবং পৃথিবীতে আছে, এইরূপে পক্ষীকুলও (উহাদের) ডানা বিস্তৃত করিয়া ? তাহাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ নামায ও নিজ নিজ তসবীহ্ জানে। এবং তাহারা যাহাকিছু করিতেছে আল্লাহ্ উহা খুব ভালভাবে অবগত আছেন।

৪৩। এবং আকাশ সমূহের ও পৃথিবীর আধিপত্য একমাত্র আল্লাহ্‌রই, এবং আল্লাহ্‌রই দিকে সকলকে ফিরিয়া যাইতে হইবে।

৪৪। তুমি কি দেখ নাই যে, আল্লাহ্ মেঘমালাকে ধীরে ধীরে পরিচালিত করেন, অতঃপর, উহাদিগকে একত্রে বিন্যস্ত করেন এবং স্তরে স্তরে পুঞ্জীভূত করেন, অতঃপর তুমি উহার মধ্য হইতে বৃষ্টি ধারা ঝরিতে দেখিতে পাও ? এবং এই বৃষ্টিধারা তিনি আকাশ হইতে — পাহাড় (সদৃশ মেঘমালা) হইতে নাযেল করেন যাহার মধ্যে একপ্রকার শিলা থাকে ; অতঃপর, তিনি যাহাকে চাহেন উহা দ্বারা প্রহার করেন এবং যাহার উপর হইতে চাহেন তিনি উহা সরাইয়া দেন। উহার বিদ্যুৎ-ঝলক যেন দৃষ্টি সমূহকে অপসারণ করিবার উপক্রম করে।

৪৫। আল্লাহ্ রাত্রি ও দিবসের আবর্তন ঘটান। নিশ্চয় ইহার মধ্যে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিগণের জন্য সবিশেষ শিক্ষণীয় বিষয় আছে।

৪৬। আল্লাহ্ সকল জীব জন্তুকে পানি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। উহাদের মধ্যে কতক এমন আছে যাহারা পেটের উপর ভর দিয়া চলে, এবং তাহাদের কতক এমন আছে যাহারা দুই পায়ের উপর ভর দিয়া চলে এবং কতক এমনও আছে যাহারা চারিপায়ের উপর ভর দিয়া চলে। আল্লাহ্ যাহা চাহেন সৃষ্টি করেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ের উপর সর্বশক্তিমান।

৪৭। নিশ্চয় আমরা সমুজ্জল নিদর্শনসমূহ নাযেল করিয়াছি। এবং আল্লাহ্ যাহাকে চাহেন সরল-সুদৃঢ় পথে পরিচালিত করেন।

৪৮। এবং তাহারা বলে, 'আমরা আল্লাহ্‌ ও এই রসূলের উপর ঈমান আনিয়াছি এবং আনুগত্য করিয়াছি'; কিন্তু ইহার পর তাহাদের মধ্য হইতে এক দল মুখ ফিরাইয়া লয়; বস্তুতঃ ইহারা কখনও মু'মেন নহে।

৪৯। এবং যখন তাহাদিগকে আল্লাহ্‌ ও তাঁহার রসূলের দিকে এইজন্য আহ্বান করা হয় যেন সে তাহাদের মধ্যে মীমাংসা করে, তখন দেখ! সহসা তাহাদের মধ্য হইতে একদল মুখ ফিরাইয়া লয়!

৫০। এবং যদি এই হক্ (মীমাংসা) তাহাদের পক্ষে যায়, তাহা হইলে তাহারা বিনত হইয়া তাহার নিকট ছুটিয়া আসে।

৫১। তাহাদের অন্তরে কি কোন ব্যাধি আছে? অথবা তাহারা সন্দেহ পোষণ করিতেছে? অথবা তাহারা ভয় করিতেছে যে, আল্লাহ্‌ ও তাঁহার রসূল তাহাদের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্ব করিয়া অবিচার করিবেন? বরং তাহারাই যালেম। **৬ষ্ঠ রুকু**

৫২। নিশ্চয় মু'মেনদের উক্তি, যখন তাহাদের মধ্যে মীমাংসা করিয়া দেওয়ার জন্য তাহাদিগকে আল্লাহ্‌ ও তাঁহার রসূলের দিকে আহ্বান করা হয়, ইহাই হয় যে, তাহারা বলে, 'আমরা শুনিলাম এবং আনুগত্য করিলাম।' বস্তুতঃ ইহারাই সফলকাম।

৫৩। এবং যাহারা আল্লাহ্‌ ও তাঁহার রসূলের আনুগত্য করে এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করে এবং তাঁহার তাক্‌ওয়া অবলম্বন করে, তাহারাই সিদ্ধমনোরথ হয়।

৫৪। এবং তাহারা দৃঢ়ভাবে আল্লাহ্‌র কসম খায় যে, যদি তুমি তাহাদিগকে আদেশ কর, তাহা হইলে তাহারা অবশ্যই বাহির হইবে। তুমি বল, 'তোমরা কসম খাইওনা', (তোমাদের নিকট হইতে কেবল) যথোচিত আনুগত্যই হওয়া চাই। তোমরা যাহা কিছু কর সেই সম্বন্ধে নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সবিশেষ অবহিত।

৫৫। তুমি বল, 'তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর এবং এই রসূলের আনুগত্য কর। অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরাইয়া লও তাহা হইলে এই রসূলের উপর কেবল উহারই দায়িত্ব যাহা তাহাকে অর্পন করা হইয়াছে এবং তোমাদের উপর কেবল উহারই দায়িত্ব যাহা তোমাদিগকে অর্পন করা হইয়াছে। যদি তোমরা তাহার আনুগত্য কর তাহা হইলে তোমরা হেদায়াত পাইবে। এবং এই রসূলের দায়িত্ব কেবল সুস্পষ্টভাবে পয়গাম পেঁাছাইয়া দেওয়া।

৫৬। তোমাদের মধ্য হইতে যাহারা ঈমান আনে এবং পুণ্য কর্ম করে, আল্লাহ্‌ তাহাদের সঙ্গে ওয়াদা করিয়াছেন যে, তিনি নিশ্চয় তাহাদিগকে পৃথিবীতে খলীফা নিযুক্ত করিবেন যেভাবে তিনি তাহাদের পূর্ববর্তীগণকে খলীফা নিযুক্ত করিয়াছিলেন; এবং অবশ্যই তিনি তাহাদের জন্য তাহাদের ধর্মকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিবেন যাহাকে তিনি তাহাদের জন্য পসন্দ করিয়াছেন এবং তাহাদের ভয়ের পর তিনি তাহাদের জন্য নিরাপদ অবস্থার পরিবর্তন করিয়া দিবেন, তাহারা আমার ইবাদত করিবে, আমার সঙ্গে কাহাকেও শরীক করিবেনা। এবং ইহার পর যাহারা অস্বীকার করিবে, তাহারাই দুস্কৃতকারী হইবে।

৫৭। এবং তোমরা নামায কায়েম কর এবং যাকাত দাও এবং এই রসূলের আনুগত্য কর যেন তোমাদের উপর রহম করা যাইতে পারে।

৫৮। তুমি কখনও ধারণা করিও না যে, যাহারা কুফর করিয়াছে তাহারা পৃথিবীতে আমাদিগকে (আমাদের পরিকল্পনায়) অক্ষম করিতে পারিবে, তাহাদের আশ্রয়স্থল জাহান্নাম এবং উহা অতি মন্দ পরিণামস্থল। **৭ম রুকু**

হাদিস শরীফ

কুরআন :

وعدالله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا (نور ايت ٥٥)

"তোমাদের মধ্য হইতে যাহারা ঈমান আনে এবং পুণ্য কর্ম করে, আল্লাহ্ তাহাদের সঙ্গে ওয়াদা করিয়াছেন যে, তিনি নিশ্চয় তাহাদিগকে পৃথিবীতে খলীফা নিযুক্ত করিবেন যেভাবে তিনি তাহাদের পূর্ববর্তীগণকে খলীফা নিযুক্ত করিয়াছিলেন; এবং অবশ্যই তিনি তাহাদের জন্য তাহাদের ধর্মকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিবেন যাহাকে তিনি তাহাদের জন্য পসন্দ করিয়াছেন এবং তাহাদের ভয়ের পর তিনি তাহাদের জন্য নিরাপদ অবস্থার পরিবর্তন করিয়া দিবেন; (সূরা নূর : ৭ম রুকূ)

হাদীস :—

عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون النبوة فيكم ما شاءالله ان تكون ثم يرفعها الله تعالى ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ما شاء الله ان تكون ثم يرفعها الله تعالى ثم تكون ملكا عاضا فتكون ماشاء الله ان تكون ثم يرفعها الله تعالى ثم تكون ملكا جبرية فيكون ماشاءالله ان يكون ثم يرفعها الله تعالى ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم سكت (احمد - بيهقى)

তরজমা : হযরত হুযেয়ফা (রাঃ) বর্ণনা করেন হযরত রসূল করীম (সাঃ) বলেছেন যে, তোমাদের মধ্যে নবুওয়াত ততক্ষণ পর্যন্ত বর্তমান থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্তা'লা চাইবেন, অতঃপর আল্লাহ্তা'লা উহা উঠিয়ে নিবেন এর পর নবুওয়াতের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে এবং উহা ততক্ষণ পর্যন্ত বর্তমান থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত খোদা চাহেন, অতঃপর আল্লাহ্তা'লা উহা উঠিয়ে নিবেন, তখন উৎপীড়নের (অকর্মণ্যের) রাজত্ব কায়েম হবে। উহা ততক্ষণ পর্যন্ত বর্তমান থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ চাহেন, অতঃপর আল্লাহ্তা'লা উহা উঠিয়ে নিবেন। তখন উহা অহংকার ও জবরদস্তিমূলক সাম্রাজ্যে পরিণত হবে এবং উহা ততক্ষণ পর্যন্ত বর্তমান থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ চাহেন, অতঃপর আল্লাহ্তা'লা উহা উঠিয়ে নিবেন, তখন নবুওয়াত পদ্ধতিতে (অর্থাৎ মাহ্দী মাওউদ-এর আগমনের পর) পুনরায় খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে, অতঃপর হযরত আকদাস (সাঃ) নীরব হয়ে গেলেন।

(আহমদ-বাইহাকী)

ব্যাখ্যা ঃ

হযরত রসূল করীম (সাঃ) আজ থেকে ১৪০০ বছর আগে তাঁর উম্মতের ছবি আমাদের সামনে রেখে গেছেন। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে মুখবেরে সাদেক (সাঃ)-এর বর্ণনানুযায়ী হাদীসটি অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছে। হযরত রসূল করীম (সাঃ)-এর মৃত্যুর পর হযরত আবুবকর (রাঃ), হযরত ওমর (রাঃ), হযরত উসমান (রাঃ) এবং হযররত আলী (রাঃ) খলীফার মর্যাদায় ভূষিত হয়। এই চার খলীফাকে খুলফায়ে রাশেদীন বলা হয়। এই চারজন খলীফার যুগ হযরত রসূল করীম (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী خلافة على منهاج النبوة এর যুগ ছিল, এবং এ সময় ছিল ১১ হিজরী থেকে নিয়ে ৪১ হিজরী পর্যন্ত অর্থাৎ (৬৩৪ খৃঃ—৬৬১ খৃঃ)। তারপর হযরত রসূল করীম (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী যে রাজত্ব মুসলনানদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় তা হলো ملكا عاضا অর্থাৎ উৎপীড়ণ ও অকর্মন্যের রাজত্ব এ ছিলো উমাইয়া বংশধরদের রাজত্ব এদের শাসন কাল ছিল ৬৬১ খৃঃ—৭৫০ খৃঃ পর্যন্ত। তারপর আসে, ملكا جبرية এর যামানা এবং এ যুগকে আব্বাসীয় বংশধরদের যুগ বলা হয় এদের শাসনকাল ছিল ৭৫০ খৃঃ—১২৫৮ খৃঃ পর্যন্ত। খেলাফতে রাশেদার পর যে সমস্ত বংশধর দ্বারা ইসলামী রাষ্ট্রসমুহ চালানো হয়, তারা ইসলামী রাষ্ট্রীয় সীমানা বাড়িয়েছেন, তাদের জামানায় ইসালামী সাহিত্য উন্নতি হয়েছে ইসলামধর্ম সংক্রান্ত বহু পুস্তকাদি প্রকাশ হচ্ছে, বিজ্ঞানের নতুন দিগন্তের সৃষ্টি করেছে, বিশেষ করে তাদের যামানার মসজিদসমূহ, বড় বড় অট্টালিকা ও বাগানসমুহ আজও দুনিয়া আশ্চর্যের চোখে দেখে। কিন্তু তাদের এই পার্থিব উন্নতি তাদের আধ্যাত্মিক অবনতির দিকে নিয়ে যায়, তাদের ঐক্যকে বিনষ্ট করে দেয়, তাদের বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত করে দেয়, খোদা ও রসূলের ভালবাসা, ভয়ভীতি শেষ হয়ে যায়, শরীয়তের উপর আমল উঠে যায়, শুরু হয় ধর্মের নামে হত্যাকাণ্ড, ধর্মের নামে ধ্বংসলীলা, শুরু হয় ধর্মকে নিয়ে ছেলে খেলা এবং শেষ পর্যন্ত তাদের সমস্ত গৌরব ঐতিহ্য বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং পরাধীনের শিকলে আবদ্ধ হয়ে লাঞ্ছিত হয় এ দুনিয়াতে এবং খোদার নিকটও। আজ সমগ্র দুনিয়াতে মুসলমানরা লাঞ্ছিত, নির্যাতিত এবং নিপিড়ীত, তাদের অভ্যান্তরীণ অবস্থা আরও করুন বিভিন্ন ফিরকায় বিভক্ত, বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত ফতওয়াবাজীতে লিপ্ত একে অপরের রক্তের জন্য পিপাসিত দুঃখ, কষ্ট, দারিদ্রতা ও সকল ধরণের কুকর্মে লিপ্ত এই উম্মত যাকে خير امة বলা হয়েছে অর্থাৎ সর্বোত্তম জাতি। এই জাতি কি এই অধঃপতনেই পড়ে থাকবে? এই জাতি কি লাঞ্ছিত, থাকবে? আল্লাহ্‌র রসূলের (সাঃ) তার পরের যামানার ভবিষ্যদ্বাণী যে ثم تكون خلافة على منهاج النبوة অর্থাৎ তখন নবুওয়াতের পদ্ধতিতে পুনরায় খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে, পূর্ণ হবে না কি? নিশ্চয় হবে এবং হয়েছে। আল্লাহ্‌তা'লা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী দ্বারা ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ঐ খিলাফত জারি করেন। যার সম্বন্ধে হযরত রসূল করীম (সাঃ) বলে গেছেন যে নবুওয়াতের পদ্ধতিতে পুনরায় খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। আজ তাঁর চতুর্থ খলীফা মির্যা তাহের আহমদ সাহেব আমাদের মধ্যে আছেন এবং এই খিলাফত হযরত রসূল করীম (সাঃ)-এর হাদীসকে অক্ষরে অক্ষরে পুর্ণ করেছে।

মৌলানা সালেহ্‌ আহ্‌মদ, সদর মুরব্বী

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর

অমৃত বাণী

"আল্লাহ্‌তা'লার চিরাচরিত নিয়ম এই যে, যে অবধি তিনি পৃথিবীতে মানব সৃষ্টি করিয়াছেন, তদবধি সর্বদাই তিনি এই নিয়ম পালন করিয়া আসিতেছেন যে, তিনি তাঁহার নবী ও রসূলগণকে সাহায্য করিয়া থাকেন এবং তাঁহাদিগকে সাফল্য মণ্ডিত করেন। এ সম্বন্ধে তিনি বলেন ঃ

كتب الله لا غلبن انا و رسلى -

অর্থাৎ, "খোদাতা'লা এই বিধান করিয়াছেন যে, তিনি এবং তাঁহার নবী গালেব (বিজয়ী) থাকিবেন।" 'গালবা' শব্দের অর্থ এই যে, রসূল ও নবীগণ যেমন ইচ্ছা করেন যে খোদার 'হুজ্জত' বা অকাট্য যুক্তি পৃথিবীতে যেন পূর্ণভাবে কায়েম হয় এবং কেহই যেন ইহার সম্মুখীন হইতে সক্ষম না হয়, তদনুসারে খোদাতা'লার প্রবল 'নিদর্শন সমূহ' দ্বারা নবীগণের সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করেন ; এবং যে সাধুতা তাঁহারা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করিতে চান, খোদাতা'লা তাহার বীজ তাঁহাদের হস্তেই বপন করেন ; কিন্তু তাহা তাঁহাদের হস্তে পূর্ণতা লাভ করে না, বরং এমন সময় তাঁহাদিগকে মৃত্যু প্রদান করা হয়, যখন বাহ্যিকভাবে এক প্রকার অকৃতকার্যতা-ব্যাঞ্জক ভীতি বিদ্যমান থাকে এবং তিনি বিরুদ্ধবাদীদিগকে হাসি-ঠাট্টা বিদ্রূপ ও উপহাস করিবার সুযোগ দেন। এইরূপে বিরুদ্ধবাদীগণ হাসি-ঠাট্টা করিলে পর খোদাতা'লা আবার তাঁহার শক্তির অপর দিক প্রকাশ করেন এবং এমন উপকরণ উৎপন্ন করেন, যদ্দারা সেই উদ্দেশ্য সমূহ যাহা—কতক অসম্পূর্ণ রহিয়াছিল, পূর্ণতা লাভ করে। বস্তুতঃ খোদাতা'লা দুই প্রকার কুদরত বা শক্তি ও মহিমা প্রকাশ করেন। প্রথমতঃ নবীগণের যুগে তাঁহার শক্তির এক হস্ত প্রদর্শন করেন। দ্বিতীয়তঃ অপর হস্ত এমন সময় প্রদর্শন করেন, যখন নবীর মৃত্যুর পর বহু বিপদাবলী উপস্থিত হয় এবং শত্রু শক্তি লাভ করিয়া মনে করিতে থাকে যে, এইবার (নবীর) কার্য ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। তখন তাহাদের এই প্রত্যয় জন্মে যে, এখন এই জামা'ত ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইবে, এবং এমন কি জামা'তের লোকগণও

চিন্তিত হইয়া পড়েন এবং তাহাদের কটিদেশ ভাঙ্গিয়া পরিবার উপক্রম হয় এবং কোন কোন দুর্ভাগা মুর্তাদ (ধর্মত্যাগী) হইয়া যায়। তখন খোদাতা'লা পুনরায় তাঁহার মহাশক্তি প্রকাশ করেন এবং পতনোন্মুখ জামা'তকে রক্ষা করেন। সুতরাং যাহারা শেষ পর্যন্ত ধৈর্যাবলম্বন করে তাহারা খোদাতা'লার এই 'মোজেযা' প্রত্যক্ষ করে, যেমন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর সময় হইয়াছিল। তখন আঁ-হযরত (সাঃ)-এর মৃত্যুকে এক প্রকার অকাল মৃত্যু মনে করা হইয়াছিল এবং বহু মরু নিবাসী অজ্ঞ লোক মুরতাদ হইয়া গিয়াছিল এবং সাহাবাগণও শোকাভীভূত হইয়া উন্মাদের ন্যায় হইয়া পড়িয়াছিলেন। তখন খোদা তা'লা হযরত আবু বকর সিদ্দীককে (রাঃ) দণ্ডায়মান করিয়া পুনর্বার তাঁহার শক্তি ও কুদরতের দৃশ্য প্রদর্শন করেন এবং ইসলামকে ধ্বংসের পথ হইতে রক্ষা করেন। এবং সেই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেন, যাহা তিনি বলিয়াছিলেন :

ليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا ـ

অর্থাৎ, "ভয়ের পর আমি তাহাদিগকে আবার সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিব।" হযরত মুসা (আঃ)-এর সময়েও এমনি হইয়াছিল। হযরত মুসা (আঃ) পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে বনি-ইস্রাইলদিগকে গন্তব্যস্থানে উপনীত করিবার পূর্বেই মিশর হইতে কেনানের পথে মৃত্যু লাভ করিলে বনি-ইস্রাইলগণের মধ্যে তাঁহার মৃত্যুতে শোক ও আর্তনাদ উপস্থিত হইয়াছিল। 'তাওরাতে' যেরূপ উল্লেখ আছে যে, বণি-ইস্রাইলগণ এই অকাল মৃত্যুতে শোকাতুর হইয়া হযরত মুসা (আঃ)-এর এই আকস্মিক বিচ্ছেদের ফলে চল্লিশ দিবস পর্যন্ত রোদন করিতেছিল। সেইরূপ ঘটনা হযরত ঈসা (আঃ)-এর সময়ও ঘটিয়াছিল এবং ক্রুশের ঘটনা কালে তাঁহার সকল শিষ্য বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল এবং তাঁহাদের মধ্যে একজন ধর্মচ্যুতও হইয়াছিল।

সুতরাং, হে বন্ধুগণ! যেহেতু আদিকাল হইতে আল্লাহতা'লার এই বিধান রহিয়াছে যে তিনি দুইটি শক্তি প্রদর্শন করেন যেন বিরুদ্ধবাদীগণের দুইটি মিথ্যা উল্লাস ব্যর্থ করিয়া দেখান, এমতাবস্থায় এখন সম্ভবপর হইতে পারে না যে, খোদাতা'লা তাঁহার চিরন্তর নিয়ম পরিহার করিবেন। এজন্য আমি তোমাদিগকে যে কথা বলিয়াছি, তাহাতে তোমরা চিন্তাকুল হইও না। তোমাদের চিত্ত যেন উৎকণ্ঠিত না হয়। কারণ তোমাদের পক্ষে দ্বিতীয় কুদরত দেখাও প্রয়োজন, এবং ইহার আগমন—তোমাদের পক্ষে শ্রেয়ঃ। কারণ, উহা স্থায়ী। উহার ধারাবাহিক শৃংখল—কেয়ামত পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হইবে না, সেই দ্বিতীয় কুদরত আমি না যাওয়া পর্যন্ত আসিতে পারে না। কিন্তু আমি যাওয়ার পর খোদা তোমাদের জন্য সেই দ্বিতীয় কুদরত প্রেরণ করিবেন। তাহা চিরকাল তোমাদের সঙ্গে থাকিবে। ইহাই খোদা তা'লা বারাহীনে আহ্‌মদীয়া গ্রন্থে অঙ্গীকার করিয়াছেন। সেই প্রতিশ্রুতি

আমার নিজের জন্য নহে—সেই প্রতিশ্রুতি তোমাদের জন্য! যেমন খোদাতা'লা বলিতেছেন :

میں اس جماعت کو جو تیرے پیرو ہیں قیامت
تک دوسروں پر غلبہ دونگا -

"আমি তোমার অনুবর্তী এই জামা'তকে কেয়ামত পর্যন্ত অন্যের উপর প্রাধান্য দান করিব!" সুতরাং তোমাদের জন্য আমার বিচ্ছেদ দিবস উপস্থিত হওয়া প্রয়োজন, যেন ইহার পর সেই দিবস আসিতে পারে, যাহার জন্য চির প্রতিশ্রুতি প্রদত্ত হইয়াছে। আমাদের সেই খোদা প্রতিজ্ঞা পালনকারী, বিশ্বস্ত এবং সত্যবাদী। তিনি তোমাদিগকে সব কিছুই দেখাইবেন, যাহা তিনি অঙ্গীকার করিয়াছেন। যদিও বর্তমান যুগ শেষ যুগ এবং বহু বিপদাপদ আছে যাহা অবতীর্ণ হইবার সময় এখন সমুপস্থিত, কিন্তু এই পৃথিবী সেই সময় পর্যন্ত কখনো লয় পাইবে না, যে পর্যন্ত সেই সমুদয় বিষয়ই পূর্ণ না হয় যাহার সংবাদ খোদা দিয়াছেন। **আমি খোদাতা'লার নিকট হইতে এক প্রকার কুদরত হিসাবে আবির্ভূত হইয়াছি। আমি খোদার মূর্তিমান কুদরত। আমার পর আরও কতিপয় ব্যক্তি হইবেন, যাঁহারা দ্বিতীয় কুদরতের বিকাশ হইবেন। অতএব, তোমরা খোদার অপর কুদরতের অপেক্ষায় সমবেতভাবে দোয়া করিতে থাক।** "সালেহীন" সম্বলিত প্রত্যেক জামা'ত প্রত্যেক দেশে সমবেতভাবে প্রার্থনা করিতে থাকিবে যেন দ্বিতীয় কুদরত স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হয়, এবং তোমাদিগকে দেখানো হয় যে, তোমাদের খোদা অতি শক্তিমান খোদা। প্রত্যেকেই স্বীয় মৃত্যুকে সন্নিকট মনে করিও; তোমরা জাননা যে, সেই মুহূর্ত কখন উপস্থিত হইবে।"

(আল ওসীয়্যত পুস্তক হইতে)

"সেই ব্যক্তিও বড়ই নির্বোধ, যে এক দুরন্ত, পাপী, দুরাত্মা এবং দুরাশয় ব্যক্তির পীড়নে চিন্তিত; কারণ সে (দুরাশয় ব্যক্তি) নিজেই ধ্বংস হইয়া যাইবে। যদবধি খোদা আকাশ ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তদবধি এরূপ ব্যাপার কখনও ঘটে নাই যে, আল্লাহ্‌ সাধু ব্যক্তিকে বিনষ্ট ও ধ্বংস করিয়াছেন, এবং তাহার অস্তিত্ব বিলোপ করিয়া দিয়াছেন; বরং তিনি তাহাদিগের সাহায্যকল্পে চিরকালই মহা নিদর্শন সমূহ প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহা এখনও করিবেন।" ['আমাদের শিক্ষা' ৯৭ পৃঃ] —হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)

খিলাফতের মোকাম
ও
হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রাঃ)-এর নির্দেশাবলী

আখেরী যামানার প্রতিশ্রুত মহাপুরুষের ব্যাপারে ইসলাম ধর্ম প্রবর্তক সারওয়ারে কাওনাইন (উভয় জগতের নেতা) হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এবং অন্যান্য নবীগণ প্রথম হইতেই স্পষ্টভাবে যে সকল সংবাদ দিয়াছিলেন ঐ সকল পূর্ণ করিয়া যথা সময়ে তিনি আবির্ভূত হইয়া সৌভাগ্যশালী বিজয়ী বীরের মত অতি সফলতার সহিত নিজ দায়িত্বাবলী সম্পাদন করিয়া চিরাচরিত নিয়মে দুনিয়া হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুকালে তাঁহার অনুসারী এবং অনুগামীগণের ব্যাকুলতা এবং দুর্ভাবনা তো একটি স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল, কিন্তু ঐ সকল লোকগণও যাহারা তাঁহার জামা'তভুক্ত না হওয়া সত্বেও নিজেদের হৃদয়ে ইসলামের জন্য ভালবাসা পোষণ করিতেন তাঁহারাও ঘাবড়াইয়া গিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে, ঐ মহান কাজ যাহা হযরত মির্যা সাহেব (আঃ) সম্পাদন করিতেন এখন উহা কে করিবে? ঐ খোদা যিনি সৈয়্যদনা আঁ-হযরত (সাঃ)-এর ঐ মহান (রূহানী) পুত্রকে মহান কাজের জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। প্রথম হইতেই তিনি জানাইয়া ছিলেন যে, এই পরিস্থিতিতে আল্লাহ্‌তা'লা খিলাফতের মাধ্যমে জামা'তকে নিরাপদ করিয়া দিবেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলিয়াছেন: দ্বিতীয়তঃ ঐ সময়ে আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহার কুদরত ও মহিমা প্রকাশ করেন যখন নবীর মৃত্যুর পর বহু বিপদাবলী উপস্থিত হয় এবং শত্রু শক্তি লাভ করিয়া মনে করিতে থাকে যে, এই বার (নবীর) কার্য ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে তখন তাহাদের এই প্রত্যয় হয় যে, এখন এই জামা'ত ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইবে এবং এমন কি জামা'তের লোকগণও চিন্তিত হইয়া পড়েন এবং তাহাদের কটিদেশ ভাঙ্গিয়া পড়ে। কোন কোন দুর্ভাগা মুরতাদ হইয়া যায়। তখন খোদাতা'লা পুনরায় তাঁহার মহাশক্তি প্রকাশ করেন এবং পতনোন্মুখ জামা'তকে রক্ষা করেন। সুতরাং যাহারা শেষ পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করে তাহারা খোদাতা'লার এই 'মোজেযা' প্রত্যক্ষ করে যেভাবে হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর সময় হইয়াছিল।

তিনি পুনরায় এই বিষয়ে বলিয়াছেন:— "সুতরাং হে বন্ধুগণ, যেহেতু আদিকাল হইতে আল্লাহ্‌তা'লার এই বিধান রহিয়াছে যে তিনি দুইটি শক্তি প্রদর্শন করেন যেন বিরুদ্ধবাদী-গণের দুইটি মিথ্যা উল্লাস ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এমতাবস্থায় এখন ইহা সম্ভবপর নহে যে, খোদাতা'লা তাঁহার চিরন্তন নিয়ম পরিহার করেন। এইজন্য তোমরা আমার এই কথা

যাহা আমি তোমাদের নিকট বর্ণনা করিয়াছি (অর্থাৎ নিজের মৃত্যু সন্নিকট হওয়ার ব্যাপারে ইলহাম—উদ্ধৃতিদাতা). তাহাতে চিন্তাকুল হইও না। তোমাদের চিত্ত যেন উৎকণ্ঠিত না হয়, কেননা তোমাদের জন্য **দ্বিতীয় কুদরত** দেখাও প্রয়োজন (আল্ ওসীয়্যত পুস্তক)।

এই ঐশী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর অন্তর্ধানের পর দ্বিতীয় কুদরতের প্রথম বিকাশ প্রথম মোহাজের হযরত হাজী হাকিম মৌলভী নূরুদ্দীন রাযিয়াল্লাহুতা'লা আনহুকে এই মহান প্রতিশ্রুত পুরুষের সকল অনুসারীগণই প্রথম খলীফা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন এবং ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, "কাদীয়ানে হুযূর (আঃ) এর জানাযার নামায পড়িবার পূর্বেই আল-ওসীয়্যতের উল্লেখিত তাঁহার অন্তিম উপদেশ অনুযায়ী কাদীয়ানে উপস্থিত সদর আঞ্জুমানের মোতামেদগণ ও হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)-এর নিকট আত্মীয়গণের পরামর্শক্রমে এবং হযরত উম্মুল মুমেনীন (রাঃ)-এর অনুমোদন-ক্রমে সমগ্র জামা'ত যাহা কাদীয়ানে উপস্থিত ছিল এবং যাহা সংখ্যায় ঐ সময় বারশত ছিল, প্রশংসাভাজন হাজীউল হারমাঈন শরীফাইন জনাব হাকিম নূরুদ্দীন সাহেবকে (সাল্লামাল্লাহুতা'লা) তাঁহার স্থলাভিষিক্ত এবং খলীফা হিসাবে গ্রহণ করিল এবং তাঁহার হাতে বয়আত করিল [১৯০৮ইং সনের বদর পত্রিকার জুন মাসের সংখ্যায় খাজা কামালউদ্দিন সাহেব, সেক্রেটারী সদর আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া কর্তৃক প্রকাশিত ঘোষণা]।

ইহা হওয়া প্রয়োজন ছিল, কেননা ইসলামের **দ্বিতীয় বিকাশের** জন্য ইহা নির্ধারিত যে, আঁ-হযরত (সাঃ)-এর ধর্মের পুনরুজ্জীবনের জন্য একজন পূর্ণ বুরুযের আবির্ভাব ঘটিবে এবং তাঁহার কার্য পূর্ণ সিদ্ধি লাভ করিবার জন্য তাঁহাকে সিদ্দীক (রাঃ)-এর একজন বুরুয দেওয়া হইবে যিনি ইসলামের তরীকে তীরে পৌঁছানোর জন্য তাঁহার জীবনকালেও এবং মৃত্যুর পরেও নির্ভীক কাণ্ডারীর ন্যায় সকল বিরোধী তরঙ্গ সমূহের সহিত মোকাবেলা করিতে থাকিবেন। সুতরাং যেইভাবে হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ) খোদা-প্রদত্ত জ্ঞান ও সূক্ষ্মদর্শীতার আলোকে কোন কোন সাহাবার কতিপয় ভাব-ধারণা অশুদ্ধ প্রমাণ করিয়া ইসলামের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য সঠিক পথ নির্ণয় করিয়া দিয়াছিলেন, সেইভাবে দ্বিতীয় সিদ্দীক (রাঃ) (আহ্‌মদীয়া সিলসিলায় দ্বিতীয় কুদরতের প্রথম বিকাশ)-কেও ভুল ভাবধারা গুলির মোকাবেলা করিতে হইয়াছিল। তিনি খুবই স্পষ্ট ভাবে এবং সাহসিকতার সহিত উহাদের মূলোৎপাটন করিয়াছিলেন। যখন কতিপয় লোক খিলাফতের মর্যাদা হানি করিতে চেষ্টা করিয়াছিল তখন খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রাঃ) বলিয়াছিলেন :

(১) "বলা হইয়া থাকে যে খলীফার কাজ কেবল নামায পড়ানো এবং বয়আত গ্রহণ করা। এই কাজ তো একজন মোল্লার পক্ষেই যথেষ্ট। ইহার জন্য কোন খলীফার প্রয়োজন নাই এবং আমি এহেন বয়আতের উপর থুথুও নিক্ষেপ করি না। বয়আত সেই বিষয় যাহাতে কামিল ইতায়াত (পূর্ণ আত্মসমর্পণ) করা হইয়া থাকে এবং খলীফার কোন হুকুমেরই অবাধ্যতা না করা হয়।"

হুযূর (রাঃ) কাদীয়ানের মসজিদ মুবারকের ঐ বক্তৃতার পরে খাজা কামালুদ্দীন সাহেবকে ও মৌলভী মোহাম্মদ আলী সাহেবকে দ্বিতীয়বার বয়আত করার নির্দেশ প্রদান করিয়াছিলেন।

(২) পুনরায় অন্য এক সময় তিনি বলিয়াছিলেন: "আমাকে কোন ব্যক্তি বা কোন আঞ্জুমান খলীফা নিযুক্ত করে নাই। না আমি কোন আঞ্জুমানকে ইহার যোগ্য মনে করি যাহা খলীফা নিযুক্ত করে। আমি আবার বলিতেছি, আমাকে না কোন আঞ্জুমান নিযুক্ত করিয়াছে এবং না আমি উহার নিযুক্তির কোন মূল্য দেই। উহার পরিত্যাগে আমি থুথু নিক্ষেপও করি না এবং এখন কাহারও কোন ক্ষমতা নাই যে, আমার নিকট হইতে এই খিলাফতের চাদরকে ছিনাইয়া নেয়।" (বদর, ৪ঠা জুলাই, ১৯১২ খৃষ্টাব্দ)

ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রাঃ)-এর নিকট খলীফার নির্বাচন—যে কোন পদ্ধতিতে হউক, প্রকৃতপক্ষে খোদাতা'লা স্বয়ং খলীফা মনোনীত করিয়া থাকেন এবং যে খিলাফত খোদাতা'লার তরফ হইতে প্রদান করা হয় উহাকে কোন মানুষ ছিনাইয়া নিতে পারে না।

(৩) অন্য এক প্রসঙ্গে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রাঃ) বলিয়াছেন: "একমাত্র তিনিই (খোদাই), না তোমাদের মধ্যে কেহ আমাকে খিলাফতের পরিচ্ছদ পরিধান করাইয়াছেন। আমি ইহার শ্রদ্ধা এবং সম্মান করা আমার অবশ্য কর্তব্য বলিয়া মনে করি। ইহা সত্ত্বেও যে, আমি তোমাদের ধন-সম্পদ বা তোমাদের কোন কিছুই গ্রহণ করিবার পক্ষপাতি নই। আমার প্রাণের মধ্যে এতটুকুও বাসনা নাই যে, কেহ আমাকে সালাম করুক বা না করুক, তোমাদের টাকা পয়সা যাহা নযর হিসাবে আমার নিকট আসিতেছিল পহেলা এপ্রিল পর্যন্ত আমি তাহা মৌলভী মোহাম্মদ আলীকে দিয়া আসিতেছিলাম। কিন্তু কোন কোন লোক ভুল ধারণার সৃষ্টি করিল এবং বলিল: 'ইহা আমাদের টাকা এবং আমরা ইহার রক্ষক'। তখন আমি কেবল খোদার সন্তুষ্টির জন্য টাকা দেওয়া বন্ধ করিয়া দিলাম এবং আমি দেখিতে চাহিলাম যে তাহারা কি করিতে পারে। এই বক্তা ভুল করিয়াছে বরং বেয়াদবি করিয়াছে। তাহার তওবা করা উচিত; এখনও সে তওবা করুক। এই সকল লোক যদি তওবা না করে, তবে তাহাদের মঙ্গল হইবে না" (বদর, ১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯১২ খৃষ্টাব্দ)।

(৪) তেমনিভাবে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওয়াল (রাঃ) লাহোরের এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন:

"খিলাফত মনোহারী দোকানের সোডা ওয়াটার নহে। তোমরা এই ব্যাপারে গোলমাল করিয়া কোনরূপ ফায়দা হাসিল করিতে পারিবে না। তোমাদিগকে কেহ খলীফা বানাই-

বেনা এবং আমার জীবদ্দশায় অপর কেহ খলীফা হইতে পারিবে না। যখন আমি মারা যাইব তখন সেই ব্যক্তি খাড়া হইবে যাহাকে খোদা চাহিবেন। খোদা স্বয়ং তাহাকে খাড়া করিবেন।

তোমরা আমার হাতে একবার করিয়াছ। তোমরা খিলাফতের নাম মুখে লইও না। আমাকে খোদা খলীফা বানাইয়াছেন। এখন না তোমাদের কথায় আমি খিলাফতচ্যুত হইতে পারি এবং না কাহারও শক্তি আছে যে আমাকে খিলাফতচ্যুত করে।..... যদি তোমরা বেশী বাড়াবাড়ি কর তবে স্মরণ রাখিও যে আমার নিকট এমন খালেদ বিন ওলিদ আছে যাহারা তোমাদিগকে মুরতাদের শাস্তি প্রদান করিবে (বদর, জুলাই ১৯১২ খৃষ্টাব্দ)। খিলাফতের মোকাম এবং মহাত্ম ইহার চাইতে আর বেশী বর্ণনা করিবার অপেক্ষা রাখে না, তবুও কতিপয় দুর্ভাগা ব্যক্তি ইহার গুরুত্ব অনুভব করিতে না পারিয়া খিলাফতের বরকত সমূহ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে।

(৫) পরিশেষ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রাঃ)-এর ঈদুল ফিৎরের খুৎবার কিছু অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি যাহা হুযুর (রাঃ) মৌলবী মোহাম্মদ আলী সাহেব এবং তাহার মতাদর্শী আঞ্জুমানের কতিপয় সভ্যের কোন একটি বিষয়ের উপর হুযুর (রাঃ)-এর সহিত মতানৈক্য প্রসঙ্গে প্রদান করিয়া ছিলেন: "হযরত সাহেব (আঃ) (হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)—অনুবাদক)-এর রচনাবলীর মধ্যে মা'রেফাতের (তত্ত্ব) একটি চিহ্ন যাহা তোমাদিগকে স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি। যাহাকে খলীফা বানাইবার ছিল তাহার ব্যাপার তো খোদাতা'লার নিকট সোপর্দ করিয়া দেওয়া হইল এবং অন্যদিকে চৌদ্দ ব্যক্তিকে (সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার সভ্যগণ—উদ্ধৃতিদাতা) বলিলেন, তোমরা সমষ্টিগতভাবে মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর স্থলাভিষিক্ত। তোমাদের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এবং সরকারের দৃষ্টিতেও উহা চূড়ান্ত। অতঃপর ঐ চৌদ্দজনকেই একত্র করিয়া এক ব্যক্তির হাতে বয়আত করাইয়া দেওয়া হইয়াছে—তাহাকে নিজেদের খলীফা মান্য কর এবং এই ভাবে তোমাদিগকে একতাবদ্ধ করা হইয়াছে। আমার খিলাফতের উপর কেবল চৌদ্দজনই নহে বরং সমগ্রজাতির সম্মিলিত ঐক্যমত স্থাপিত হইয়াছে। এখন যে ঐ সর্ববাদী সম্মিলিত ঐক্যমতের বিরুদ্ধচারণ করিবে সে খোদাতা'লার বিরুদ্ধাচরণ করিবে.....এখন যদি এই অঙ্গীকারের বিরুদ্ধাচরণ কর তবে, "ফাআকাবাহুম নেফাকান ফি কুলুবিহিম" (পরিণামে তাহাদের হৃদয় কপটতাপূর্ণ করা হইল) আয়াতের সাক্ষ্য বলিয়া পরিগণিত হইবে.....আমি এই সকল লোককে জামা'ত হইতে পৃথক করিতেছি না, হয়ত তাহারা বুঝিতে সক্ষম হইবে। পুনরায়, তাহারা যেন বুঝে। পুনরায়, তাহারা যেন বুঝে।"

এই খুতবাতে তিনি আবার বলিলেন : "কতিপয় লোক বলে যে আমরা আপনার সম্পর্কে কিছু বলি না। আগমনকারী খলীফার অধিকার এবং ক্ষমতা সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি। কিন্তু তোমরা কেমন করিয়া জানিলে যে, তিনি আবুবকর এবং মির্যা সাহেব (আঃ) হইতেও ব্যাপকতর কাজের ভার লইয়া আসিবেন না?"

(ঈদুল ফিৎরের খুতবা—বদর, ১১ই অক্টোবর, ১৯০৯ খৃষ্টাব্দ)

এই সকল বর্ণনা হইতে ইহাই প্রকাশিত হয় যে, হযরত খলীফাতুল মসীহ আউয়াল (রাঃ)-এর দৃষ্টিতে খিলাফতের অতি উচ্চ মোকাম ও মর্যাদা রহিয়াছে। খলীফা পার্থিব আঞ্জুমানের প্রেসিডেন্টের মত নহে। তিনি এক আনুগত্যভাজন আধ্যাত্মিক ইমাম যাঁহার আনুগত্য ও অনুবর্তীতায় খোদাতা'লার সন্তুষ্টি লাভ হয় এবং যাঁহার বিরুদ্ধাচরণ আল্লাহ্‌তা'লার অসন্তুষ্টির কারণ হয়। আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের সকলকে খিলাফতের মোকাম বুঝিবার তৌফিক দান করিতে থাকুন, আমীন।

মূল : জনাব মৌলভী মোহাম্মদ ইয়ার সাহেব আরেফ, ইংল্যাণ্ডের প্রাক্তন মোবাল্লেগ

অনুবাদ : মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

সকল কল্যাণ ও আশিস খেলাফতে নিহিত

সৈয়দনা হযরত মোসলেহ মাওউদ (রাঃ আঃ)

"হে বন্ধুগণ! আমার আখেরী নসিহত এই যে, সমস্ত কল্যাণ ও বরকত খেলাফতে নিহিত রহিয়াছে। নবুওয়াত একটি বীজ বপন করে যাহার পর খেলাফত উহার 'তাসির' ও প্রভাবকে দুনিয়ায় ছড়াইয়া দেয়। তোমরা 'খেলাফতে হাক্কা'-কে মজবুতীর সহিত ধর এবং উহার আশিস ও বরকতের দ্বারা জগতকে উপকৃত কর যাহাতে খোদাতা'লা তোমাদের উপর দয়া ও রহমত বর্ষণ করেন, এবং তোমাদিগকে এই জাহানেও উন্নত করেন এবং সেই জাহানেও সম্মানিত করেন। আমরণ নিজেদের ওয়াদা পূরণ করিয়া যাও। আমার সন্তানদিগকেও এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সন্তানদিগকেও তাঁহাদের খান্দানের অঙ্গীকার স্মরণ করাইতে থাক। আহ্‌মদীয়াতের মোবাল্লেগগণ যেন ইসলামের সাচ্চা সিপাহী সাব্যস্ত হন এবং এই দুনিয়াতে খোদায়ে কুদ্দুসের কর্মচারীবৃন্দে পরিণত হন।" (আল-ফযল, ২০শে মে, ১৯৫৯ইং)

অনুবাদ : আহমদ সাদেক মাহমুদ

আঁ-হযরত (সাঃ)-এর পবিত্র বাণীর আলোকে ইতায়াতে খিলাফত

হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর হাদীসাবলী সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া দেখিলে জানা যায় যে, "রসূল করীম (সাঃ) দুই শ্রেণীর 'উলিল আমর' নির্ধারণ করিয়াছেন : একটি দুনিয়াবী ও পার্থিব এবং অপরটি দীনি ও ইসলামী (আধ্যাত্মিক)। দুনিয়াবী 'উলিল আমর' গণের ইতায়াত বা আজ্ঞা পালনের সম্বন্ধে আদেশ রহিয়াছে, কিন্তু তৎসঙ্গে তাহাদের দ্বারা 'কুফরে-বওয়াহ্' (খোলাখুলী কুফর) সাধিত হওয়ার সম্ভাবনা স্বীকার করা হইয়াছে এবং সেই অবস্থায় সুস্পষ্ট প্রমাণ থাকিলে (যাহা অনুমান ভিত্তিক নহে), তাহাদের কুফরী আদেশ বা বিষয়াবলীতে তাহাদের ইতায়াতের বাহিরে যাওয়ার শুধু অনুমতি দেওয়াই হয় নাই বরং উহার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। তবে কোন কোন ইসলামী আলেম, যথা হযরত মুহিউদ্দীন ইব্‌নে আরাবী (রাহঃ) এই ব্যাপারেও সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছেন, তিনি বলেন, উক্ত অবস্থাতেও শুধু পৃথক থাকার ঘোষণা করা জায়েয হইবে, বিদ্রোহ করা জায়েয নহে।

পক্ষান্তরে, দীনি ও ইসলামী (আধ্যাত্মিক) 'উলিল আমর' সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, তাঁহাদের ব্যাপারে আমাদিগকে বিচারক করা হয় নাই বরং তাঁহাদিগকে উম্মতের উপর বিচারক করা হইয়াছে এবং রসূল করীম (সাঃ) ফরমাইয়াছেন যে, তাঁহারা যাহা কিছু করেন তাহা তোমাদের উপর হুজ্জত (অবশ্য বাধ্যকর) হইবে এবং তাঁহাদের পথের অনুসরণ করা ঠিক আমারই আদেশের অনুসরণের ন্যায় জরুরী হইবে।

সুতরাং হাকেম (শাসক) দুই শ্রেণীর। প্রথমতঃ যাহারা দুনিয়াবী (জাগতিক) হাকেম এবং যাহাদের সম্বন্ধে ইহার সম্ভাবনা আছে যে, তাহাদের দ্বারা কুফর সাধিত হইতে পারে। তাহাদের সম্বন্ধে তো নির্দেশ এই যে, তোমরা তাহাদের ইতায়াত (আজ্ঞা পালন) করিয়া যাও। কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর হাকেম (শাসক) যাঁহারা হইবেন তাঁহারা ভুল করিতেই পারেন না। তাঁহাদের ব্যাপারে এই নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, কখনও তাহাদের সুন্নত এবং পথ হইতে পৃথক হওয়া উচিত নহে বরং যদি কখনও তোমাদের এই সন্দেহের উদ্রেক হয় যে, তোমাদের 'আকায়েদ' (ধর্মানুমোদিত ধ্যান-ধারণা) সঠিক কি না, তাহা হইলে তোমরা নিজেদের 'আকায়েদ'-কে খুলাফায়ে রাশেদীনের আকায়েদের সহিত মিলাইয়া দেখ। যদি মিলিয়া যায়, তাহা হইলে মনে করিবে যে, তোমাদের কদম সঠিক পথে আছে। যদি না মিলে, তাহা হইলে মনে করিবে, তোমরা ভুল পথে যাইতেছ।"

[খিলাফতে রাশেদা, পৃঃ—১৪১, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানি (রাঃ) প্রণীত]

এখন পৃথক পৃথক ভাবে সেই দীন সমূহ নিম্নে দেওয়া হইতেছে যাহা হইতে উল্লেখিত বিষয়াবলী প্রতিপাদিত হয়।

ইউসীকুম বেতাক্বওয়াল্লাহে ওয়াসসাময়া ওয়াততায়াতা ওয়া ইন্ কানা আবদান হাবশীয়ান

"তোমাদিগের প্রতি আমার এই ওসীয়্যত যে, তোমরা আল্লাহ্‌তা'লার তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর এবং ইতায়াত ও ফরমাঁবরদারীতে সবিশেষ যত্নবান হও, যদিও কিনা একজন হাবশী গোলাম তোমাদের উপর নিযুক্ত হয়। যাহারা আমার পরে জীবিত থাকিবে তাহারা মানুষের

অনেক বেশী মতভেদ দেখিতে পাইবে। সুতরাং সেই অবস্থাতে তোমাদের প্রতি আমার ওসীয়াত এই যে,

'আলাইকুম বে সুন্নাতি ওয়া সুন্নাতিল খুলাফায়ের রাশেদীনাল মাহ্‌দীঈনা

তোমরা আমার সুন্নত (আদর্শ) এবং আমার পরবর্তী খোলাফায়ে রাশেদীন মাহ্‌দীঈন (হেদায়াতের দিশারী সত্যনিষ্ঠ খলীফাগণ)-এর সুন্নত (আদর্শ) অনুসরণ কর।

তামাসসাকো বিহা

তোমরা তাহাদের সেই আদর্শ (সুন্নতকে) দৃঢ়ভাবে জড়াইয়া ধরিবে

ওয়াআযযু আলাইহা বে নওয়াজেযে এবং যে ভাবে কোন জিনিষকে দাঁতে কামড় দিয়া ধরা হয়, সেইভাবে ধরিয়া তাঁহাদের আদর্শের সহিত সংযুক্ত থাকিবে এবং কখনও সেইপথ ছাড়িবে না যাহা আমার অথবা আমার খলীফাগণের হইবে।

ওয়া ইয়াকুম ওয়া মুহাদ্‌সাতিল উমুরে

এবং নূতন নূতন কথা হইতে বাঁচ। কেননা প্রত্যেক সেই নূতন কথা যাহা আমার এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নত বা আদর্শ বিরুদ্ধ হইবে, তাহা বেদা'ত হইবে এবং প্রত্যেক বেদা'ত পথভ্রষ্টতা।"

(মুসনাদ আহ্‌মদ বিন হাম্বল, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১২৭ এবং তরজমা খিলাফতে রাশেদা হইতে)

ইহার মোকাবেলায় হযরত নবী করীম (সাঃ) অপর শ্রেণীর শাসকদের কথা বলিয়াছেন, যাহারা ভুল বরং কুফরে বওয়াহ্‌ করিতে পারে। সুতরাং হযরত উবায়দা বিন সামেত (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, "আমরা এই শর্তাবলীর উপর বয়আত (দীক্ষা গ্রহণ) করি যে, যাহাদিগকে আমাদের উপর হাকেম নিযুক্ত করা হইবে, আমরা তাহাদের সকল অবস্থাতেই ইতায়াত করিব, আমরা সুখে অথবা দুঃখে থাকি, আমাদের সুবিধা বা অসুবিধা যাহাই হউক না কেন কিংবা তাহাদের আদেশ আমাদের মনঃপুত হউক বা না হউক, এমনকি তাহারা যদি আমাদের হক অন্য কাহাকেও দেওয়াইয়া দেয় তথাপি আমরা তাহাদের ইতায়াত করিব। তেমনিভাবে আমাদের বয়আতের একটি শর্ত ইহাও ছিল যে, আমরা কাহাকেও উপযুক্ত জ্ঞান করিয়া তাহার নিকট শাসন কার্যভার অর্পণ করিবার পর তাহার সহিত ঝগড়া বা বচসা আরম্ভ করিয়া দিব না যে, এই আদেশ আপনি কেন দিলেন, ইহা এইরূপ না হইয়া ঐরূপ হওয়া উচিত ছিল। তবে যেহেতু ইহাও সম্ভব ছিল যে উল্লিখিত শাসকগণ কোন সময় ধর্ম বিরুদ্ধ নির্দেশও দিতে পারে, এই জন্য আমাদের প্রতি এই নির্দেশ ছিল যে, সেই অবস্থায় আমরা যেন সততার সহিত আসল বিষয় তাহাদের নিকট তুলিয়া ধরি এবং খোদার দীনের ব্যাপারে কোন ভর্ৎসনাকারীর ভর্ৎসনার পরওয়া না করি। অপর এক রেওয়ায়েতে এই ভাবে আছে যে, আমাদের প্রতি রসূল (সাঃ)-এর এই নির্দেশ ছিল যে, শাসনকার্য পরিচালনায় উপযুক্ত ব্যক্তিদের নিকট তোমাদের পক্ষ হইতে শাসনভার ন্যাস্ত হওয়ার পর তোমরা তাহাদের সহিত ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হইও না, কিন্তু যদি তাহাদের দ্বারা খোলাখুলিভাবে কুফর সংঘটিত হইতে দেখ, যাহার সম্বন্ধে কুরআনের স্পষ্ট বাণী তোমাদের পক্ষে এবং তাহাদের বিরুদ্ধে বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে তোমাদের কর্তব্য যে, তোমরা সেই ধর্ম-বিরুদ্ধ কথায় তাহাদের ইতায়াত করিতে অস্বীকার কর এবং তাহাই কর, যাহা করিতে তোমাদিগকে আল্লাহ্‌ আদেশ দিয়াছেন।"

[মেশকাত, কিতাবুল এমারত ওল কাযা : উর্দু তরজমা খিলাফতে রাশেদা পুস্তক হইতে]

অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ

খিলাফত ও যুবকদের কর্তব্য

হযরত মোসলেহ মাওউদ খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)

(১৯৫৩ সালের খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার ইজতেমায় প্রদত্ত গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ)

তোমরা হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর মারফত যে ঐশী ফরমান লাভ করিয়াছ, উহা খিলাফতের মাধ্যমে চিরকাল কায়েম রাখ।

যে অবস্থার ভিত্তিতে প্রথম যুগের মুসলমানগণ খিলাফতকে হারাইয়াছিল উহা হইতে সবক হাসিল কর এবং সদা ঐ সকল খারাপ হইতে বাঁচিতে চেষ্টা কর।

ব্যক্তি মরিয়া যাইতে পারে কিন্তু জাতি চাহিলে খিলাফতের প্রতিষ্ঠা এবং মজবুতির মাধ্যমে চিরকাল বাঁচিয়া থাকিতে পারে।

(১০ বৎসর পূর্বে সৈয়াদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) এক রুইয়া দেখিয়াছিলেন, যাহার মধ্যে বলা হইয়াছিল যে, হযরত রসূল করীম (সাঃ)-এর তিরোধানের মাত্র ৩৩ বৎসর পর কেন মুসলমানগণ খিলাফত হইতে বঞ্চিত হইয়া গেল। এই আজিমুশ্‌শান অভিজ্ঞানের পর হুযূর (রাঃ) ইহা সমীচীন বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, জামা'তে আহ্‌মদীয়ার নওজোয়ানদের দৃষ্টি এ বিষয়ে আকর্ষণ করেন, যেন তাহারা সততঃ চেষ্টা করিতে থাকে, যাহাতে ভবিষ্যতে অনুরূপ অবস্থার সৃষ্টি না হয়, যাহার ফলে মুসলমানগণ রূহানী খেলাফত হারাইয়াছিল। তদনুযায়ী ১৯৫৩ সালের ২৯শে অক্টোবর খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার সালানা ইজতেমা উপলক্ষ্যে হুযূর (রাঃ) এক ঈমানবর্ধক এবং মর্মস্পর্শী বক্তৃতা দেন।

তাশাহুদ, তাওউয এবং সূরা ফাতেহা পাঠের পর হুযূর (রাঃ) বলেন: মানুষ দুনিয়ায় জন্মগ্রহণ করে এবং মরিয়া যায়। এমন কোন মানুষ জন্মায় নাই যে চিরকাল দুনিয়ায় বাঁচিয়া আছে। কিন্তু জাতি যদি চাহে তাহা হইলে চিরকাল বাঁচিয়া থাকিতে পারে। এই আশা দিবার জন্যই হযরত মসীহ্ (আঃ) বলিয়াছিলেন, আমি আমার পিতার নিকট দরখাস্ত করিব, যেন তিনি আমাদিগকে দ্বিতীয় সাহায্যকারী দেন, যিনি চিরকাল বাঁচিয়া থাকিবেন (যোহন ১৪ অধ্যায়, ১৬-১ আয়াত)। ইহার মধ্যে হযরত মসীহ্ (আঃ) লোকের দৃষ্টি এই লক্ষ্যের প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছিলেন যে, যেহেতু ব্যক্তির জন্য মৃত্যু নির্ধারিত আছে, সুতরাং আমিও একদিন তোমাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইব। কিন্তু যদি তোমরা চাহ,

তাহা হইলে তোমরা চিরকাল জীবিত থাকিবে। ব্যক্তি চাহিলেও বাঁচিয়া থাকিতে পারিবে না, কিন্তু জাতি চাহিলে বাঁচিয়া থাকিতে পারিবে। যদি তাহারা বাঁচিয়া থাকিতে না চাহে, তাহা হইলে তাহারা মরিয়া যায়। হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ)ও ইহাই বলিয়াছেন "তোমাদের জন্য দ্বিতীয় কুদরত দেখাও জরুরী এবং উহার আগমন তোমাদের জন্য শ্রেয়ঃ কারণ, উহা চিরস্থায়ী, যাহার শৃংখল কিয়ামত পর্যন্ত ছিন্ন হইবে না, এবং ঐ দ্বিতীয় কুদরত ততক্ষণ পর্যন্ত আসিতে পারিবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি না চলিয়া যাই। কিন্তু আমি যখন যাইব তখন পুনরায় খোদা সেই দ্বিতীয় কুদরতকে তোমাদের জন্য পাঠাইয়া দিবেন। যাহা তোমাদের সহিত চিরকাল থাকিবে"। এখানে চিরকাল শব্দের অর্থ এই যে, তোমরা যতদিন চাহিবে, ততদিন জীবিত থাকিবে, কিন্তু তোমরা যদি সকলে মিলিয়াও চাহিতে যে হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ) যেন যিন্দা থাকেন, তাহা হইলে তিনি যিন্দা থাকিতে পারিতেন না। অবশ্য, তোমরা যদি চাহ যে কুদরতে সানিয়া (খিলাফত) তোমাদের মধ্যে যিন্দা থাকুক, তাহা হইলে উহা জীবিত থাকিতে পারে।

কুদরতে সানিয়ার প্রকাশ দ্বিবিধঃ

(১) আল্লাহ্‌র সাহায্য এবং (২) খিলাফত যদি জাতি চাহে এবং নিজেদেরকে ইহার যোগ্য করে, তাহা হইলে আল্লাহ্‌র সাহায্য তাহাদের সহিত সর্বাবস্থায় থাকিতে পারে এবং খিলাফতও তাহাদের মধ্যে জীবিত থাকিতে পারে। চিরকাল খারাবির সৃষ্টি হয় বোধশক্তি নষ্ট হইলে পর। বোধশক্তি ঠিক থাকিলে কোন কারণ নাই যে, খোদাতা'লা কোন জাতিকে পরিত্যাগ করেন। কুরআন করীমে আল্লাহ্‌তা'লা ইহাই বলিয়াছেনঃ

ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم

অর্থাৎ, "আল্লাহ্‌তা'লা কখনও কোন জাতির সহিত নিজ ব্যবহারের পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা নিজেদের অন্তরে খারাবির সৃষ্টি করে।" ইহা এমন এক বিষয় যাহা প্রত্যেক ব্যক্তি বুঝিতে সক্ষম। কোন ব্যক্তি একথা বলিতে পারিবে না যে, আমি ইহা বুঝিতে পারি না। এমন কোন অজ্ঞ ব্যক্তি নাই, যাহাকে শুনাইলে বলিবে যে, সে ইহা বুঝিতে পারে নাই। কিংবা একবার বুঝাইবার পর দ্বিতীয়বার বুঝাইলে সে বলিবে যে, আমি ইহা বুঝি নাই। কিন্তু বিচিত্র এই যে এমন সহজ কথাও জাতিসমূহ ভুলিয়া যায়। মানুষ মরণশীল। সে মরিলে কোন অভিযোগ নাই। কিন্তু জাতির জন্য মরা জরুরী নহে। জাতিসমূহ চাহিলে বাঁচিয়া থাকিতে পারে। কিন্তু তাহারা নিজেদের ধ্বংসের উপকরণ নিজেরাই সৃষ্টি করে।

আল্লাহ্‌তা'লা হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-এর মারফৎ সাহাবা (রাঃ)-কে এমন এক তালিম দিয়াছিলেন যে, উহার উপর পরবর্তী বংশধরগণ আমল করিলে, তাহারা চিরকাল জীবিত থাকিত, কিন্তু জাতি আমল ছাড়িয়া দিল এবং তাহারা মরিয়া গেল। দুনিয়া এই প্রশ্ন করে এবং আমার সম্মুখেও কয়েকবার এই প্রশ্ন আসিয়াছে যে, খোদাতা'লা সাহাবা (রাঃ)-কে

এইরূপ উচ্চাঙ্গের তালীম দেওয়া সত্বেও যাহার মধ্যে সকল প্রকার সামাজিক কষ্ট এবং মুশকিলের প্রতিকার ছিল এবং রসূল করীম (সাঃ) এই সকলের উপর আমল করিয়া দেখাইয়া ছিলেন, তথাপি সেই তালীম কোথায় চলিয়া গেল এবং ৩৩ বৎসরের মধ্যে কেন উহা শেষ হইয়া গেল? খৃষ্টানদিগের নিকট মুসলমানদের অপেক্ষা নিম্নস্তরের খিলাফত ছিল। কিন্তু তাহাদের মধ্যে এখন পর্যন্ত পোপ চলিয়া আসিতেছে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে, খৃষ্টানদের মধ্যে পোপের বিদ্রোহীও আছে, কিন্তু তবুও তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোক পোপকে মানে এবং তাহারা এই নিযাম হইতে ফায়দা উঠাইয়াছে। কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে ৩৩ বৎসর পর্যন্ত খিলাফত ছিল, অতঃপর উহা শেষ হইয়া যায়। ইসলামের সামাজিক নিয়ম ৩৩ বৎসর পর্যন্ত কায়েম ছিল। অতঃপর উহা শেষ হইয়া, না গণতন্ত্র বাকি থাকিল, না দরিদ্র-পালন থাকিল, না জনগণের তালীম, না খাদ্য, পোষাক এবং বাসস্থানের প্রয়োজনের কোন অনুভূতি রহিল। এখন প্রশ্ন জাগে যে, এই সকল বিষয় কেন শেষ হইয়া গেল? ইহার কারণ ছিল যে মুসলমানগণের বোধশক্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। যদি তাহাদের বোধশক্তি ঠিক ঠিক থাকিত তাহা হইলে কোন কারণ ছিল না যে, এই নিয়ামত তাহাদের হাত হইতে চলিয়া যাইত। অতএব, খোদাতা'লার সন্তুষ্টি অর্জন কর এবং তোমরা নিজদিগকে চিরকাল খিলাফতের সহিত সংযুক্ত রাখ। যদি তোমরা ইহা কর, তাহা হইলে খিলাফত তোমাদের মধ্যে চিরকাল জীবিত থাকিবে। তোমাদের হাতে আল্লাহ্‌তা'লা খিলাফত এই জন্যই দিয়াছিলেন যে, তিনি যেন বলিতে পারেন যে, আমি ইহা তোমাদের হস্তে দিয়াছিলাম; যদি তোমরা চাহিতে তাহা হইলে ইহা তোমাদের মধ্যে চিরকাল থাকিত। যদি আল্লাহ্‌তা'লা চাহিতেন তাহা হইলে তিনি ইহাকে ইলহামের দ্বারা কায়েম রাখিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি উহা করেন নাই। বরং—তিনি ইহাই বলিয়াছেন যে, তোমরা যদি খিলাফতকে কায়েম রাখিতে চাও, তাহা হইলে আমিও ইহা কায়েম রাখিব। তিনি তোমাদের মুখ দিয়া একথা বলাইতে চাহেন যে, তোমরা খিলাফত চাহ অথবা চাহ না। যদি তোমরা নিজেদের মুখ বন্ধ করিয়া লও কিম্বা খিলাফতের নির্বাচনে যোগ্যতার প্রতি দৃষ্টি না কর, যথা তোমরা এইরূপ এক ব্যক্তিকে খিলাফতের জন্য নির্বাচন কর, যে খিলাফতের যোগ্য নহে, তাহা হইলে তোমরা নিশ্চয়ই খিলাফতের নিয়ামতকে হারাইয়া ফেলিবে; এই বিষয়ের দিকে আমার বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করার কারণ এই যে, অদ্য রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় আমি এক রুইয়া দেখিয়াছি যে, পেন্সিল দিয়া লিখা মযমুন ছিল, যাহা কোন গ্রন্থকার অথবা ঐতিহাসিকের লিখা এবং ইংরাজী ভাষায় লিখা ছিল পিং বা ব্লু রং এর পেন্সিল দিয়া। মযমুন পরিষ্কার ভাবে পড়া যাইতেছিল না। যাহা কিছু পড়া যাইতেছিল, উহা হইতে মনে হইতেছিল যেন ঐ মযমুনে এই বিষয়ে সমালোচনা করা হইয়াছে যে, রসূল করীম (সাঃ)-এর পর মুসলমানগণ এত শীঘ্রই খারাপ হইয়া গেল কেন, যদিও খোদাতা'লার আজিমুশশান অনুগ্রহ তাহাদের উপর ছিল এবং উচ্চাঙ্গীন সভ্যতা ও উত্তম অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা তাহাদিগকে দেওয়া হইয়াছিল এবং রসূল করীম (সাঃ) ঐ সকলের উপর আমল করিয়া দেখাইয়া

দিয়াছিলেন, তবুও তাহারা অধঃপতিত হইয়া গেল এবং তাহাদের অবস্থা খারাপ হইয়া গেল। ঐ মযমুন ইংরাজীতে লিখা ছিল, কিন্তু আশ্চর্য কথা এই যে, ইংরাজীতে যে লিখা ছিল উহা বাম দিক হইতে ডাইনের দিকে না হইয়া ডাইনের দিক হইতে বাম দিকে লিখা ছিল। কিন্তু তবুও আমি ইহা পড়িতেছিলাম। লেখা খারাপ ছিল এবং শব্দ ভুল ছিল। তবু কিছু না কিছু আমি পড়িয়া লইয়াছিলাম। ইহার মধ্যে একটি কথা নিম্নলিখিতরূপ ছিল—There were two reasons for it, their temperament becoming (1) Morbid (2) anarchical অর্থাৎ ইহার দুইটি কারণ ছিল—তাহাদের মানসিক প্রকৃতি (১) রুগ্ন (২) বিদ্রোহাত্মক হইয়া গিয়াছিল। এই কথা মুসলমানগণের পতনের কারণ নির্দেশ করিতেছে। ইহার অর্থ এই যে, মুসলমানদের যে খারাবির সৃষ্টি হইয়াছিল, উহার কারণ ছিল মুসলমানদের মানসিক প্রকৃতির মধ্যে দুই রকমের খারাবি সৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল। এক প্রকার হইল তাহারা Morbid হইয়া গিয়াছিল অর্থাৎ তাহারা অপ্রাকৃতিক ও অপ্রীতিকর হইয়া গিয়াছিল এবং দ্বিতীয় কারণ এই যে, Tendencies anarchical হইয়া গিয়াছিল অর্থাৎ তাহাদের প্রবৃত্তি বিদ্রোহাত্মক হইয়া গিয়াছিল। আমি চিন্তা করিয়া দেখিলাম, বস্তুতঃ এই দুইটি কথাই ঠিক। মুসলমানগণ এই ধ্বংস নিজেদের হাতে খরিদ করিয়া লইয়াছিল। Morbid হওয়ার দিক দিয়া এই ধ্বংস এই জন্য সংঘটিত হইয়াছিল যে, তাহারা যে উন্নতি লাভ করিয়াছিল, উহা ইসলামের কল্যাণে লাভ করিয়াছিল, রসূল করীম (সাঃ)-এর আশিসে লাভ করিয়াছিল। ইহা তাহাদের ব্যক্তিগত উপার্জন ছিল না। রসূল করীম (সাঃ) মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন এবং মক্কাবাসীদের অবস্থা এইরূপ ছিল যে, মানব সমাজে তাহারা কোন সম্মানের অধিকারী ছিল না; লোকে তাহাদিগকে সাধী মনে করিয়া আদব করিত। যখন তাহারা বিভিন্ন জাতির মধ্যে যাইত তখন তাহারা তাহাদিগকে সেবাইত অথবা খুব বেশী হইলে ব্যবসায়ী হিসাবে সম্মান দিত। তাহারা আরবদিগকে কোন শক্তিরূপে গণ্য করিত না। পক্ষান্তরে, মর্যাদায় তাহাদিগকে এইরূপ দুর্বল গণ্য করা হইত যে, অপরাপর হুকুমত তাহাদের নিকট হইতে জবরদস্তি করিয়া ট্যাক্স আদায় করা বৈধ মনে করিত। দৃষ্টান্ত রূপে, দেখা যায় ইয়ামেনের বাদশাহ মক্কা আক্রমণ করে, যাহার উল্লেখ কুরআন করীমে সূরা ফিলের মধ্যে রহিয়াছে। রসূল করীম (সাঃ) নবুওয়াত লাভের পর ১৩ বৎসর পর্যন্ত মক্কায় অবস্থান করেন। এই সময়ের মধ্যে মাত্র কয়েক শত ব্যক্তি তাঁহার উপর ঈমান আনে। ১৩ বৎসর পর তিনি হিজরত করেন এবং হিজরতের অষ্টম সালে সারা আরব এক নিযামের অধীনে আসে। ইহার পর উহা এমন শক্তি সামর্থ্যের অধিকারী হইয়া পড়ে যে, উহাকে বড় বড় হুকুমতগুলি ভয় করিতে লাগিল। তখন দুনিয়া হুকুমতের দিক হইতে দুই অংশে বিভক্ত হইয়াছিল। প্রথম রোম সাম্রাজ্য। দ্বিতীয় ইরানী সাম্রাজ্য। রোম সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল পূর্ব ইউরোপ, তুর্কী, আবিসিনিয়া, ইউনান, মিশর, সিরিয়া এবং আনাতোলিয়া। ইরান সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল ইরাক, ইরান, রাশিয়ান ভূখণ্ডের অনেকখানি এলাকা, আফগানিস্তান, হিন্দুস্থানের এবং চীনের

কোন কোন এলাকা। তখন বড় সাম্রাজ্য বলিতে এই দুইটি ছিল, ইহাদের সম্মুখে আরবের কোন ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু হিজরতের অষ্টম সালের পরে সারা আরব রসূল করীম (সাঃ)-এর অধীনে আসিল। ইহার পর সীমান্তে যখন খৃষ্টান গোষ্ঠী সমূহ দুষ্টামি শুরু করিয়া দিল তখন তিনি স্বয়ং সেখানে শুভাগমন করেন। ইহার ফলে কিছুদিনের জন্য ফেতনা অপসারিত হইয়াছিল। কিন্তু অল্পকাল পরে আবার গোষ্ঠীগুলি দুষ্টামি আরম্ভ করিল। তখন তিনি তাহাদিগকে দমন করিবার জন্য লশ্কর পাঠান। ঐ লশ্কর অনেক গোষ্ঠীকে দমন করিয়া ফেলে এবং অনেককে চুক্তি দ্বারা বশ্যতায় আনে। তাঁহার ওফাতের পর আড়াই বৎসরের মধ্যে সারা আরব ইসলামী হুকুমতের অধীনে আসে। বরং এই হুকুমত আরব ছাড়াইয়া অপরাপর এলাকাতেও বিস্তার লাভ করিতে আরম্ভ করে। মক্কা বিজয়ের ৫ বৎসর পরে ইরাকী হুকুমতের উপর আক্রমণ চলে এবং উহার কয়েকটি এলাকা করতলগত হয়। ইহার কয়েক বৎসর পর রোম সাম্রাজ্য এবং অপরাপর হুকুমত ধ্বংস হইয়া যায়। এতবড় বিজয় এবং এইরূপ অভূতপূর্ব পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত ইতিহাসে আর কোথাও পাওয়া যায় না। ইতিহাসে কেবল নেপোলিয়নের একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় কিন্তু তাহার মুকাবিলায় সেরূপ কোন শক্তি ছিল না, যাহা সংখ্যা এবং শক্তিতে তাহাকে অতিক্রম করে। জার্মান রাজ্য ছিল, কিন্তু উহা সে সময়ে ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এইভাবে উহার সমস্ত শক্তি ছিন্নভিন্ন অবস্থায় ছিল।

একজন বিখ্যাত আমেরিকান প্রেসিডেন্টকে কোন এক সময় কোন এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, জার্মান সম্বন্ধে আপনার কি অভিমত? তিনি উত্তর দিয়াছিলেন, একটি ব্যাঘ্র, দুই তিনটি শৃগাল এবং কিছু ইঁদুর। ব্যাঘ্র বলিতে রাশিয়া, শৃগালের অর্থ অপরাপর হুকুমত এবং ইঁদুর বলিতে জার্মান। বস্তুতঃ তখন জার্মান টুকরা টুকরা ছিল, রুশ একটি বড় শক্তি ছিল। কিন্তু উহা রুশের সহিত যুদ্ধ করিল এবং সেখান হইতে বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিল এবং এইভাবে উহা ইংল্যাণ্ডকে জয় করিতে পারিল না এবং পরিণামে ইহা বন্দী হইয়া গেল। অতঃপর, হিটলার নামে এক বড় ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন পুরুষ আসিল। বরং দুই দেশে দুইজন বড় ব্যক্তি আসিল হিটলার, অপরজন মুসোলিনি। উভয়ই নিঃসন্দেহে উন্নতি করিয়াছিল। কিন্তু দুইজনেরই পরিণামে পরাজয় হইল। মুসলমানদের মধ্যে যে ব্যক্তি হঠাৎ বৃহৎ রাজ্যের অধিকারী হইয়াছিলেন, তিনি তৈমুর ছিলেন, তাঁহার পরিণাম একই হইয়াছিল। নিঃসন্দেহে তিনি দুনিয়ার প্রান্তে প্রান্তে গিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁহার বিশ্ব বিজয়ের উদ্দেশ্যকে সফল করিতে পারেন নাই। তিনি চীনকে অধীনতার নাগপাশে আবদ্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহা পারেন নাই। মৃত্যুর সময় তিনি বলিয়াছিলেন আমার সম্মুখে মানুষের হাড়ের স্তূপ রহিয়াছে, যাহা আমাকে তিরস্কার করিতেছে। সুতরাং রসূল করীম (সাঃ)-ই একমাত্র এইরূপ ছিলেন যিনি আদম হইতে এ পর্যন্ত একা এক ব্যক্তি হিসাবে উন্নতি করিয়াছিলেন। অল্প সময়ের মধ্যে তিনি সারা আরবকে জয় করিয়াছিলেন এবং তাঁহার ওফাতের পর তাঁহার এক খলীফা এক বিরাট শক্তিকে চুরমার করিয়াছিলেন এবং বাঁকী এলাকা তাঁহার অপর এক খলীফা জয় করিয়া

লইয়াছিলেন। এই যে পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছিল উহা খোদা-ই পরিবর্তন ছিল। উহা কোন মানুষের কাজ ছিল না। হযরত রসূল করীম (সাঃ)-এর মৃত্যু হইলে হযরত আবুবকর (রাঃ) খলীফা হইয়াছিলেন। যখন হযরত রসূল করীম (সাঃ)-এর মৃত্যুর সংবাদ মক্কায় পেঁৗছিল, তখন হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর পিতা আবু কেহাফাও বসিয়া ছিলেন। যখন সংবাদবাহক খবর জানাইল যে, হযরত রসূল করীম (সাঃ)-এর ওফাত হইয়া গিয়াছে, তখন সকলের উপর দুঃখ ছাইয়া গেল এবং সকলে ইহাই ভাবিল যে, এখন দেশের পরিস্থিতি মূলে ইসলাম ছত্রছিন্ন হইয়া যাইবে। তাই তাহারা বলিল, এখন কি হইবে? সংবাদবাহী বলিল, আঁ-হযরত (সাঃ)-এর ওফাতের পর হুকুমত কায়েম হইয়া গিয়াছে এবং একজন খলীফা নির্বাচিত হইয়াছেন। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, কে খলীফা হইয়াছেন? সংবাদবাহী বলিল, আবুবকর। আবু কেহাফা অবাক হইয়া প্রশ্ন করিল, কোন্ আবু বকর (রাঃ)? সাংবাদবাহী বলিল, আবু-কেহাফার পুত্র। ইহাতে আবু কেহাফা দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা করিল, তিনি কাহার পুত্র? সংবাদবাহী বলিল, আবু কেহাফার পুত্র। তখন আবু কেহাফা পুনরায় কলেমা পড়িল এবং বলিল, আজ আমার একীন হইল যে, হযরত রসূল করীম (সাঃ) সত্যই আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে আসিয়াছিলেন। আবু কেহাফা প্রথমে নামে মাত্র মুসলমান হইয়াছিল। কিন্তু এই ঘটনার পর সে সত্য হৃদয়ে বুঝিয়া লইল যে, হযরত রসূল করীম (সাঃ) তাঁহার দাবীতে সত্যবাদী ছিলেন। কারণ হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর বংশ মর্যাদা এরূপ ছিলনা যে, সারা আরব তাঁহাকে মানিয়া লয়। ইহা ইলাহী দান ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে মুসলমানদিগের বোধ শক্তি এইরূপ বিগড়াইয়া গেল যে, তাহারা মনে করিতে লাগিল যে, এই বিজয় আমরা নিজে-দের বাহুবলে অর্জন করিয়াছি। কেহ বলিতে আরম্ভ করিল, আরবের প্রকৃত শক্তি বনু-উমাইয়া, সুতরাং খিলাফতের হক একমাত্র তাহাদের। কেহ বলিতে লাগিল, বনু মোত্তালেব আরবের আসল শক্তি। কেহ বলিতে লাগিল, আনসারগণ খিলাফতের অধিক হক্‌দার, কারণ তাহারা হযরত রসূল করীম (সাঃ)-কে নিজেদের গৃহে স্থান দিয়াছিলেন। মোট কথা, অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে মুসলমানগণ Morbid (রোগগ্রস্থ) হইয়া গেল। এবং তাহাদিগের মস্তিষ্ক বিগড়াইয়া গেল, তাহাদের মধ্যে প্রত্যেক গোষ্ঠী চেষ্টা করিতে লাগিল যে, তাহারা খিলাফতকে বাহুবলে দখল করিবে। পরিণামে খিলাফত শেষ হইয়া গেল।

পুনঃ মুসলমানদিগের পতনের কারণ ছিল বিদ্রোহ। ইসলাম সকলের মধ্যে সাম্যের রূহ্ কায়েম করিয়াছিল। কিন্তু মুসলমানরা ইহা বুঝে নাই যে, সাম্য কায়েম করার অর্থ এই যে, এক সংগঠন (নেযাম) হউক। ইহাকে বাদ দিয়া সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। ইসলাম এই জন্য আসিয়াছিল যে, উহা এক সংগঠন এবং নিয়মানুবর্তীতা প্রতিষ্ঠা করিবে। কিন্তু ইহার সঙ্গে এ কথাও ছিল যে, নিয়মানুবর্তীতা যেন যালেমানা না হয় এবং জনসাধারণও তাঁহাদের বাসনাকে যেন দমন করিয়া রাখে, যাহাতে জাতি জরাযুক্ত হয়। কিন্তু অল্প কয়েক

বৎসরেই মুসলমানদের মধ্যে এই প্রশ্ন আরম্ভ হইয়া গেল যে খাজনা আমাদের এবং যখন শাসকগণ তাহাদের পথে বাধ সাধিল, তখন তাহারা তাহাদিগকে কতল করিতে আরম্ভ করিল ইহা সেই রূহ ছিল যাহা মুসলমানদিগকে ধ্বংস করিয়া দিল। তাহাদিগের বুঝা উচিত ছিল, ইহা ইলাহী হুকুমত এবং ইহাকে খোদাতা'লা কায়েম করিয়াছেন। সুতরাং ইহাকে খোদাতা'লার হাতেই থাকিতে দেওয়া হইলে মঙ্গল হইবে। আল্লাহ্‌তা'লা সুরা নূরে বলিয়াছেন, খলীফা আমি বানাইব। কিন্তু মুসলমানগণ মনে করিল যে, খলীফা তাহারা বানাইয়াছে। যখন তাহারা এইরূপ মনে করিল, তখন খোদাতা'লা বলিলেন যে, যদি খলীফা তোমরা বানাইয়া থাক, তাহা হইলে এখন তোমরাই বানাও। তদনুযায়ী তাহারা এক সময় পর্যন্ত পূর্ববর্তীগণের অর্থাৎ হযরত আবুবকর (রাঃ) হযরত উমর (রাঃ) হযরত ওসমান (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ)-এর মারা শিকার খাইতে লাগিল। কিন্তু মারা শিকার কতদিন চলে? জিন্দা ছাগ, জিন্দা ছাগী, জিন্দা মোরগ, জিন্দা মুরগী সকল, সব সময়ে আমাদিগকে গোশ্‌ত এবং আণ্ডা খাওয়াইবে। কিন্তু জবেহ্‌ করা ছাগল এবং মুরগী বেশী দিন থাকে না। অল্প সময় পরে এগুলি খারাপ হইয়া যায়। হযরত আবুবকর (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ) হযরত ওসমান (রাঃ) এবং হযরত আলী (রাঃ)-এর যুগে মুসলমানগণ তাজা গোস্ত খাইত। কিন্তু বেওকুফী করিয়া তাহারা মনে করিয়াছিল যে, এই জিনিষগুলি আমাদের। এইভাবে তাহারা নিজেদের জিন্দেগীর রূহ শেষ করিয়া ফেলিল এবং মুরগী. ছাগল সব মুর্দা হইয়া গেল। তোমরা কত দিন এক জবেহ করা বকরীর গোশ্‌ত খাইবে? এক ছাগল হইতে ১০, ১২, ২৫, অথবা ৩০সের গোশ্‌ত হইবে। পরিণামে উহা একদিন শেষ হইয়া যাইবে। সুতরাং বকরী সকল মুর্দা হইয়া গেল এবং মুসলমানগণ উহা খাইয়া ও পান করিয়া শেষ করিয়াছিল।

তখন তাহারা সকল জায়গায় লাঞ্ছিত হইতে শুরু হইল। তাহাদের উপর মার পড়িতে লাগিল এবং খোদাতা'লার গযব তাহাদের উপর নাযিল হইল। খৃষ্টানগণ আজও তাহাদের মুর্দা খিলাফতকে সামলাইয়া রাখিয়াছে। কিন্তু বদবখ্‌তগণ জিন্দা খিলাফতকে নিজেদের হাতে দাফন করিয়া দিয়াছে এবং ইহা শুধু ক্ষণিক বাসনা, পার্থিব উন্নতির আকাঙ্খা এবং সাময়িক উত্তেজনার ফল ছিল।

খোদাতা'লা প্রাথমিক মুসলমানগণের সহিত যে ওয়াদা করিয়াছিলেন, সেই ওয়াদা আজও কায়েম আছে। তিনি যখন "ওয়াদাল্লাহুল্লাযীনা আমানু মিনকুম ও আমেলুস সালেহাতে লাইয়াসতাখলে ফান্নাহুম ফিল আরযে কামাস্‌ তাখ্‌লাফাল্‌লাযিনা মিন কাবলেহীম" বলিয়াছিলেন, তখন তিনি হযরত আবুবকর (রাঃ)-কে ইহা বলেন নাই, হযরত ওমর (রাঃ) কে ইহা বলেন নাই, হযরত উসমান (রাঃ)-কে ইহা বলেন নাই, হযরত আলী (রাঃ)-কে ইহা বলেন নাই, পুনরায় ইহার কোথাও উল্লেখ নাই যে, খোদাতা'লা ইহা বলিয়াছেন যে,

এই ওয়াদা কেবল প্রথম যুগের মুসলমানদের সহিত করিয়াছিলেন অথবা প্রথম শতাব্দীর মুসলমানদের সহিত করিয়াছিলেন, দ্বিতীয় শতাব্দীর মুসলমানদের সহিত করিয়াছিলেন বরং এই ওয়াদা সকল যুগের মুসলমানদের সহিত করিয়াছিলেন, সে পূর্বেকার মুসলমানই হউক অথবা ২০০, ৪০০ বৎসর পরেরই হউক। তাহারা যখন

"আমানু ও আমেলুস সালেহাত"

(যাহারা ঈমান আনিয়াছে ও আমলে সালেহ্ করিয়াছে)-এর প্রতীক হইয়া যাইবে, তাহাদের নিজেদের নফসানী খাহেস সমূহকে মারিয়া ফেলিবে, তাহারা ইসলামের উন্নতিকে নিজেদের আসল উদ্দেশ্য বানাইয়া লইবে, ব্যক্তিত্ব, দল, উপদল, শহর এবং দেশকে ভুলিয়া যাইবে, তখনই তাহাদের জন্য খোদাতা'লা এই ওয়াদা কায়েম রাখিবেন যে,

ليستخلفنهم فى الارض كما استخلف الذين من قبلهم

(তাহাদের জন্য নিশ্চয়ই খিলাফত কায়েম করিব, যেরূপ তাহাদের পূর্ববর্তীদের জন্য খিলাফত কায়েম করিয়াছিলাম)।

এই ওয়াদা আল্লাহ্‌তা'লা সকল দেশের লোকের সঙ্গে করিয়াছেন—তাহারা আরবের হউক, অথবা ইরাকের হউক, অথবা মিশরের হউক, অথবা ইউরোপের হউক, অথবা এশিয়ার হউক, অথবা আমেরিকার হউক, অথবা দ্বীপ সমূহের হউক, অথবা আফ্রিকার হউক, যে,

ليستخلفنهم فى الارض

তিনি তাহাদিগকে ইহজগতের নিজ নায়েব এবং কায়েমমোকাম নিরূপন করিবেন। এখন দুনিয়ার মধ্যে কেবল সিরিয়া, আরব, নাইজিরিয়া; কেনিয়া, হিন্দুস্থান, চীন এবং ইন্দোনিশিয়াই শামিল নহে বরং আরো রাজ্য সমূহ রহিয়াছে। সুতরাং, ইহার অর্থ সকল দেশ অর্থাৎ প্রতিশ্রুত খিলাফত সারা দুনিয়ার জন্য। তিনি বলিয়াছেন, তিনি তোমাদিগকে সারা দুনিয়ার খলীফা নিরূপন করিবেন,

كما استخلف الذين من قبلهم -

(যেরূপ তাহাদের পূর্ববর্তীগণের জন্য খিলাফত কায়েম করিয়াছিলেন)।

এই আয়াতের মধ্যে পূর্ববর্তী লোকদের সাদৃশ্য আরয (যমীন)-এর মধ্যে নহে বরং (ইসতেখ্‌লাফ) খিলাফতের মধ্যে রহিয়াছে। মোট কথা, তিনি বলিয়াছেন, আমি ঠিক

সেইভাবে খিলাফত নিরূপন করিব, যে ভাবে আমি পূর্ববর্তীগণের মধ্যে করিয়াছিলাম এবং এমন প্রকারের খলীফা মনোনয়ন করিব, যাহাদের প্রভাব সারা বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত হইবে। সুতরাং, আল্লাহ্‌তা'লার এই ওয়াদাকে স্মরণ রাখিও এবং খিলাফতের মজবুতী এবং স্থায়ীত্বের জন্য সদা চেষ্টা করিতে থাকিবে। তোমরা নওজোয়ান। তোমাদের উদ্দীপনা সদা উত্তম হওয়া চাই এবং তোমাদের আক্কেল তেজ হওয়া চাই, যেন এই কিস্তিকে নিমজ্জিত হইতে না দাও। তোমরা সেই প্রস্তরের ন্যায় হইও না যাহা নদীর স্রোতকে ফিরাইয়া দেয়। বরং তোমরা সেই Channel (প্রণালী)-এর ন্যায় হও, যাহা পানিকে সহজভাবে পার করিয়া দেয়। তোমরা এক Tunnel (সুরঙ্গ)-এর ন্যায় হও, যাহার কাজ এই যে, সেই ইলাহী ফয়যান যাহা হযরত রসূল করীম (সাঃ)-এর দ্বারা লাভ হইয়াছে, উহাকে চালাইয়া যাও। যদি এই কাজে তোমরা সফল হও, তাহা হইলে তোমরা এমন এক কওম রূপে গড়িয়া উঠিবে, যাহা কখনও মরিবে না। পরন্তু, যদি তোমরা এই ইলাহী ফয়যানের পথে বাধা হইয়া যাও, এবং ইহার পথে পাথর বনিয়া খাড়া হইয়া যাও এবং তোমরা ব্যক্তি স্বার্থের জন্য ইহাকে নিজ এবং আত্মীয়-স্বজনের জন্য নির্দিষ্ট করিতে চাও, তাহা হইলে স্মরণ রাখিও যে, উহা তখন তোমাদের ধ্বংসের সময় হইবে। অতঃপর, তোমাদের আয়ু কখনও দীর্ঘ হইবে না। তোমরা ঠিক সেইভাবে মরিয়া যাইবে যেভাবে পূর্ববর্তী জাতিসমূহ মরিয়া গিয়াছে। কিন্তু কুরআন করীম এই কথা বলে যে, **জাতির উন্নতির পথ** বন্ধ নহে। অবশ্য, ব্যক্তি দুনিয়ায় চিরকাল জীবিত থাকিতে পারে না, কিন্তু জাতিসমূহ জিন্দা থাকিতে পারে। সুতরাং যে আগে বাড়িবে, সে পুরস্কার লইয়া যাইবে এবং যে আগে বাড়িবে না, সে নিজ মরণে মরিয়া যাইবে। যে আত্মহত্যা করে তাহাকে কেহ বাঁচাইতে পারে না।

অনুবাদ : মরহুম মৌঃ মোহাম্মদ, আমীর, বাঃ আঃ আঃ

"তোমরা যদি চাহ যে স্বর্গে ফিরিশ্‌তা তোমাদের প্রশংসা করুক তবে তোমরা প্রহার ভোগ করিয়াও সদানন্দ রহিবে, কুবাক্য শুনিয়াও কৃতজ্ঞ রহিবে, নিজেদের ইচ্ছার বিফলতা দেখিয়াও আল্লাহ্‌র সহিত তোমাদের সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করিবে না। তোমরাই আল্লাহ্‌তা'লার শেষ ধর্মমণ্ডলী। সুতরাং পুণ্যকর্মের এমন দৃষ্টান্ত দেখাও, যাহা হইতে উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হওয়া আর সম্ভব নয়।" (কিশতিয়ে-নূহ)

—হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)

ইসলামে মহাকল্যাণময় খিলাফতের চিরস্থায়ী ব্যবস্থা

আল্লাহ্‌তা'লা পবিত্র কুরআনে ঈমান ও সৎকর্মে প্রতিষ্ঠিত প্রকৃত মুসলমানদের সহিত এই ওয়াদা করিয়াছেন যে তাহাদিগের মধ্যে ঠিক সেই ভাবে খিলাফত কায়েম করিবেন যে ভাবে তিনি পূর্ববর্তী উম্মতগুলির মধ্যে কায়েম করিয়াছিলেন (সূরা নূর :—আয়াত ৫৬)। সুতরাং মুহাম্মদীয় উম্মতের পূর্বে খোদাতা'লা মুসীয় উম্মতের মধ্যে খিলাফত কায়েম করিয়াছিলেন। মুসীয় উম্মতে খিলাফত দুইটি যুগে বিভক্ত : উহার প্রথম যুগ হযরত মুসা (আঃ) হইতে আরম্ভ হইয়া ঈসা (আঃ) পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। অতঃপর মুসা (আঃ)-এর চৌদ্দশত বৎসর পর তাঁহার শরীয়তাধীন হযরত ঈসা মসীহ্ (আঃ) আবির্ভূত হইলে পুনরায় সেই উম্মতের মধ্যে ধারাবাহিক ভাবে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়। হযরত রসূল করিম (সাঃ)-কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌তা'লা হযরত মুসা (আঃ)-এর সদৃশ রসূল বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন (সূরা মুজ্জাম্মিল, রুকূ ২)। তদনুযায়ী ইসলামেও খিলাফত দুইটি যুগে বিভক্ত। প্রথম যুগটি রসূলে করিম (সাঃ)-এর পরে পরেই শুরু হয় এবং উহার ধারাবাহিক শৃঙ্খল হযরত আলী (রাঃ)-তে শেষ হইয়া গেলে তেরশত বৎসর পর্য্যন্ত মোজাদ্দেদ ও আওলিয়ার মাধ্যমে বিচ্ছিন্ন ভাবে চলিতে থাকে। অতঃপর ইসলামে খিলাফতের দ্বিতীয় যুগ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মাথায় প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর আবির্ভাবের মাধ্যমে সূচিত হওয়া নির্ধারিত ছিল। [মেশকাত (মুজতবাই) পৃঃ]

সুতরাং ২৬শে মে ১৯০৮ সনে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর ইন্তেকাল হইলে উহার পরবর্তী দিনে "সুম্মাতাকুনু খিলাফাতুন আলা মিনাহাজেন নবুওয়াত"—হাদীস বর্ণিত প্রতিশ্রুতি এবং ১৯০৫ ইং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) কর্তৃক 'আল-ওসিয়ত' পুস্তকে ঘোষিত ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী জামা'তে আহ্‌মদীয়ার মধ্যে মহাকল্যাণময় খিলাফতের চিরস্থায়ী ব্যবস্থা স্বরূপ কায়েম হয়, যাহা আল্লাহ্‌তা'লার কুদরত ও রহমতের ছত্রচ্ছায়ায় পূর্ণ সফলোর সহিত বিশ্বব্যাপী ইসলামের প্রচার ও আধ্যাত্মিক বিজয়কে তরান্বিত করিয়া চলিয়াছে। ইসলামে খিলাফতের এই পুনঃ প্রতিষ্ঠিত ধারাবাহিক শৃঙ্খলে এখন চতুর্থ খলীফা হইলেন হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)। নিম্নে খিলাফত সম্বন্ধে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর তিনজন খলীফা—হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওয়াল (রাঃ), হযরত মুসলেহ মাওউদ খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)-এবং হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাঃ)-এর বিপুল তত্বপূর্ণ উদ্ধৃতি সমূহের মধ্য হইতে যৎসামান্য পেশ করা গেল, এই সকল উদ্ধৃতির মধ্যে খিলাফতের মৌলিক তত্ব ও উহার চিরস্থায়ী আবশ্যকতা ও গুরুত্ব, উহার সুদূরপ্রসারী পবিত্র উদ্দেশ্যাবলী ও কল্যাণ সমূহ এবং খিলাফতের প্রতি আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোকপাত করা হইয়াছে।

হযরত খলীফা আওয়াল (রাঃ)-এর পবিত্র বাণীর আলোকে

আল্লাহ্‌তা'লাই খলীফা বানানঃ

"আমাকে কোন মানুষে খলীফা বানায় নাই এবং কোন আঞ্জুমানেও নহে, এবং আমি কোন আঞ্জুমানকে ইহার যোগ্যও মনে করি না যে, উহা কাহাকেও খলীফা বানাইতে পারে। সুতরাং না কোন আঞ্জুমান আমাকে খলীফা বানাইয়াছে এবং না আমি উহা কর্তৃক খলীফা বানানোকে কোন মর্যাদা দেই, তেমনি উহা কর্তৃক খিলাফত বর্জনেও দৃকপাত করি না এবং এখন কাহারও মধ্যে এই শক্তি নাই যে সে আমা হইতে খিলাফতের এই ভূষণ ছিনাইয়া নেয়।" (বদর, ৪ঠা জুলাই ১৯১২)

"খিলাফত কোন মনোহারী দোকানের সোডা-ওয়াটার নহে, তোমরা এই ঝামেলায় লিপ্ত হইয়া কোন ফায়দা লাভ করিতে পারিবে না। তোমাদিগকে কেহ খলীফা বানাইবে না। এবং আমার জীবদ্দশাতেও অন্য কেহ খলীফা হইতে পারে না। সুতরাং আমি যখন মৃত্যু বরণ করিব, তখন সে ব্যক্তিই দণ্ডায়মান হইবে, যাহাকে আল্লাহ্‌তায়ালা মনোনীত করিবেন এবং তিনি নিজেই তাহাকে খাড়া করিবেন।" (বদর- ৪ঠা জুলাই ১৯১২)

খলীফার উপর আপত্তি তোলা দুর্ভাগ্যের লক্ষণঃ

"আমি তোমাদিগকে বারংবার বলিয়াছি, কুরআন মজিদ হইতে দেখাইয়াছি যে খলীফা বানানো মানুষের কাজ নহে, বরং ইহা খোদাতা'লার কাজ। কে আদম (আঃ)-কে খলীফা বানাইয়াছিল? আল্লাহ্‌তা'লা বলেন, انى جاعل فى الارض خليفة

আদমের এই খিলাফতের উপর ফিরিশ্‌তারা আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিল.....কিন্তু তাহারা আপত্তি করিয়া কি ফল পাইয়াছে? তাহা তোমরা কুরআন মজিদে পড়িয়া লও। তাহাদিগকে তো অবশেষে আদমের উদ্দেশ্যে সিজদা করিতে হইল। সুতরাং যদি আমার উপর অভিযোগ-কারীদের কেহ ফিরিশ্‌তাও হয়, তাহা হইলে আমি তাহাকেও বলিব যে আদমের খিলাফতের সামনে সিজদারত হও, তবেই মঙ্গল। আর যদি কেহ অস্বীকার ও অহংকারকে তাহার সারথী করিয়া ইবলিসের রূপ ধারণ করে, তাহা হইলে সে যেন মনে রাখে যে, আদমের বিরোধীতা করিয়া ইবলিস কি ফল পাইয়াছিল? আমি পুনরায় বলিতেছি, যদি কেহ ফিরিশ্‌তার রূপ ধারণ করিয়াও আমার খিলাফতের উপর আপত্তি করে, তাহা হইলে (পরিশেষে) 'সৎস্বভাব' তাহাকে "উসজুদু লে আদামা"— ('আদমের উদ্দেশ্যে সেজদা কর')— আল্লাহ্‌র এই আদেশের প্রতি ফিরিয়া আসিতে বাধ্য করিবে।" (বদর, ৪ঠা জুলাই ১৯১২)

খলীফার ইতায়াত ওয়াজেবঃ

"আ বাশারাম মিন্না ওয়াহেদান নাত্তাবেয়াহু" — অর্থাৎ আমাদের মধ্য হইতে কি এক ব্যক্তির অনুসরণ করিতে হইবে'?

ইমাম একজনই হওয়া উচিৎ, যাহাতে ঐক্য ও সংহতি কায়েম থাকে। এই জামা'তেও এমন লোক আছে যাহারা এক ব্যক্তির ইতায়াত বা আনুগত্যকে গোমরাহী এবং মছিবত

বলিয়া মনে করে। অথচ এ কথা ভুল। এই শ্রেণীর মনোভাবাপন্ন লোকদের জন্য উক্ত আয়াত প্রণীধাণ যোগ্য। যাহাকে খোদাতা'লা মনোনীত করেন তাহাকে তিনি নিজ পক্ষ হইতে সাহায্য-প্রাপ্ত ও বিজয়ী করেন। খোদা তাহাকে এমন ভুলের মধ্যে পড়িতে দেন না যাহা কওমের ধ্বংসের কারণ হইতে পারে। শুরা (পরামর্শ) এইজন্য নহে যে খলীফাকে অবশ্যই উহার অনুসরণ করিতে হইবে। বরং উজিরগণের রায় তাহার জন্য আয়না স্বরূপ হইয়া থাকে, যাহার মধ্যে তিনি তাঁহার রায় পরখ করিয়া দেখেন।" (দরসুল কুরআন, ৫৭২ পৃঃ)

অন্তিমকালের উপদেশ ঃ

হযরত খলীফা আওয়াল (রাঃ) সর্বদা জামা'তকে খিলাফতের গুরুত্ব ও উহার পূর্ণ ইতায়াত এবং উহার সহিত দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত থাকার উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহার ইন্তেকালের কয়েক দিন পূর্বে তিনি বলিয়াছিলেন : -

"আল্লাহ্‌তা'লাই খলীফা বানান, আমার পরেও আল্লাহ্‌তা'লাই বানাইবেন।"

('পয়গামে সুলাহ' পত্রিকা, (লাহোর) ২৪শে ফেব্রুয়ারী ১৯১৪ ইং)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)-এর পবিত্র বাণীর আলোকে

সকল কল্যাণ ও আশিস খিলাফতে নিহিত ঃ

"হে বন্ধুগণ! আমার আখেরী নসিহত এই যে, সমস্ত কল্যাণ ও বরকত খিলাফতে নিহিত রহিয়াছে। নবুওত একটি বীজ বপন করে যাহার পর খিলাফত উহার 'তাসির' ও প্রভাবকে দুনিয়ায় ছড়াইয়া দেয়। তোমরা খিলাফতে হাক্কাকে মজবুতীর সহিত ধর এবং উহার আশিস ও বরকতের দ্বারা জগতকে উপকৃত কর, যাহাতে খোদাতা'লা তোমাদের উপর করুণা ও রহমত বর্ষণ করেন এবং তোমাদিগকে এই জাহানেও উন্নত করেন এবং সেই জাহানেও সম্মানিত করেন। আমরণ নিজেদের ওয়াদা পূরণ করিয়া যাও। আমার সন্তানদিগকেও এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সন্তানদিগকেও তাঁহাদের খান্দানের অঙ্গীকার স্মরণ করাইতে থাক। আহ্‌মদীয়াতের মোবাল্লেগগণ যেন ইসলামের সাচ্চা সিপাহী সাব্যস্ত হন এবং এই দুনিয়াতে খোদায়ে-কুদ্দুসের কর্মচারীবৃন্দে পরিণত হন।" (আল-ফযল ২০শে মে ১৯৫৯ ইং)

একসময়ে মাত্র একজনই একচ্ছত্র আনুগত্যের অধিকারী খলীফা ঃ

"খিলাফত যেন জিন্দা ও চিরঞ্জীব থাকে এবং উহার চতুর্দিকে প্রাণ বিসর্জনের জন্য প্রতিটি মু'মেন যেন স্বতঃস্ফূর্ত দণ্ডায়মান হয়। আমার এই পয়গাম বাহিরের জামা'তগুলিকেও পৌঁছাইয়া দাও এবং তাহাদিগকে অবহিত কর যে, 'তোমাদের মহব্বত আমার হৃদয়ে হিন্দুস্থানের আহ্‌মদীগণ অপেক্ষা কম নয়; তোমরা আমার চোখের মনি। আমি বিশ্বাস রাখি যে যত শীঘ্র তোমরা তোমাদের নিজ নিজ দেশে আহ্‌মদীয়াতের পতাকা দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করিয়া অন্যান্য দেশের প্রতি মনোযোগী হইবে। এবং সর্বদা খলীফা-এ-ওয়াক্ত, যিনি একসময়ে মাত্র একজনই হইতে পারেন, তাঁহার ফরমাবরদার ও অনুগত থাকিবে এবং তাঁহার নির্দেশানুক্রমে ইসলামের খিদমত করিয়া যাইবে।" (১৯৪৭ ইং সনের ঘোর বিপদসঙ্কুল সময়ে জামা'তের নামে প্রদত্ত পয়গাম : 'তারিখে আহ্‌মদীয়াত' ১০ম খণ্ড পৃঃ ৭২৩)

৪র্থ খলীফার সম্বন্ধে একটি মহান ভবিষ্যদ্বাণী :

"প্রথম যে আদম আসিয়াছিলেন তিনি জান্নাত হইতে বহিস্কৃত হইয়াছিলেন, কিন্তু এখন আদম (হযরত মসীহ্ মাওউদ—অনুবাদক) আসিয়াছেন মানুষকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করাইবার উদ্দেশ্যে। তেমনিভাবে প্রথম ইউসুফ (আঃ)-কে কারাগারে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল, কিন্তু দ্বিতীয় ইউসুফ (হযরত মুসলেহ মাওউদ—অনুবাদক) মানুষকে কারামুক্ত করার উদ্দেশ্যে আসিয়াছেন। পূর্ববর্তী খলিফাগণের মধ্যে কেহ কেহ যেমন—হযরত ওসমান (রাঃ) এবং হযরত আলী (রাঃ)-কে ক্লেশ দান করা হয়। কিন্তু আমি আশা করি যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর যামানায় আল্লাহ্‌তায়ালা উহার প্রতিরোধ ও প্রতিকার করিবেন এবং তাঁহার খলীফাগণের দুশমনগণ বিফল মনোরথ হইবে এবং অক্ষম থাকিবে। কেননা, এই যামানা বদলা বা প্রতিশোধ নেওয়ার যুগ। এবং খোদাতা'লা চাহেন যেন, তাঁহার পূর্ববর্তী বান্দাগণের মধ্যে যাঁহাদের ক্ষতি সাধন করা হইয়াছিল তাঁহাদের বদলা বা প্রতিশোধ গ্রহণ করা হয়।

(ইরফানে-ইলাহী, পৃঃ ৯৪ ; কাদীয়ানে ২৮শে ডিসেম্বর ১৯১৯ইং প্রকাশিত)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ)-এর পবিত্র বাণীর আলোকে

"হে আমার প্রিয় ভ্রাতাগণ! আল্লাহ্‌র নৈকট্যের যে সকল মোকাম ও মর্যাদা তোমরা হাসিল করিয়াছ, যদি সেইগুলিকে কায়েম রাখিতে চাও এবং রূহানীয়াতে সদা উন্নতি লাভ করিতে চাও, তাহা হইলে যুগের খলীফার আঞ্চলকে মযবুতির সহিত ধরিয়া রাখ। কেননা, যদি এই আঞ্চল ছুটিয়া যায় তাহা হইলে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আঞ্চল ছুটিয়া যাইবে। কেননা যুগের খলীফা তাঁহার নিজ স্বত্বায় কোন কিছু নহেন। যে মোকাম তিনি লাভ করিয়া থাকেন তাহা মুহাম্মদ (সাঃ)-এরই দেওয়া মোকাম; তাঁহার মধ্যে তাঁহার নিজস্ব কোনও শক্তি নাই, তাঁহার নিজস্ব কোনও জ্ঞান বা গুণও নাই। সুতরাং সেই ব্যক্তিকে দেখিও না বরং সেই আসনের প্রতি লক্ষ্য কর, যাহার উপর খোদা ও তাঁহার রসূল (সাঃ) সেই ব্যক্তিকে অধিষ্ঠিত করিয়াছেন। এবং আমি যেভাবে বলিয়া আসিয়াছি যে, খিলাফতে-রাশেদার এই দ্বিতীয় ধারায় অর্থাৎ সিলসিলা-এ-খিলাফতে, আইম্মা বা ইমামগণের খিলাফতের ধারায় যতজন খলীফাই হউন, তাঁহাদের আঞ্চলকে যাহারা মযবুতির সহিত ধরিয়া রাখিবে এবং যুগের খলীফার মধ্যে যে হৃদয় স্পন্দিত হইতেছে, সেই হৃদয়ের স্পন্দনে যাহাদের হৃদয় স্পন্দিত হইবে, হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর পবিত্র আত্মিক শক্তি তাহাদিগকে শক্তি দান করিবে, তাঁহার (সাঃ) রূহানী ফয়েয হইতে তাহারা অংশ লাভ করিতে থাকিবে। এমনি ধারায় ইসলাম অধিকতর উন্নতি করিয়া চলিয়া যাইবে ও জয়যুক্ত হইবে এবং আল্লাহ্‌তা'লার পুরস্কার সমূহ ও অনুগ্রহরাজী লাভ করিতে থাকিবে। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি খিলাফতে-রাশেদাকে অবজ্ঞা বা ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে তাহার উপর আল্লাহ্‌তা'লাও তাঁহার কোপ-দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন এবং সেই ব্যক্তি তাঁহার গযব ও কহরের নীচে পতিত হয়।"

(আল ফজল, জলসা সালানা সংখ্যা) ৩০শে ডিসেম্বর ১৯৬৮ইং

—মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী

জুমু'আর খুতবা

সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে'

আইয়্যাদাহুল্লাহুতায়ালা

[১৮ই জুন ১৯৮১ ইং মসজিদে-আকসা রাবওয়ায় প্রদত্ত]

আমি সুসংবাদ দিতেছি যে ভবিষ্যতে খিলাফত আর কখনও কোন শংকা বা সংকটের সম্মুখীন হইবে না।

জামা'তে আহ্মদীয়া যৌবনে উপনীত হইয়াছে, এখন আর কোন অমঙ্গলকামী ব্যক্তি খিলাফতের লেশমাত্রও কোন ক্ষতি সাধন করিতে পারিবে না।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর পরিবারবর্গ খিলাফত নির্বাচনকালে যে আদর্শের পরিচয় দান করিয়াছেন ইহার পরিপ্রেক্ষিতে জামা'তের উচিত তাহাদের জন্য দোওয়া করা।

তাশাউদ ও তাউয এবং সূরা ফাতেহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) নিম্নরূপ কুরআনী আয়াত তেলাওয়াত করেন :

هُوَ اللّٰهُ الَّذِیْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ - عٰلِمُ الْغَیْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ ۝ (حشر : ۲۳)

হুযুর (আইঃ) উল্লিখিত আয়াতের তরযমা করিয়া বলেন যে, আল্লাহ্তা'লা একমাত্র তিনি, যিনি ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ নাই ; তিনি গায়েবের (অদৃশ্য) জ্ঞানও জানেন এবং বর্তমান বা উপস্থিত বিষয়েও তিনি জ্ঞাত এবং তিনি রহ্মান (পরম দয়ালু, সর্বপ্রদাতা) এবং রহীম (বারবার দয়াকারী)।

হুযুর বলেন, এই আয়াতের প্রতি ভাসাভাসা দৃষ্টিপাতেই যে বিস্ময়কর বিষয়টি জানা যায় তাহা হইল এই যে, গায়েব বা অদৃশ্যের জ্ঞান সম্বন্ধে, যাহা অবশ্যই এক কঠিন ও কল্পনাতীত ব্যাপার, উহা আল্লাহ্তা'লা জানেন বলিয়া উল্লেখ করিলেন বটে কিন্তু বর্তমান বা দৃশ্যমান বিষয় সম্বন্ধে জানার কথা তিনি উল্লেখ করিলেন কেন ? কেননা অজ্ঞ ও নির্বোধ মানুষ এই ভুল বুঝাবুঝির মধ্যে নিপতিত যে সেও বর্তমান বা দৃশ্যমান বিষয়ের জানার ক্ষেত্রে আল্লাহ্-তা'লার শরীক বা অংশীদার। অথচ গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করিলে জানা যায় যে, প্রকৃতপক্ষে মানুষ যেমন গায়েব সম্পর্কে জ্ঞাত নয়, তেমনি হাজির বা বর্তমান সম্বন্ধেও সে অবগত নয়। কেননা গায়েব ও হাজির পরস্পর ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এইরূপ হইতে পারে না যে, উপস্থিত সম্বন্ধে জানা আছে, কিন্তু অনুপস্থিত বা গায়েব সম্বন্ধে জানা নাই। কেননা, প্রকৃতপক্ষে অতীতের সহিতও যেমন বর্তমানের সম্পর্ক রহিয়াছে, তেমনি ভবিষ্যতের সহিতও বর্তমানের সম্বন্ধ

আছে। সুতরাং বর্তমান যুগের বিজ্ঞানীদের দাবী হইল এই যে, একটি কম্পিউটারে যদি বর্তমানের খুটিনাটি সব কিছুর জ্ঞান বা তথ্যাদি দেওয়া হয়, তাহা হইলে প্রতিটি মানুষের মৃত্যু সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা যাইতে পারে। অর্থাৎ বর্তমানের জ্ঞান গায়েব-এর জ্ঞানে উপনীত করে এবং গায়েবের জ্ঞান বর্তমানের জ্ঞানে উপনীত করে। আর এই একই নীতি কালের দিক দিয়াও যেমন ঠিক, তেমনি স্থানের দিক দিয়াও।

হুযূর বলেন, আসল কথা এই যে, আমরা যাহা কিছুই বাহ্যিক দৃষ্টির দ্বারা দেখিয়া থাকি উহার দ্বারা আমাদের মধ্যে অভিজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ উভয়ই ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়া থাকে। এই প্রসঙ্গে হুযূর নিজ গৃহের একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। হুযূর বলেন, আমি বাচ্চাদের নিকট চন্দ্র ও নক্ষত্রাদির সম্বন্ধে বর্ণনা করিতাম, সেইজন্য বাচ্চাদের এ সম্বন্ধে কিছুটা প্রাথমিক ও মৌলিক বিষয়াদি জানা ছিল। একবার বাচ্চারা ঘরের কাজের মেয়েলোকটিকে জিজ্ঞাসা করিল, 'চাঁন্দ কত খানি বড় বলিতে পার কি?' সে বলিল, 'ফুটবল অপেক্ষা বড়।' বাচ্চারা হাসিয়া দিল। ইহাতে সে আবার বলিল, 'আচ্ছা, আঙ্গিনা সমান হইবে।' বাচ্চারা আবার হাসিলে সে বলিল, 'তবে এক একর বা দুই একর পরিমাণ নিশ্চয় হইবে।' চাঁন্দকে তদপেক্ষা বড় বলিয়া সে মানিতে প্রস্তুত ছিল না।

হুযূর বলেন, আমরাও আকাশের জ্যোতিষ্কগুলিকে যেরূপে দেখিয়াছি এবং উহাদের সম্বন্ধে যে রায় কায়েম করিয়াছি উহার মোকাবিলায় নভোমণ্ডলের গবেষকগণ সেগুলিকে যেরূপে দেখিয়াছেন উহার প্রেক্ষিতে তাহারা আমাদের ব্যাপারে তেমনি হাসেন যেমন আপনারা এখনই কাজের মেয়েলোকটির কথায় হাসিয়া ছিলেন। এবং 'আলেমুল-গায়েবে ওয়াশ-শাহাদাহ' (দৃশ্য ও অদৃশ্য বিদিত) খোদাতা'লা হয়তো ঐ সকল বিশেষজ্ঞ গবেষকগণের সম্বন্ধে হাসিতেছেন। হুযূর (আইঃ) মানুষের এই দুর্বলতার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, যদি মানুষ 'আলেমুল-গায়েবে ওয়াশ শাহাদাহ' সম্পর্কিত সিফত বা ঐশী-গুণটিকে উপলব্ধি করিতে পারে এবং নিজের অসারতাকে অনুধাবন করিয়া লয়, তাহা হইলে কোন রকম অহঙ্কারের অবকাশ থাকে না। বহু প্রকারের রূহানী দুর্বলতা কাটিয়া যায়। হুযূর উপদেশ দিতে গিয়া বলেন যে, নিজেদের মধ্যে বিনয় সৃষ্টি করুন, যাহার ফলশ্রুতিতে আপনারা আল্লাহ্‌তা'লার সহিত প্রকৃত মিলন লাভ করিতে পারিবেন।

হুযূর বলেন, যখন আমি উক্ত আয়াত সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা করি তখন আমার জীবনে এতদ্বারা বিশেষ উপকৃত হই। এই আয়াতটি আমাকে বহুবার পদস্খলন হইতে রক্ষা করিয়াছে। ইহার একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করিতে গিয়া হুযূর বলেন, যখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাঃ) নির্বাচিত হইলেন তখন সকলে নির্দ্বিধায় তাঁহার নিকট বায়আত করেন এবং তাঁহার ইতায়াত ও আনুগত্যের প্রতি অঙ্গীকার দান করেন। আমিও তাহাই করিয়াছিলাম। কিন্তু গৃহে আসিয়া যখন আমার অন্তঃকরণের প্রতি মনোনিবেশ করি, তখন উহার মধ্যে বহু দুর্বলতা ও ময়লা দেখিতে পাই এবং আমি চিন্তা করি যে, এই হৃদয় হুযূরের খিদমতে

তোহ্‌ফা হিসাবে পেশ করিবার উপযুক্ত কি না? তখন আমি দোয়া করি যে, হে খোদা! এই হৃদয়কে তুমি হুযূরের খিদমতে পেশ করিবার মত উপযুক্ত করিয়া তোল। ইহার পর আমি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাঃ)-এর নিকট চিঠি লিখি যে, হুযূর! দোয়া করুন যেন হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ)-এর পুত্রদের মধ্যে আমি সকলের চাইতে বেশী আজেযী ও বিনয়ের সহিত খিদমত করার তওফিক পাই এবং সকলের চাইতে বেশী এতায়াতকারী হই। তারপর আমি চিন্তা করি যে, ইহা আমি অনেক বড় কথা বলিয়াছি। ইহাতে আমি মনে মনে স্থির করিলাম যে, শুধু মৌখিক বলা যথেষ্ট নয়, বরং কার্যের দ্বারাই ইহা প্রকাশ করা যাইতে পারে। কেননা, পরীক্ষার সময়ই প্রকৃত অবস্থা জানা যায় যে, কে 'আলেমুল-গায়েবে ওয়াশ-শাহাদাহ' খোদাতা'লার নিকট গ্রহণযোগ্য। হুযূর বলেন, কামেল এতায়াত সহজ বিষয় নয়। কামেল এতায়াত সত্ত্বেও চিন্তাধারা বা মতামতের ক্ষেত্রে এখ্‌তেলাফ বা মতদ্বৈধতা হইতে পারে। কিন্তু তাক্‌ওয়ার দাবী হইল এই যে, সেই এখ্‌তেলাফ যেন এমন রূপ ধারণ না করে যাহা বয়আতের শৃঙ্খলের ক্ষতি সাধন করিতে পারে; কখনও ইশারা-ইঙ্গিতেও যেন উহার পরিপন্থী কোন কাজ না করে। কুরআন করীমে যেখানে মাতা-পিতার সামনে 'উফ' পর্যন্ত উচ্চারণ করার অনুমতি নাই, সেখানে খলীফা-এ-ওয়াক্তের মোকাম ও মর্যাদা তো তাহাদের চাইতেও বহু ঊর্ধে। তাঁহার কামেল এতায়াত হইতে সামান্যতম পরিমাণ ব্যতিক্রম করার অনুমতি কিরূপেই বা থাকিতে পারে? হুযূর বলেন, আপনারা সকলেই দোয়া করুন যেন আমাদের মধ্যে আজেযী, এনকেসারী ও বিনয়ের সৃষ্টি হয়। 'আলেমুল-গায়েবে ওয়াশ-শাহাদাহ' (উপস্থিত-অনুপস্থিত, দৃশ্য-অদৃশ্য বিদিত) খোদা যেন কখনও আমাদের হৃদয়ে অহংকার সৃষ্টি হইতে না দেন। আসল কথা এই যে, যতক্ষণ পর্যন্ত 'শাহাদাত' (উপস্থিত সাক্ষ্য) আমল বা কার্যে রূপান্তরিত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষের পক্ষে 'আলেমুশ শাহা-দাতে'র পূর্ণ তাত্ত্বিক প্রতিফলন ঘটিতে পারে না।

হুযূর বলেন, উক্ত বিষয়ের ধারাবাহিকতায় আর একটি কথা আমি বলিতে চাই যে, এই খেলাফত (অর্থাৎ ৪র্থ খেলাফত)-এর নির্বাচন উপলক্ষে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর পরিবারবর্গ যে মহান আমলী নমুনা দেখাইয়াছেন উহার আমি ঘোষণা করিতে চাই। হুযূর বলেন, কোন ব্যক্তি সম্বন্ধে তাহার পরিবারের লোক ওয়াকেফহাল হইয়া থাকেন। আমার ব্যক্তিগত কমজোরী সম্বন্ধে আমার খান্দানের লোকজনই সব চাইতে বেশী ওয়াকেফহাল ছিলেন। আমার সম্পর্কে তাঁহাদের ব্যক্তিগত রায় নিশ্চয় ভিন্নতর হইতে পারে, কিন্তু যখন খেলাফতের প্রশ্ন আসিল, তখন সমগ্র খান্দানের মিলিত ফয়সালা ইহাই ছিল যে, "কে খলীফা নির্বাচিত হন ইহার প্রতি মোটেও দৃষ্টিপাত না করিয়া আমরা সকলে নির্বাচিত খলীফার পূর্ণ এতায়াত করিব এবং কে খলীফা হইলেন সে বিষয়টিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিব।" হুযূর বলেন, খেলাফতের নির্বাচনকালে কতক দিক দিয়া জামা'তের মন পীড়িত হয় কিন্তু হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর পরিবারবর্গ কামেল রেযামন্দীর সহিত (পূর্ণ

সন্তুষ্ট চিত্তে) আমার এতায়াত (আনুগত্য বরণ) করিলেন! হুযূর বলেন, যদি আমার ব্যক্তিত্ব যাচাই করার প্রশ্ন হইত, তাহা হইলে হয়তো বিপুল সংখ্যাঘরিষ্ঠের রায় আমার বিরুদ্ধেই যাইত কিন্তু ব্যাপারটা আমার ব্যক্তিত্বের ছিল না। এই দিক দিয়া "খান্দানে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)" প্রশংসনীয় ভূমিকা, সমাদরযোগ্য নমুনা প্রদর্শন করিয়াছেন। উহার জন্য তাঁহারা হক রাখেন যেন, জামা'তের বন্ধুগণ তাঁহাদের জন্য দোয়া করেন। গতকাল পর্যন্ত যাহারা আমার প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন এবং অভিযোগ রাখিতেন তাঁহাদের দৃষ্টি সহসা বদলাইয়া গিয়াছে এবং তাঁহাদের মধ্যে সম্মান, ভক্তি, আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা এবং এতায়াতের জায্‌বা পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। ইহা এমন এক অবস্থা ছিল, যাহাতে আমি অভ্যস্ত ছিলাম না। সেই সময়টা আমি কঠিন মর্মপীড়া ও লজ্জাবোধের মধ্য দিয়া কাটাইয়াছি, এবং আমি ইস্তেগফার ও আল্লাহ্‌তা'লার হাম্‌দ করিতে থাকি। হুযূর বলেন, এহেন কর্মধারা বা আচার তাঁহাদের নেকীরই ফলশ্রুতি ছিল। তাঁহারা শতকরা একশত ভাগই একমত ছিলেন যে, খলীফা নির্বাচনের ফয়সালা যাহাই হউক না কেন, জামা'তের নেযামই হইল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ।

হুযূর (আইঃ) খান্দানে-হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ)-এর সর্বাপেক্ষা ঊর্ধতন বুযুর্গ-খাতুন এবং হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ)-এর দৈহিক সন্তানদের মধ্যে একমাত্র জীবিত ও স্মরণীয় 'শায়ায়েরুল্লাহ্' হযরত সৈয়্যদা নবাব আমাতুল হাফীয বেগম সাহেবা (মুদ্দা যিল্লহাল আ'লী), যিনি হইলেন হুযূর (আইঃ)-এর কনিষ্ঠা ফুফু, তাঁহার কথা অত্যন্ত আবেগময় ও এখলাসপূর্ণ ভাষায় উল্লেখ করেন। হুযূর বলেন, আমার জন্য সেই মুহূর্তটি অসহনীয় ছিল যখন পরম আন্তরিকতা, প্রীতি, স্নেহ ও ভক্তিপূর্ণ দৃষ্টি ভরে হযরত ফুফু সাহেবা' আমার নিকট বায়আত করিতেছিলেন। ইহা একজন ফুফুর প্রীতি ও স্নেহ ছিল না, বরং উহা ছিল অন্য ধরণেরই প্রীতি ও ভালবাসা। হুযুর বলেন, আমি অনুধাবন করিলাম আমার আল্লাহ্ আমাকে আর এক জগতে পরিভ্রমণ করাইয়াছেন। হুযুর বলেন, আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহার অশেষ ফযল ও করমে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর পরিবারবর্গকেও সেই একই জায্‌বা প্রদান করিয়াছেন, যাহা বাকী জামা'তের মধ্যে বিদ্যমান আছে এবং এই হিসাবে সমগ্র জামা'তই উক্ত পরিবারভুক্ত। ইহা দেখিয়া আমার হৃদয় আল্লাহ্‌তা'লার প্রশংসায় আকণ্ঠ আপ্লুত হইয়া পড়ে। হুযুর বলেন, 'যাতে-বারী' আল্লাহ্‌তা'লার রেযামন্দী ও সন্তোষের সামনে মাথা নত করিয়া দেওয়ার এইগুলি হইল বড়ই বিস্ময়কর নমুনা ও মনমুগ্ধকর দৃষ্টান্ত। রাবওয়ার প্রতিটি গলি-গলি সাক্ষী যে, বড়োর চাইতেও বড় পরীক্ষা ও সংকট আসিয়াছে এবং বহিয়া চলিয়া গিয়াছে কিন্তু জামা'তকে একটুকুও যখম লাগাইতে পারে নাই, এবং জামা'ত বিরাট শক্তি ও দৃঢ়তার সহিত খেলাফতের ঐক্যে উপরে কায়েম রহিয়াছে।

হুযূর বলেন, ইহা ছিল শেষ ও সর্ববৃহৎ পরীক্ষা, যে পরীক্ষার মোকাবিলা জামা'ত অত্যন্ত সাফল্যের সহিত করিয়াছে। ভবিষ্যতে ইনশাআল্লাহ্ খেলাফতে আহ্‌মদীয়া আর

কখনও কোন শংকা বা সংকটের সম্মুখীন হইবে না। জামা'ত উহার যৌবনে উপনীত হইয়াছে। কোন অমঙ্গলকামী এখন আর খেলাফতের লেশমাত্রও ক্ষতি সাধন করিতে পারিবে না এবং এমনি ধারায় মহাসমারোহে জামা'ত উন্নতি করিয়া যাইবে। আল্লাহ্‌-তা'লার এই ওয়াদা পূর্ণ হইবে যে, ন্যূনকল্পে এক সহস্র বৎসর ব্যাপী আহ্‌মদীয়া জামা'তে খেলাফত কায়েম থাকিবে। হুযূর বলেন, দোয়া করুন, আল্লাহ্‌তা'লার হাম্‌দ ও প্রশংসা গীতি গাহিতে থাকুন এবং দোয়া করিতে থাকুন, যেন আমাদের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের প্রতি রাযী থাকেন এবং যখন আমরা মৃত্যুবরণ করি তখন তিনি যেন আমাদের প্রতি মহব্বতের দৃষ্টিতে নিবদ্ধ রাখেন।

হুযুর বলেন, আল্লাহ্‌তা'লা গায়বের পর্দা ঢাকা দিয়া মানুষের পারস্পরিক গ্লানি ও মনোমালিন্য জন্ম নেওয়ার পথ সংকীর্ণ করিয়া দিয়াছেন। রহমান ও রহীম আল্লাহ্‌তা'লাই একমাত্র সত্তা, যিনি মানবের সকল প্রকার দুর্বলতা সম্বন্ধে অবগত এবং তাহা সত্বেও তাহাকে ভালবাসেন। একবার ভুল করার পর বারবারও যদি সে ভুল করে তবুও তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেন। আল্লাহ্‌তা'লার সহিত মানুষের সম্পর্ক তাঁহার রহমান ও রহীম হওয়ার সূত্র ধরিয়াই বিদ্যমান এবং এই পথের যাত্রা আজেযী ও বিনয়ের সহিতই আরম্ভ হয়। আল্লাহ্‌তা'লা আমাদিগকে তওফিক দিন আমরা যেন রহমান ও রহীম খোদার মিলন লাভ করিতে পারি।

ইহার পর হুজুর (আইঃ) কয়েক মুহূর্ত বসিবার পর পুনরায় দাঁড়াইয়া খোৎবা সানীয়া পাঠ করিয়া বলেন, বিশ্বব্যাপী যে সকল পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটিয়া চলিয়াছে তাহা অত্যন্ত দুশ্চিন্তার কারণ। সুতরাং সমগ্র মানবতার জন্য, মানবজাতির জন্য এবং বিশেষতঃ মুসলিম জাহানের জন্য দোয়ার প্রয়োজন, আল্লাহ্‌তা'লা যেন আলমে-ইসলামকে যালিমগণের হস্তক্ষেপ ও নির্যাতন হইতে রক্ষা করেন ও নিরাপদ রাখেন। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পবিত্র নামের ওসিলায় তাঁহার সহিত সম্বন্ধ-যুক্ত জনগোষ্ঠীর হেফাযত করেন এবং এই মো'জেযা দেখান যে, শুধু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পবিত্র নামের সহিত সম্পর্কিত হওয়ার মধ্যে কত বরকত ও কল্যাণ আছে!

হুযূর বলেন, আমাদের দিল মুসলমানদের উপর অনুষ্ঠিত এই সব অত্যাচার দেখিয়া ক্ষতবিক্ষত। আল্লাহ্‌তা'লার দরবারে এই সকল মযলুম অত্যাচারিত মুসলমানদিগের জন্য দোয়া করিতে থাকুন এবং এই দোয়াও করুন যেন আল্লাহ্‌তা'লা তাহাদিগকে সাচ্চা ও ও সত্যিকার মুসলমানে পরিণত হওয়ার তওফিক ও সুযোগ দান করেন, তাহারা যেন আল্লাহ্‌-তা'লার ফয়সালার সামনে মাথা নতকারী হয় এবং আল্লাহ্‌তা'লা তাহাদের সমক্ষে যাহা তুলিয়া ধরিয়াছেন উহা যেন তাহারা হাত বাড়াইয়া গ্রহণ করিতে পারে—এই তওফিকও যেন আল্লাহ্‌তা'লা তাহাদিগকে দান করেন। আমীন।

ইহার পর হুযূর জুমুআর নামায বাজামা'ত পড়ান এবং সালাম ফিরাইবার পর মৃদুকণ্ঠে ১১ বার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' পবিত্র কলেমার বেরেদ করেন। তারপর সকলের উদ্দেশ্যে 'আসসালামু আলাইকুম' বলিয়া তশরীফ লইয়া যান। (আল-ফজল, ২০শে জুন ১৯৮২ইং)

অনুবাদ : মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরব্বী

বিশ্বগ্রাসী অবক্ষয় ও প্রতিকার

আল্লাহ্ মানুষকে বুদ্ধিমান করে এবং মহত্ব ও হীনত্বের সংমিশ্রণে সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে বিবেক দিয়েছেন মহত্বের প্রতি আহ্বান জানাতে আর শয়তানকে দাঁড় করিয়েছেন তাকে হীনত্বের দিকে টানতে। বিবেক বুদ্ধিকে সঠিকভাবে ব্যবহার বা অকেজো করে রাখার ইচ্ছা শক্তিও আল্লাহ্ মানুষকে দান করেছেন। বস্তুতঃ তাকে ইচ্ছাশক্তির ব্যবহারের জন্যই আল্লাহ্র দরবারে দায়ী হতে হবে হিসাব দিতে হবে। বুদ্ধির বলে মানুষকে প্রাণীজগতে সর্বাধিক শক্তিধর করেছে। বুদ্ধিকে কৌশলে (প্রযুক্তিতে) পরিণত করে অন্যান্য প্রাণীকে বিশেষ করে পশুশক্তিকে নিজের কাজে লাগিয়েই মানুষ ক্ষান্ত হয়নি, প্রকৃতির অন্যান্য শক্তিসমূহ (মাধ্যাকর্ষণ, চুম্বক, বিদ্যুৎ, আগুন, পানি, তাপ, আলোক ইত্যাদি) এমন কি অণুপরমাণুর বিপুল শক্তিকেও দৈনন্দিন জীবনে বহু কাজে লাগাচ্ছে।

অনুধাবন যোগ্য যে, কোন শক্তিই নিজ হতে আমাদের জন্য কল্যাণ বা অকল্যাণকর হয় না। যখন যে শক্তিই ব্যবহার করুক না কেন মানুষের ইচ্ছার উপরেই নির্ভর করে তা কল্যাণে আসবে, না অকল্যাণের কারণ হবে। আগেই বলা হয়েছে, মানুষের বিবেক তাকে তাড়া দেয় তার সব শক্তিকে (নিজস্ব দৈহিক ও মনন শক্তিসহ করায়ত্ব প্রাকৃতিক শক্তি সমূহকেও) কল্যাণের উৎসরূপে ব্যবহার করতে। অপরদিকে নিপুনভাবে, মোহনীয় করে, লোভ-লালসার মোড়কে শয়তান আদম সন্তানকে আহ্বান জানায় হীন স্বার্থ চরিতার্থের ও ভোগ-বিলাসে ডুবিয়ে রাখার। এ আহ্বান খুব কম লোকেই এড়াতে পারে।

মানব সমাজে শয়তানী শক্তি যখন প্রবল হতে প্রবলতর হতে থাকে তখন বিবেকী শক্তি ক্রমাগত নিস্তেজ ও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। মানুষ তখন কুরআনের ভাষায় 'আছফালা ছাফেলীন' অর্থৎ হীন হতে হীনতমে পরিণত হয়। তাতে সমাজে এমন জঘন্য পরিবেশ সৃষ্টি হয় যে মানুষ আর মানুষ থাকে না। বুদ্ধি তখন দুর্বুদ্ধির রূপ নেয়। তাতে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির জন্য আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতি ষড়যন্ত্রের হাতীয়ারে রূপান্তরিত হয়ে দুঃখ দৈন্যের উৎস হয়ে দাঁড়ায়। কর্ম তখন কুকর্মে পরিণত হয়।

মানুষ তখন নিজের চেষ্টায় ঐ অবস্থার কল্যাণকর পরিবর্তন আনতে অসমর্থ হয়ে পড়ে। ঐ অবস্থায় তাঁর সেরা সৃষ্টি মানুষকে আবার মানবতায় উদ্বুদ্ধ ও ভূষিত করার জন্য আল্লাহ্ নবী প্রেরণ করে থাকেন। দুনিয়ার ইতিহাসে এক বা দুই লক্ষ ২৪ হাজার বার এর পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। তাই এ নিয়ে আর কথা বাড়াচ্ছি না।

নবী তাঁর অসাধারণ মেধা, চরিত্র-মাহত্য ও অনন্য ব্যক্তিত্বের বলে বলীয়ান হয়ে এবং সর্বোপরি আল্লাহ্র নির্দেশকে সম্বল করে বিরামহীনভাবে শয়তানী শক্তির বিরুদ্ধে সর্বাত্মক

সংগ্রামের মাধ্যমে 'নতুন মানুষ সমাজ' গড়ে তুলেন। যে কথাটি এখানে বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে-তা হলো নবী আল্লাহ্‌র নির্দেশেই চলেন। তিনি নিজের ইচ্ছাকে পরিপূর্ণভাবে আল্লাহ্‌র ইচ্ছার কাছে সমর্পন করেন। অর্থাৎ নবীর চিন্তা-ভাবনা, বিবেক বুদ্ধি, শক্তি সামর্থ্য সব আল্লাহ্‌র ইচ্ছার অধীনে কাজ করে যায়। শয়তানী শক্তি তাঁর কাছ থেকে সম্পূর্ণভাবে বিতাড়িত হয়। তিনি মানুষকে শয়তানী শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য হেক্‌মত শিক্ষা দেন যা ব্যবহার করে তাঁর অনুগামীরা তাদের সব শক্তিকে কল্যানকর ব্যবহারে লাগাতে সামর্থ্য ও অভ্যস্থ হয়। তিনি নেক মানুষের জামা'ত তথা সমাজও গড়ে দিয়ে যান। তারা নবীর আরুদ্ধ 'পবিত্র করণ' কর্মসূচীকে সম্বল করে সামগ্রিক সংগ্রাম বা জেহাদ চালিয়ে যায়।

কোন নবীই চিরকাল বেঁচে থাকেন না। মানুষ হিসেবে তাঁরাও মরণশীল। তাঁর তিরোধানের পর ঐ জামা'ত খিলাফতের মাধ্যমে নবীর শিক্ষা ও আদর্শকে নিজেদের জীবনে কার্যকর রাখে। তারা নবীর আরুদ্ধ 'পবিত্র করণ' কর্মসূচীকে সম্বল করে সামগ্রিক সংগ্রাম বা জেহাদ চালিয়ে যায়। তালিম, তরবীয়ত, তবলীগ, ও দোয়ার মাধ্যমে তা ব্যাপক করে তোলে।

আমাদের শাসন ব্যবস্থা হতে একটি উদাহরণ নেয়া যেতে পারে যা আমাদেরকে নবুওয়াত ও খিলাফতের দুটো স্তরকে সঠিকভাবে বুঝতে ও উপলব্ধি করতে বিশেষ সহায়ক হতে পারে। কোন দেশের বা ঐ দেশের কোন অঞ্চলের শাসন ব্যবস্থা যখন এমন অবস্থায় উপনীত হয় যে, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা সাধারণ আইন-কানুন দ্বারা তা কার্যকর রাখা যায় না তখন কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ ইমারজেন্সী বা জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে থাকেন। স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসলেই জরুরী অবস্থা তোলে নেওয়া হয়। মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের চরম অধঃপতনের সময় আল্লাহ্‌ নবীর প্রেরণ দ্বারা যেন জরুরী অবস্থার ঘোষণা করে থাকেন। তিনি চান অচিরেই মানুষ যেন এ অবস্থা অতিক্রম করে খিলাফতের সাংগঠনিক প্রক্রিয়ার অধীনে নিজেদেরকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যায়। বিষয়টি অন্যভাবেও ব্যাখ্যা করা যায়। নবী আল্লাহ্‌র একক ও প্রত্যক্ষভাবে নমিনেশনে আগমন করে থাকেন। অপরদিকে খলীফা আল্লাহ্‌র ইচ্ছা যা মোমেনদের ভোটের মাধ্যমে কার্যকর হয়ে থাকে—এর দ্বারা নির্বাচিত হয়ে থাকেন। কেননা, প্রকৃত মু'মেন তার জীবনে আল্লাহ্‌র ইচ্ছাকেই কার্যকর করে থাকে। তা না হলে কেউ মু'মেন থাকতে পারে না। বস্তুত: তথা কথিত উম্মতেরা যখন নবীর শিক্ষা ও আদর্শের সাথে আন্তরিকতা হারিয়ে ফেলে তখন খিলাফতও হারিয়ে ফেলে। তারা নিজেদের শত চেষ্টায়ও খিলাফত কায়েম করতে পারে না। বর্তমান মুসলমানদের বেলায় তাই হয়েছে। খিলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য তাদের দীর্ঘ ব্যর্থতা অন্যতম অকাট্য প্রমান যে, তারা অবক্ষয়ের শেষ সীমানায়

পেঁৗছেছে, ধর্মের তথা ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শের সাথে আন্তরিকহীন হয়ে পড়েছে।

বর্তমান জামানাতে বিশ্বময় মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অধঃপতন চরমে পেঁৗছলে আল্লাহ্‌ 'খাতামান্নাবীঈন' হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-কে ইমাম মাহ্‌দী রূপে প্রেরণ করেছেন। তিনি হযরত (সাঃ)-এর নবুওয়াতের মোহরে মোরাঙ্কিত হয়ে বিশ্বনবীর 'অনুগামী' নবীরূপে ভূষিত হয়েছেন। তিনি কুরআনের বিস্মৃত শিক্ষা ও আদর্শকে ভিত্তি করে আহ্‌মদীয়া জামা'ত গঠন করেছেন। তাঁর ইন্তেকালের পর খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমানে চতুর্থ খিলাফত চলছে। এই খিলাফতের মাধ্যমে বিশ্বজোড়া অভিযান চলেছে ইসলাম প্রচারও প্রতিষ্ঠার। ইতিমধ্যে ১১৪টি দেশে প্রচার-মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এসব মিশন সর্বপ্রকার ত্যাগ তিতিক্ষার মাধ্যমে কাজ করে চলেছে। অর্দ্ধ শতাধিক ভাষায় কুরআনের তর্জমা ও তফসীর ও অন্যান্য গুরূত্বপূর্ণ ইসলামী পুস্তকাদি প্রকাশিত হচ্ছে। বস্তুতঃ বর্তমান জামানার সর্বগ্রাসী অবক্ষয় রোধ করে মানব জীবনে নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতাকে পুনর্বাসিত করার আল্লাহ্‌র প্রদত্ত একমাত্র পথ এই ঐশী খিলাফত। ইহাই আদম সন্তানের জীবনকে সার্থক এবং দুনিয়াকে সব অশান্তি ও অবক্ষয়ের গ্লানিমুক্ত করার একমাত্র খোলাপথ। আহ্‌মদী জামা'ত সবাইকে এই পথেরই সন্ধান দিচ্ছে।

মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

হাদীস (বোখারী)

আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম নামাযের মধ্যে দোয়া পড়তেন, "হে আল্লাহ্‌! সর্ব প্রকারের গোণাহ্‌ ও ঋণ থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"

হাদীস (নাছায়ী)

হযরত আবু সাইদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, হযরত রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বললেন, "আমি আল্লাহ্‌র নিকট শির্‌ক, অতি বার্ধক্য ও ঋণের দায় থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি।" এক ব্যক্তি বলল, 'ইয়া রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)! আপনি কি শির্‌ককে ঋণের সমতুল্য মনে করেন? তিনি বললেন, "হ্যাঁ।"

হাদীস (আবু দাউদ, তিরমিজী)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده و نصلى على رسوله الكريم و على عبده المسيح الموعود

খেলাফত

খেলাফতের অর্থ হলো প্রতিনিধিত্ব (নিয়াবাত)। নায়েব তার চেয়ে ক্ষমতাবান ব্যক্তির নিয়াবাত (প্রতিনিধিত্ব) করে থাকে এবং তার মিশনকে (কাজকে) চলমান রাখে। খেলাফতের কাজও তাই। খেলাফত তিন প্রকারের (১) খেলাফতে নবুওয়াত যেমন হযরত আদম (আঃ)-এর খেলাফত, যার সম্বন্ধে আল্লাহ্‌তা'লা বলেন : انى جاعل فى الارض خليفة আমি পৃথিবীতে আমার খলীফা বানাতে যাচ্ছি। আদম (আঃ) এই অর্থেও খলীফা ছিলেন যে, তিনি ও তাঁর জাতি তার পূর্ববর্তী জাতির স্থান পেলো এবং এই অর্থেও খলীফা যে তাঁর দ্বারা এক বিরাট বংশের সূত্রপাত হলো। সবচেয়ে বড় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো যে হযরত আদম (আঃ)-এর নবুওয়াত এবং মামুরিয়াত। এই অর্থে হযরত দাউদ (আঃ)-কেও খলীফা বলা হয়েছে। তাঁরা যুগে যুগে, যুগের প্রয়োজন অনুযায়ী সিফাতে ইলাহীয়া (আল্লাহ্‌র গুণাবলী) কে দুনিয়াতে বিকাশ করেছেন এবং এই দুনিয়াতে তাঁরা আল্লাহ্‌র প্রতিনিধিত্ব করেছেন ; তাই তাঁদেরকে আল্লাহ্‌র খলীফা বলা হয়েছে। দ্বিতীয় প্রকারের খেলাফত যা কুরআন দ্বারা প্রমাণিত হয় তা হলো "খেলাফতে মুলুকিয়্যাত" অর্থাৎ রাজত্বের খেলাফত। যেমন খোদাতা'লা কুরআনে মজিদে বলেন :

و اذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم اذ جعل فيكم انبياء و جعل كم ملوكا و اتكم ما لم يوت احدكم احدا من العا لمين -

"এবং সেই সময়কে স্মরণ কর যখন মুসা (আঃ) তার জাতিকে বললেন, হে আমার জাতি ! তোমরা আল্লাহ্‌র ঐ সমস্ত নেয়ামতসমূহকে স্মরণ কর যা তিনি তোমাদের উপর করেছেন। তিনি তোমাদের মধ্য হইতে নবী এবং বাদশাহ্‌ বানালেন এবং তোমাদেরকে এতো কিছু দিলেন যা তিনি দুনিয়ার অন্য আর কাউকে দেননি।" এই আয়াতে আল্লাহ্‌তা'লা বলেন, আমরা ইহুদীগণকে দুই প্রকারের খেলাফত দিয়েছি, খেলাফতে নবুওয়াত এবং খেলাফতে মুলুকিয়্যাত। যেমন তালুত, তিনি বাদশাহ্‌ও ছিলেন এবং আল্লাহ্‌র প্রতিনিধিও ছিলেন, কিন্তু খেলাফতে মুলুকিয়্যাত খেলাফতে নবুওয়াতের অধীনে ছিল। (৩) তৃতীয় খেলাফত হলো যারা আম্বিয়াদের স্থলবর্তী হন। তাঁরা নবীও হতে পারেন এবং গয়ের নবীও হতে পারেন, যেমন হযরত হারুন এবং হযরত আবুবকর (রাঃ) খেলাফতে নবুওয়াত-এ যে সমস্ত খলীফা নবীর আগমন হয়, তাঁরা তাদের পূর্ববর্তী নবীর কওমের ইসলাহের জন্য এবং তাঁর শরীয়াতকে পুনর্জীবিত করার জন্য এসে থাকেন। তাঁরা নতুন কোন শরীয়াত আনয়ন করেন না, বরং পূর্ববর্তী শরীয়াতের অধীনে হয়ে তাকে নতুন ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। এভাবে এসমস্ত নবীগণ তাঁদের পূর্ববর্তী নবীর খলীফা হয়ে থাকেন কিন্তু পদের দিক থেকে তারা সরাসরি আল্লাহ্‌ কর্তৃক মনোনীত হন। যেমন ঐ সমস্ত আম্বিয়াগণ যাঁরা হযরত মুসা (আঃ)-এর পর তাঁর শরীয়াতের অধীনে এসে শরীয়াত মুসবীকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে থাকেন। এবং ঐ সমস্ত খলীফা যাঁরা নবী নন যদিও তাঁরা খলীফার পদে নির্বাচন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকেন তথাপি আল্লাহ্‌তা'লাই মুমেনিনদের হৃদয়ে তাঁর নির্দিষ্ট ব্যক্তির ভালবাসা সৃষ্টি করে তাঁকে খলীফা নির্বাচিত করিয়ে দেন।

খেলাফতের গুরুত্ব ও কল্যাণ খলীফার পদ দ্বারাই বুঝা যায়। খলীফার পদ তো নবীর পদ এবং সে তো নবীর প্রতিবিম্ব হয়ে থাকে। তার কাজ সম্বন্ধে কুরআন বর্ণনা করে যে,

يتلو عليهم ايٰتك و يعلمهم الكتٰب والحكمة و يزكيهم

অর্থাৎ, তাদেরকে আল্লাহ্‌র আয়াত সমূহ পাঠ করে শুনাবে, কেতাবের জ্ঞান এবং হিকমত শিখাবে এবং তাদেরকে পবিত্র করবে। খেলাফত নবুওয়াতের পরিশিষ্ট এবং নবুওয়াতের শাখা। এ রকম খলীফা এবং নবীর মধ্যে পার্থক্য এই যে, নবী ظهر الفساد فى البر والبحر অর্থাৎ, "যখন জল ও স্থলে ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়ে" তখন নবীর আবির্ভাব হয়, তাঁর সময়ে কোন পবিত্র জামা'ত থাকে না। খলীফার সময়ে মুমেনিনদের এক পবিত্র জামা'ত থাকে যা নবী দ্বারা গঠিত হয়। খলীফা তাদের মধ্যে নবীর স্থলাভিষিক্ত হয়ে নবীর কাজগুলিকে চলমান রাখেন।

সূরা নূর-এ আল্লাহ্‌তা'লা খেলাফত সম্বন্ধে বলেন : "তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও পুণ্যকাজ করে তাদের সঙ্গে আল্লাহ্‌ ওয়াদা করেছেন, নিশ্চয়ই তিনি দুনিয়াতে তাদের মধ্যে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত করবেন যেমন ভাবে তিনি তাদের পূর্ববর্তীদের মধ্যে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এবং নিশ্চয় তিনি সুদৃঢ় করবেন তাদের জন্য তাদের ধর্মকে যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং তাদের ভীতির অবস্থাকে পরিবর্তন করে তিনি তাদের নিরাপত্তা দান করবেন। তারাই আমার ইবাদত করবে এবং আমার সাথে কাউকেও শরীক করবে না, এবং যারা এর পরেও অবিশ্বাস করবে তারাই দুষ্কৃতকারী।" এই আয়াতে আল্লাহ্‌তা'লা বলেছেন যে, (১) খলীফা "মুবাঈনদের" (নবীর হাতে বায়আত-গ্রহণকারীদের) মধ্য হতে হবে, (২) খেলাফতের পুরস্কারের ওয়াদা করা হয়েছে, ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়নি। (৩) এই ওয়াদা শর্তসাপেক্ষ যে, মুমেনদের এক জামা'ত হতে হবে, তারা খেলাফতকে কায়েম রাখার জন্য আমল করবে, আল্লাহ্‌র একত্ববাদের তবলীগ করবে, নামায কায়েম করবে, যাকাত দিবে এবং নেযামের ইতায়াত করবে, (৪) এই ওয়াদার উদ্দেশ্য এই যে, মুসলমানরাও ঐ সমস্ত পুরস্কারের অধিকারী হউক যা তাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহকে দেওয়া হয়েছে, ইসলাম সারাবিশ্বে প্রতিষ্ঠিত হউক, শির্‌ক দূরীভূত হউক এবং একত্ববাদ প্রসারতা লাভ করুক, (৫) খলীফা মনোনয়ন সম্বন্ধে আল্লাহ্‌তা'লা বর্ণনা করেন যে —

(ক খোদা খলীফা বানান (খ) আল্লাহ্‌তা'লা তাঁর বিশেষ সাহায্য দ্বারা তাঁর খেলাফতকে প্রতিষ্ঠিত করবেন, (গ) খলীফা ধর্মের প্রচার করবেন, (ঘ) ভীতির অবস্থাকে শান্তিতে পরিবর্তিত করবেন, (ঙ) খলীফা আল্লাহ্‌র ইবাদত করবেন এবং তাঁর সমস্ত আদেশ পালন করবেন, এবং শরীয়াতকে প্রতিষ্ঠিত করবেন।

খেলাফতের যে ওয়াদা আল্লাহ্‌তা'লা মুমেনিনদের সাথে করেছেন, তা তিনি হযরত রসূল করীম (সাঃ)-এর ওফাতের পর মুসলমানদের মধ্যে কায়েম করেন। মুসলমানগণ যতদিন খেলাফতের শর্তগুলি পালন করেছিল, আল্লাহ্‌ তাদের মধ্যে ততদিন খেলাফত কায়েম রেখে-ছিলেন কিন্তু যখন তারা সেই শর্তগুলি উপেক্ষা করল, আল্লাহ্‌ তাদের নিকট থেকে খেলাফত উঠিয়ে নিলেন। আবার ১৪০০ বছর পর তিনি (হযরত মির্যা গোলাম কাদিয়ানী মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ)-এর দ্বারা), খেলাফতে আলা মিনহাযিন নবুওয়াত প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর প্রথম খলীফা ছিলেন হযরত হাকীম আলহাজ্ব নুরুদ্দীন (রাঃ)। আজ হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর চতুর্থ খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহ্‌মদ (আইঃ) আমাদের মাঝে আছেন। আল্লাহ্‌তা'লা খেলা-ফতের এই মহান নেয়ামাতকে কিয়ামত কাল পর্যন্ত আমাদের মাঝে কায়েম রাখুন। (আমীন)।

—মাওলানা সালেহ্‌ আহ্‌মদ

খেলাফতই আল্লাহ্‌র একমাত্র রজ্জু

وعدالله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون (سورة النور ع-٧)

("ওয়াদাল্লা হুল্লাযীনা আমানু মিনকুম ওয়া আমেলুস সোয়ালেহাতে লাইয়াছতাখলেফান্নাহুম ফিল আরদে কামাস্‌তাখ্‌লাফাল্লাযিনা মিন কাবলেহিম, ওয়ালা ইউমাক্কেনান্নালাহুম দীনাহুমুল্লাযিরতাযা লাহুম ওয়ালা ইউবাদেলান্নাহুম মিম বা'দে খাওফেহিম আমনা। ইয়াবুদুনানি লাইঈয়াশরেকুনা বি শাইয়া, ওয়ামান কাফারা বা'দা যালেকা ফাউলায়েকা হুমুল ফাসেকুন!" সূরা নূর-রুকূ : ৭)

অর্থাৎ—"আল্লাহ্‌তা'লা মুমেন মুসলমানদের সাথে এই ওয়াদা করেছেন, আল্লাহ্‌তা'লা এই উম্মতে সেইভাবে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত করবেন যেভাবে তিনি মুসা (আঃ) পরবর্তীকালে খেলাফত কায়েম করেছিলেন। এই খেলাফতের মাধ্যমেই আল্লাহ্‌তা'লা সমগ্র বিশ্বে দীন ইসলামকে সুদৃঢ় করবেন অর্থাৎ মুসলমানদের সর্বপ্রকার ভীতিজনক অবস্থার পরিবর্তে তাদের মধ্যে নিরাপত্তা ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। স্বয়ং আল্লাহ্‌ প্রতিষ্ঠিত ঐ খেলাফতের রজ্জুকে যারা আঁকড়ে ধরে থাকবেন তাদের জন্য কোন ভয় বা ভীতির কারণ নেই। আল্লাহ্‌র এরূপ অঙ্গীকার স্বত্বেও যারা আল্লাহ্‌-প্রতিষ্ঠিত উক্ত খেলাফতকে অমান্য করবেন তারাই পথভ্রষ্ট (ফাসেক) বলে গণ্য হবেন।"

কুরআন শরীফে সূরা নূরের উপরোক্ত অঙ্গীকার অনুযায়ী আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)ও ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন যে, "তোমাদের মধ্যে নবুওয়াত যতদিন প্রয়োজন ততদিন বিদ্যমান থাকবে তৎপর আল্লাহ্‌ তা উঠিয়ে নিবেন। তারপর নবুওয়াতের পদ্ধতিতে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে এবং তা যতদিন আল্লাহ্‌তা'লা চাইবেন বিদ্যমান থাকবে। অতঃপর আল্লাহ্‌ তা উঠিয়ে নিবেন। তারপর যুলুম ও অত্যাচারের রাজত্ব কায়েম হবে, (ইহা বনু আব্বাসিয়া ও বনু উমাইয়ার রাজত্ব কালের দিকে ইঙ্গীত করছে) এবং তা ততদিন পর্যন্ত থাকবে যতদিন আল্লাহ্‌তা'লা চাইবেন। অতঃপর আল্লাহ্‌ তা-ও উঠিয়ে নিবেন। এরপর অহংকারী ও যুলুমবাজ লোকদের হাতে শাসন ক্ষমতা অর্পিত হবে এবং তা ততদিন পর্যন্ত থাকবে যতদিন পর্যন্ত আল্লাহ্‌তা'লা চাইবেন। অতঃপর আল্লাহ্‌তা'লা তা উঠিয়ে নিবেন। তখন (আল্লাহ্‌র ওয়াদা অনুযায়ী) নবুওয়াতের পদ্ধতিতে খেলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে। অতঃপর আঁ-হযরত (সাঃ) চুপ হয়ে গেলেন।" (দ্রষ্টব্য মিসকাতুল

মাসাবিহ্‌, কিতাবুল ফিতন্‌ ৪৬১ পৃষ্ঠা, মুজতাবায়ী ছাপা)। অপর একটি হাদীস শরীফে এক জায়গায় উল্লেখ আছে "মাকানাতিন নবুওয়াতো কাত্তো ইল্লা তাবেয়াতহা খেলাফাতুন" অর্থাৎ, এই ধরা পৃষ্ঠে যখনই আল্লাহ্‌ কোন নবী আবির্ভূত করেছেন তখনই তাঁর পরবর্তী-কালের জন্য খেলাফতও কায়েম করে আসছেন। (খেলাফতে হাক্কা ইসলামিয়া, পৃঃ ১৮)

কুরআন শরীফে সূরা আল-এমরানের ১০৪ নং আয়াতে মুসলমানদেরকে সম্বোধন করে আল্লাহ্‌ বলেছেন :

"ওয়াতাসিমু বিহাবলিল্লাহে জামিয়াও ওয়ালা তাফাররাকু" অর্থাৎ, হে মুসলমানগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র রজ্জুকে আঁকড়িয়ে ধরো এবং শতধা বিচ্ছিন্ন হয়ো না।" এ আয়াতে আল্লাহ্‌র রজ্জু বলতে ইসলামী খেলাফতকেই বুঝাচ্ছে।

আমাদের প্রিয় নবী তাঁর এক হাদীসে মুসলমানদিগকে আদেশ দিয়ে গেছেন যে "ইক্‌তাদু বিল্লাজি মিমবাদী বেখেলাফতে আবিবকর ওয়া উমর (রাঃ) ফা ইন্নাহুমা হাবলুল্লাহে ওয়ামাল তামাস্যাকা বেহিমা ফাকাদ তামাস্যাকা বিল উরওয়াতিল উস্‌কা লান ফেসামা লাহা।" (দ্রষ্টব্য এযালাতুল খাফা, ৬৪ পৃষ্ঠা) অর্থাৎ, হে মুসলমানগণ! তোমরা আমার পরবর্তীকালে আবুবকর ও উমরের খেলাফতকে আঁকড়িয়ে ধরে থাকবে কেননা সেটাই আল্লাহ্‌র একমাত্র রজ্জু। যারা একে দৃঢ়ভাবে ধরে থাকবে যা এরূপ এক কড়ার তুল্য যা কোন দিন ছিন্ন হবে না।

ইসলামের ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, মুসলমানরা যতদিন খেলাফতকে দৃঢ়তার সঙ্গে আঁকড়ে ধরেছিল তারা পদস্খলিত হয়নি। যখন তারা খেলাফতকে পরিত্যাগ করলো তখন থেকেই তাদের অবনতির সূচনা হলো।

হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ) বলেছেন, "এবং যেহেতু কোন মানুষের পক্ষে চিরকাল বেঁচে থাকা সম্ভব নয়, সে কারণে আল্লাহ্‌ এ ব্যবস্থা করেছেন যে, রসূলগণ যাঁরা মানবজাতির সবচেয়ে সম্মানের পাত্র হিসেবে গণ্য হয়ে থাকেন, তাঁদের তিরোধানের পর মানবগোষ্ঠী যেন তাঁদের আশীষ থেকে বঞ্চিত না হন, সেজন্য আল্লাহ্‌তা'লা পৃথিবীতে খেলাফত কায়েম করে থাকেন যেন কোন যুগেই তারা খেলাফত ও রেসালতের বরকত হ'তে বঞ্চিত না হন।"

("শাহাদাতুল কুরআন" ৫৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

এরূপ ১৯০৫ সনে মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ) তাঁর "আল ওসীয়্যৎ" পুস্তকে লিখে গেছেন, "এ একটি আল্লাহ্‌তা'লার চিরন্তন বিধান, যে অবধি তিনি পৃথিবীতে মানবগোষ্ঠী সৃষ্টি করেছেন তদবধি তিনি এ নিয়ম পালন করে আসছেন যে, তিনি তাঁর নবী ও রসূলগণকে সাহায্য করে তাঁদেরকে জয়যুক্ত করে থাকেন। যেরূপ আল্লাহ্‌ বলেছেন :

"কাতাবাল্লাহো লা আগ্‌লেবান্না আনা ওয়া রসূলি।"

অর্থাৎ, "আল্লাহ্‌র এটাই চিরন্তন বিধান যে, তিনি এবং তাঁর রসূলগণ বিজয়ী হয়ে থাকেন" (মুজাদেলা ৩ রুকূ)। কিন্তু রসূলগণ চিরকাল জীবিত থাকেন না বলে আল্লাহ্‌-

তা'লা তাঁদের বিজয়ের বীজ তাঁদের হাতেই বপন করে থাকেন বটে কিন্তু তা তাঁদের জীবনে পূর্ণতা লাভ করে না বরং এমন সময় তিনি তাঁদের মৃত্যু দিয়ে থাকেন যখন বাহ্যিকভাবে একপ্রকার অকৃতকার্যতা ব্যঞ্জক ভীতি বিদ্যমান থাকে এবং বিরুদ্ধবাদীগণ হাসি ও বিদ্রূপ করার সুযোগ লাভ করে। এরূপে বিরুদ্ধবাদীগণ হাসি ঠাট্টা করার পর আল্লাহ্‌তা'লা আবার তাঁর শক্তির অপর দিক প্রকাশ করেন এবং এমন উপকরণ উৎপন্ন করেন যদ্বারা সেই উদ্দেশ্য সমূহ যা কতক অসম্পূর্ণ রয়েছিল—পূর্ণতা লাভ করে। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌তা'লা দুই প্রকার কুদরত বা শক্তি ও মহিমা প্রকাশ করেনঃ (১) প্রথমতঃ নবীগণের যোগে তাঁর শক্তির এক হস্ত প্রদর্শন করেন, (২) তারপর, অপর হস্ত এমন সময় প্রদর্শন করেন যখন নবীর মৃত্যুর পর বহু বিপদাবলী উপস্থিত হয় এবং শত্রু শক্তি লাভ করে মনে করতে থাকে যে এ (নবীর) কাজ ব্যর্থ হয়ে গেছে। তখন তাদের এই প্রত্যয় জন্মে যে, এ জামা'ত ধরাপৃষ্ঠ থেকে বিলুপ্ত হবে। এমনকি তখন নবীর জামা'তের লোকজন চিন্তিত হয়ে পড়েন ও তাঁদের কটিদেশ ভেঙ্গে পড়ে এবং কোন কোন দুর্ভাগা মুরতাদ হয়ে যায়। তখন আল্লাহ্‌তা'লা পুনরায় তাঁর মহাশক্তি প্রকাশ করেন। এবং পতনোন্মুখ জামা'তকে রক্ষা করেন। সুতরাং যারা শেষ পর্যন্ত ধৈর্যাবলম্বন করে তাঁরা আল্লাহ্‌তা'লার এ মোজেযা প্রত্যক্ষ করে, যেমন হযরত আবু-বকর সিদ্দীক (রাঃ) এর সময় হয়েছিল। তখন আঁ-হযরত (সাঃ)-এর মৃত্যুকে এক প্রকার অকাল মৃত্যু মনে করা হয়েছিল ও বহু মরু নিবাসী অজ্ঞলোক মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল এবং সাহাবাগণও শোকাভীভূত হয়ে উন্মাদ প্রায় হয়ে পড়েছিলেন। তখন আল্লাহ্‌তা'লা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-কে দণ্ডায়মান করে পুনর্বার তাঁর শক্তি ও কুদরতের দৃশ্য প্রদর্শন করেন এবং ইসলামকে ধ্বংসের পথ থেকে রক্ষা করে সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন যা তিনি বলেছেন : (سورة النور) وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا

অর্থাৎ, "ভয়ের পর আমি তাদেরকে আবার সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করবো।'

সুতরাং হে বন্ধুগণ! যেহেতু আদিকাল থেকে আল্লাহ্‌তা'লার এই বিধান রয়েছে যে, তিনি দুইটি শক্তি প্রদর্শন করে বিরুদ্ধবাদীদের দুটি উল্লাস ব্যর্থ করে দেখান, এমতাবস্থায় এখন সম্ভবপর হতে পারে না যে আল্লাহ্‌তা'লা তাঁর চিরন্তন নিয়ম পরিহার করবেন। আল্লাহ্‌-তা'লা আহ্‌মদীয়া জামা'তকেও এই সুসংবাদ দিয়ে গিয়েছেন যে, "তোমাদের পক্ষে 'দ্বিতীয় কুদরত' (কুদরতে সানীয়া) দেখাও প্রয়োজন, এবং এর আগমন তোমাদের পক্ষে শ্রেয়। কারণ এটি স্থায়ী। এর ধারাবাহিক শৃঙ্খল কেয়ামত পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হবে না। সেই দ্বিতীয় কুদরত আমি না যাওয়া পর্যন্ত আসতে পারে না। কিন্তু আমি যাওয়ার পর আল্লাহ্‌তা'লা তোমাদের জন্য সেই 'দ্বিতীয় কুদরত' প্রেরণ করবেন। তা চিরকাল তোমাদের সঙ্গে থাকবে।"

বর্তমান যুগে সমগ্র বিশ্বের যে যে দেশে মুসলমানগণ বাস করে, কোথায়ও আহ্‌মদীয়া জামা'ত ব্যতিরেকে খেলাফতে আলা মিনহাজুন নবুওয়াত কায়েম নেই। সে কারণেই আজ সমগ্র পৃথিবীতে মুসলমানগণ শতধা বিচ্ছিন্ন অবস্থায় দিশেহারার মত ছুটোছুটি করছে। বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্য ও আরব দেশগুলির অবস্থা দেখলেই তা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়। আহ্‌মদী-দের সংখ্যা নগণ্য হলেও আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহে তারা খেলাফতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রয়েছেন। তাদের একজন খলীফা আছেন, তাদের বায়তুলমাল কায়েম রয়েছে এবং বিশ্বব্যাপী ইসলাম

প্রচারের জন্য তাদের সক্রীয় কর্মপন্থা রয়েছে। সে কারণেই একমাত্র আহ্‌মদীয়া জামা'তই বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

মধ্যপ্রাচ্যে মুসলমানদের বর্তমান অবস্থা লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, ১৯৪৮ সনে সমগ্র মুসলিম রাষ্ট্রগুলি অর্থ্যাৎ মিশর, জর্ডান, সিরিয়া, ইরাক ও লেবানন ইত্যাদি রাষ্ট্রগুলি ইহুদী-দের বিরুদ্ধে প্যালেষ্টাইনের যুদ্ধে সম্মিলিত ভাবে আক্রমন চালিয়ে ইহুদীদের কাছ থেকে প্যালেষ্টাইনের ৮০০০ (আট হাজার) বর্গমাইল এলাকা ছিনিয়ে নিয়েছিল। কিন্তু তাদের মধ্যে খেলাফতে আলা মিনহাযুন নবুওয়াত না থাকার কারণে মাত্র ১৯ বৎসর পর (জামাল আবদুল নাসেরের সময়) মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম রাষ্ট্রগুলি ইসরাঈলের সঙ্গে যুদ্ধে (যা মাত্র চারদিন স্থায়ী ছিল) তাদের ২৪,০০০ (চব্বিশ হাজার) বর্গমাইল এলাকা হারাতে বাধ্য হয়েছিল। যার ফলে সিণাই উপত্যকা, গাজা, গোলান পার্বত্য এলাকা, জর্দান নদীর পশ্চিম তীর ও 'মসজিদে আক্‌সা' সহ বায়তুল মুকদ্দাস পর্যন্ত হস্তচ্যুত হয়ে গেল। (ইন্না লিল্লাহে..... ...রাজেউন)

সূরা আম্বিয়ায় মুসলমানদের সাথে আল্লাহ্‌র ওয়াদা রয়েছে 'ইন্নাল আরযা ইয়ারেছুহা ইবাদিয়াস-সালেহীন।'' অর্থ্যাৎ আরযে মোকদ্দাসের একমাত্র অধিকারী সালেহ্‌ এবং ঈমানদার বান্দাগণই হবেন। আরবের মুসলমানগণ যদি খাঁটি মু'মেন হতেন ও তাদের মধ্যে ইসলামী খেলাফত কায়েম থাকতো, তাহলে কখনও তাদেরকে ইসরাঈলের নিকট এরূপ লাঞ্ছিত ও অপমাণিত হতে হতোনা এবং বায়তুল মোকাদ্দাসও হাতছাড়া হতো না। মরোক্কোর বাদশা হাসান এই অবস্থা দেখে দুঃখ করে বলেছেন যে, "আরব মুসলমানদের এরূপ শোচনীয় অবস্থা তাদের ঈমানের দূর্বলতার ও মুসলিম রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পরস্পর হিংসা বিদ্বেষ ও যুদ্ধ বিগ্রহের ফলেই সৃষ্টি হয়েছে। এরূপ পরিস্থিতিতে তাদের জন্য আল্লাহ্‌র রজ্জুকে (ইসলামী খেলাফত) সক্রিয় ও সম্মিলিতভাবে আঁকড়িয়ে ধরা ছাড়া আর কোন উপায় নেই।"

উপরন্তু বিগত ৭ (সাত) বছর যাবত ভ্রাতৃঘাতী ইরাক ইরান যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ মুসলমান যেভাবে নিহত ও আহত হচ্ছে, তারও একমাত্র কারণ হলো তাদের মাঝে খেলাফতে আলা মিনহাযুন নবুওয়াতের অনুপস্থিতি।

এই উপমহাদেশের আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'তের লাহোর থেকে প্রকাশিত একটি বিখ্যাত মাসিক পত্রিকা "জদ্দো জেহাদ" ১৭ই ডিসেম্বর ১৯৬০ সনে লিখেছিল যে, "মুসলমানগণ তাদের নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থ উদ্ধারের জন্য ঐরূপ এক মারাত্মক ভুল পথে পরিচালিত হলেন যে, তারা খেলাফতে আলা মিনহাযুন নবুওয়াতকে একেবারে নিঃশেষ করে দিলেন এবং সমগ্র মুসলিম জাতিকে চালকহীন দিশেহারা মেষপালে পরিণত করলেন। তারা এটা বুঝতে পারলেন না যে, খেলাফতই একমাত্র ইসলামী সংগঠণ যার মাধ্যমে শতধা বিভক্ত মুসলিম সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভব। এ ভাবে মুসলমানদেরকে একই প্লাটফর্মে সমবেত করে এবং একই উদ্দেশ্য সম্মুখে রেখে তাদের সম্মিলিত শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করা সম্ভবপর ছিল।"

সুতরাং আজ একমাত্র খেলাফতে আলা মিনহাযুন নবুওয়াত ছাড়া মুসলিম জাহানের একতাবদ্ধ হয়ে সুষ্ঠভাবে ইসলাম প্রচার করার আর কোন উপায় নেই।

খাকছার

সৈয়দ এজায আহ্‌মদ

খলীফা আল্লাহ্‌তা'লাই নির্বাচন করে থাকেন

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওয়াল (রাঃ) বলেছেন :

"আমি তোমাদিগকে অনেক বার বলেছি এবং কুরআন শরীফে দেখিয়েছি যে, খলীফা নির্বাচন করা মানুষের কাজ নয়—বরং আল্লাহ্‌তা'লার কাজ। আদম (আঃ)-কে কে খলীফা নির্বাচন করেছিলেন ? আল্লাহ্ বলছেন : انى جاعل فى الارض خليفة

"আমি পৃথিবীতে একজন খলীফা সৃষ্টি করব।" আমি আল্লাহ্‌র কসম খেয়ে বলছি যে, আমাকেও আল্লাহ্'ই খলীফা নির্বাচন করেছেন।" (বদর পত্রিকা-৪ঠা জুলাই ১৯১২ইং)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) লিখেছেন :

"খুব ভাল করে স্মরণ রেখো যে, খলীফা আল্লাহ্'ই নির্বাচন করে থাকেন—এবং সে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী, যে বলে—খলীফা মানুষের নির্বাচনে নিযুক্ত হয়ে থাকেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ মৌলানা নূরুদ্দিন (রাঃ) নিজ খেলাফতের যুগে ক্রমাগত ছয় বৎসর এই বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে গেছেন যে, খলীফা আল্লাহ্'ই নির্বাচন করে থাকেন—মানুষে নয়। প্রকৃতপক্ষে, কুরআন শরীফকে গভীর দৃষ্টি দিয়ে পাঠ করলে এরূপই বুঝা যায়।..... তিনি বলেছেন :

এখন কে আছে, যে আমাকে খেলাফত থেকে সরিয়ে ফেলতে পারে ? আমাকে আল্লাহ্‌-তা'লা খলীফা নির্বাচন করেছেন এবং আল্লাহ্‌তা'লা তাঁর নির্বাচনে ভুল করেন না।" তিনি আরও বলেছেন : কোন হ্যায় জো খোদাকে কাম কো রোক ছাকে ?

অর্থাৎ—কে আছে যে, খোদাতা'লার কাজে বাধা সৃষ্টি করতে পারে ?

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রহঃ)-কে একদিন খুৎবা জুমুআয় বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করতে এই অধম স্বয়ং নিজ কর্ণে শুনেছে :—

"আমি আল্লাহ্‌তা'লার কসম খেয়ে—যাঁহার নামে মিথ্যা কসম খাওয়া অভিশপ্তদের কাজ—এই মসজিদে (মসজিদে মোবারক রাবওয়া—অনুবাদক) দাঁড়িয়ে ঘোষণা করছি যে, আমাকে আল্লাহ্‌তা'লা বড় মহব্বতের সাথে সম্বোধন করে বলেছেন :

يا داود انا جعلناك خليفة فى الارض

(হে দাউদ ! আমি তোমাকে পৃথিবীর বুকে খলীফা নির্বাচন করেছি) । অতএব, আমি এজন্য খলীফা নই যে, তোমাদের মধ্য থেকে এক জামা'ত আমাকে নির্বাচিত করেছে, বরং আমি এ জন্য খলীফা যে, আল্লাহ্‌তা'লা আমাকে খলীফা নির্বাচন করেছেন।"

খুৎবা জুমুআ—১০ই মার্চ ১৯৭২ (অপ্রকাশিত সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপি থেকে সংগ্রহ)

অনেকের মনে কোন কোন সময় প্রশ্ন জাগে যে, আমরা বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেখি একদল

মানুষ খলীফা নির্বাচন করে থাকেন। এমন নির্বাচনকে আল্লাহ্‌তা'লার নির্বাচন বলে কেন অভিহিত করা হয়? সংক্ষেপে এ প্রশ্নের উত্তর এই—

প্রথমতঃ যদিও অনেক কাজ বিশেষতঃ গুরুত্বপূর্ণ প্রায় সকল কাজই যা বাহ্যতঃ মানুষের চেষ্টায়-প্রচেষ্টা দ্বারা সুসম্পন্ন হয়ে থাকে—তথাপি সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করেন যে ইহা আল্লাহ্‌তা'লা করেছেন। যেমন, মানব সন্তানের জন্ম লাভ করা বা অনুরূপ আরো অন্যান্য ক্রিয়া কর্ম।

আল্লাহ্‌তা'লা কুরআন শরীফে বলছেন: ءانتم تخلقونه ام نحن الخالقون

"মায়ের পেটে যে শিশু জন্মলাভ করে তাকি তোমরা সৃষ্টি করে থাক, না আমি সৃষ্টি করে থাকি?

ءانتم تزرعونه ام نحن الزارعون

"ক্ষেতে খামারে তোমরা যা বপন কর তা কি তোমরা উৎপন্ন করে থাক, না আমি উৎপন্ন করে থাকি?

(সূরা ওয়াকেয়াহ-৬০, ৬৫)

সুতরাং বাহ্যতঃ যদিও মানুষের হাতে অনেক কাজ সম্পাদন হয়ে থাকে, কিন্তু আসলে তা সবই আল্লাহ্‌'ই করে থাকেন। অনুরূপভাবে, যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে একদল লোক নিজেদের মধ্য থেকেই একজনকে খলীফা নির্বাচিত করে থাকেন—তবুও এরূপ নির্বাচন আল্লাহ্‌র নির্বাচন বলে পরিগণিত হবে, এতে আশ্চর্যের কিছু নেই।

দ্বিতীয়তঃ আয়াতে এস্তেখলাফে (সূরা নূর: ৫৬) খলীফা নিযুক্তি করনের উদ্দেশ্য, তার শর্ত এবং খলীফার কার্যাবলী কি হবে তা পরিস্কার ভাবে বলা হয়েছে।

অতএব, এই আয়াতের বর্ণনানুযায়ী যিনি খলীফা হবেন, প্রকৃতপক্ষে তিনিই আল্লাহ্‌র খলীফা বলে গণ্য হবেন। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র প্রেরিত রসূলের মৃত্যুর পর তাঁর প্রতিষ্ঠিত জামা'তের দ্বারা তাঁদের মধ্য থেকেই খলীফা নির্বাচিত হবেন। এবং তিনি তাঁর রসূলের সত্যতার পরিচয় বহণ করবেন। তাঁর হাতে ঐ জামা'তের দ্রুত অগ্রগতি ও সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠা এবং পরিণামে বিজয় লাভ হবে। সর্বদা আল্লাহ্‌র সহায়তা তাঁর সাথে থাকবে, এবং চূড়ান্ত বিরোধীতা সত্বেও তাঁর বিজয় অব্যাহত থাকবে।

তৃতীয়তঃ মামুর মিনাল্লাহ্‌র (আল্লাহ্‌র প্রত্যাদিষ্ট পুরুষের) অনুসরণকারী নবদিক্ষীত মোমেনগণ কর্তৃক নির্বাচিত খলীফাকে "স্বয়ং আল্লাহ্‌র মনোনীত বা নির্বাচিত" বলে ঘোষণা করার পেছনে আল্লাহ্‌র এক মহান উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে।

আল্লাহ্‌তা'লা জগৎবাসীকে তাঁর নিজ অস্তিত্বের প্রমাণ দিতে চান যেন জগৎবাসী তাদের আপন স্রষ্টা ও প্রতিপালকের ইবাদত করে। এই উদ্দেশ্যে আল্লাহ্‌তা'লা "মামুর মিনাল্লাহ্‌" বা নবী প্রেরণ করে থাকেন। যখন মামুর মিনাল্লাহ্‌র মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নিদর্শন প্রকাশ পায়, তখন মুমেন আল্লাহ্‌র প্রতি এক নতুন, সজীব ও শক্তিশালী ঈমান লাভ করে। আল্লাহ্‌র নিদর্শন প্রত্যক্ষ না করলে ঈমান সুদৃঢ় হয় না।

অতএব, মানুষ যখন আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক শিথিল করার ফলে শয়তানের কবলে এসে পাপ-পঙ্কিলতার অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে যায়, তখন তাদের উদ্ধারের জন্য আল্লাহ্‌-তা'লার প্রেরিত মামুর তাদেরকে এই বলে আহ্বান জানান যে, "আমি আল্লাহ্‌ তা'লার তরফ থেকে তোমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছি। তোমরা আমার বায়আত গ্রহণ কর, এবং আমাকে অনুসরণ করে আল্লাহ্‌র হেদায়াত ও নির্দেশ মত জীবন যাপন কর। যদি তোমরা এরূপ কর তবে তোমরা আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করবে, তোমাদের আত্মার পরিশুদ্ধি হবে এবং তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র রং এবং গুণাবলী বিকাশ লাভ করবে। প্রতিফলিত হবে।

এখন প্রশ্ন হল যে, মামুর তাঁর এই দাবীতে সত্য কি না, অথবা তাঁর অনুসারীগণ আত্মার পবিত্রতা অর্জন করে আল্লাহ্‌র ভালবাসা লাভে সমর্থ হয়েছে কি না তার স্বপক্ষে কি প্রমাণ রয়েছে ?

আল্লাহ্‌তা'লা নিজ মামুরের সত্যতার অসংখ্য নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করে থাকেন। আধ্যাত্মিক ক্রমোন্নতির সাথে মানুষ সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন যা আল্লাহ্‌তা'লা প্রদর্শন করে থাকেন তা হলো—নবীর ওফাতের অব্যবহিত পরে তাঁর খলীফা নির্বাচন। নবীর মৃত্যুকে তাঁর অনুবর্তীগণ তাঁর অকাল মৃত্যু বলে জ্ঞান করতে থাকেন, যেহেতু তখনও তাঁর আরব্ধ কতক কাজ ও ভবিষ্যদ্বাণী অপূর্ণ থেকে যায়। অন্যদিকে বিরুদ্ধবাদী দুশমনেরা নবীর জমা'তকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য হিংস্র হয়ে সর্বশক্তি নিয়োগ করে। এসব কারণে তাঁরা নিজেদেরকে অসহায় ও দুর্বল মনে করে কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে পড়েন। এহেন অবস্থায় আল্লাহ্‌তা'লা সেই মৃত-প্রায় জামা'তকে খিলাফত নির্বাচনের মাধ্যমে পুনর্জীবিত করতঃ দুশমনদের সকল বাধা-বিপত্তি সত্বেও তাদেরকে জয়যুক্ত করে এক অলৌকীক নিদর্শন প্রদর্শন করে থাকেন। এটাই আল্লাহ্‌র চিরন্তন নিয়ম।

আল্লাহ্‌তা'লা নিজ খলীফাকে এই নবদিক্ষীতদের দ্বারা নির্বাচিত করে জগৎবাসীর চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেন যে "আমি এই জামা'তের সাথে মুহাব্বত রাখি। এই জামাতে'র লোকদের ঈমান ও আমলকে আমি ক্ষমার চোখে দেখেছি—গ্রহণ করেছি। এঁরা আমার প্রিয় মামুরের হাতে বায়আত করে আমার সন্তুষ্টি ও সর্বাত্তক সহায়তা লাভ করেছেন। দুনিয়ার কোন শক্তি এঁদের দিকে কটাক্ষ করলে আমি তার দৃষ্টি শক্তি কেড়ে নেব।"

যেমন বদরের যুদ্ধে হযরত মুহাম্মদ মহাশক্তিশালী খোদার প্রিয় "নবী-শ্রেষ্ঠ" সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এক মুষ্টি কংকর মক্কার কাফেরদের দিকে ছুঁড়ে মেরেছিলেন যাতে মক্কাবাসীরা বদরের যুদ্ধে পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হল যেহেতু ঐ এক মুষ্টি কংকর আল্লাহ্‌র প্রিয়তমের হাতে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। এ সম্বন্ধে আল্লাহ্‌ বলেছিলেন :

وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى

(সূরাঃ আনফাল আয়াতঃ ১৮)

"হে মুহাম্মদ! ঐ এক মুষ্টি কংকর তুমি নয় বরং আমি ছুঁড়েছিলাম। যে হাত দিয়ে তুমি কংকর ছুঁড়েছিলে ঐ হাত তখন আমার হয়ে গিয়েছিল, যেন জগৎবাসী দেখতে পায় যে তোমার হাত আমার হাতের কাজ করতে পারে যেহেতু তুমি আমার !!

আল্লাহ্‌তা'লা বর্তমানযুগে তাঁর মামুর এবং রসূল করীম (সাঃ)-এর মহান রুহানী সন্তান হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ কাদিয়ানী (আঃ) যাঁকে তিনি ইসলামের পুনর্জাগরণ ও বিশ্ব-বিজয়ের জন্য ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহে মাওউদ হিসেবে প্রেরণ করেছেন, তাঁর বেলায়-ও তিনি অনুরূপ নিদর্শন প্রদর্শন অব্যাহত রেখেছেন।

আল্লাহ্‌র দেয়া প্রতিশ্রুতি পূর্ণতায় ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর জামা'ত শত বাধা-বিপত্তি ও বিরোধীতার পাহাড় ও ঝড়-তুফান অতিক্রম করে সারা দুনিয়ায় তার জয়-যাত্রা দ্রুততর করে চলেছে। এবং খোদার ফযলে ত্রিত্ববাদের কেন্দ্রস্থল সহ বিশ্বের ১১৪টি দেশে তাঁর জামা'ত কায়েম হয়েছে। আহ্‌মদী জামা'তের মাধ্যমে অচিরেই ইনশা আল্লাহ্‌ সারা দুনিয়ায় আল্লাহ্‌র তওহীদ ও রসূল করীম (সাঃ)-এর রিসালাত এবং আসমানী বাদশাহাত কায়েম হবে।

আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা মুহাম্মাদাও ওয়া আলে মুহাম্মাদ ইন্নাকা হামিদুম মাজীদ।

মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দীকি

হাদীস (বোখারী)

হযরত রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বলেছেন, কারও কোন অভাব উপস্থিত হলে সে যদি তা মানুষের উপর নিক্ষেপ করে, মানুষের নিকট সাহায্য চায়, তবে তার অভাব কখনও দুর হয় না এবং সে তার অভাব পূরণের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট সাহায্য চায়, তবে তাকে দ্রুত মৃত্যু অথবা পরিমিত ধন দ্বারা অবিলম্বে আল্লাহ্‌ তার অভাব পূরণ করেন।

খেলাফতের আশীষ
ইসলামের প্রতিশ্রুত বিশ্ব-বিজয়

বিশ্ব-বিজয়ের প্রতিশ্রুতি

ইসলাম বিশ্ব-জনীন ধর্ম, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বিশ্বের কল্যাণ এবং সমগ্র মানব-জাতির পথ-প্রদর্শনের জন্য আবির্ভূত হয়েছেন (সূরা মায়েদা : ৪, আম্বিয়া : ১০৮, আ'রাফ : ১৫৯, সাবা : ২৯)। আল্লাহ্‌তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেছেন যে, তাঁর দলই বিজয় লাভ করবে এবং তিনি বিধিবদ্ধ নিয়ম করেছেন যে, তিনি এবং তাঁর রসূলগণ বিজয়ী হবেন (সূরা মায়েদা : ৫৭, মুজাদিলা : ২২)। ইসলামের এই সকল দাবীর অন্যতম প্রমাণ-তো এই যে, নীতিগতভাবে ইসলামের শিক্ষা, সৌন্দর্য এবং গুণগত বৈশিষ্ট্যাবলী অন্যান্য সকল ধর্মের তুলনায় সর্বশ্রেষ্ঠ। মানব-জীবনের ব্যক্তি, পরিবার, জাতি এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যাবতীয় সমস্যাবলীর সুষ্ঠ সমাধান এবং সঠিক পথ নির্দেশনা রয়েছে ইসলামে। বাস্তবক্ষেত্রে ইসলামের অভ্যুদয়-যুগের ইতিহাস এ কথার জলন্ত সাক্ষ্য বহণ করছে। তেমনিভাবে হযরত রসূল করীম (সাঃ)-এর ইন্তেকালের পর খোলাফায়ে রাশেদা এবং পরবর্তীতে যুগে যুগে আগমনকারী মুজাদ্দিদগণের মাধ্যমে প্রচারিত ইসলামী শিক্ষা ও সৌন্দর্য-বিকাশের সুমহান পদক্ষেপসমূহ ইসলামের সজীবতা এবং জীবন্ত ধর্ম হওয়ারই প্রমাণ। পবিত্র কুরআন ও হাদীসের অনেকগুলো ভবিষ্যদ্বাণী পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ইসলামের পূর্ব গৌরবকে পুনরুদ্ধার করে মুসলিম ঐক্য ও সংহতি পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য এবং বিশ্বব্যাপী ইসলামের প্রচার-ব্যবস্থাকে সুসংগঠিত করতঃ ইসলামের মহাবিজয়ের লক্ষ্যে হযরত ইমাম মাহ্‌দী ও প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আঃ)-এর আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী। প্রসংগতঃ একটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন বলে মনে করি। হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর আবির্ভাব সংক্রান্ত বিষয়টিকে অনেকেই বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকেন এবং আবার অনেকেই কোন গুরুত্বই দেন না। যাঁরা গুরুত্ব দেন না তাঁরা সংশ্লিষ্ট ভবিষ্যদ্বাণীগুলিকে মিথ্যা বলতে পারবেন কি? যারা গুরুত্ব দেন তাঁদের মধ্যে কারও কারও ধারণা মতে একদিকে হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এসে যুদ্ধের পর যুদ্ধ করে অমুসলিম কাফেরদেরকে বধ করবেন এবং অন্যদিকে দাজ্জাল ও ইয়াজুজ-মাজুজকে ধ্বংস করার জন্য আকাশ হতে হযরত ঈসা (আঃ) আবির্ভূত হবেন। এই বিষয়ে আহ্‌মদীয়া জামা'তের অভিমত এই যে, হযরত ইমাম মাহ্‌দী এবং প্রতিশ্রুত ঈসা (আঃ) একই ব্যক্তি হবেন (অর্থাৎ দ্বিবিধ কার্যের জন্য একই ব্যক্তি মাহ্‌দী ও মসীহ্ উপাধি দ্বারা ভূষিত হবেন) এবং সেই প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তি মুহাম্মদী উম্মত হতে জন্মগ্রহণ করে পবিত্র কুরআন, সুন্নাহ্ ও হাদীসের আলোকে যুক্তিপূর্ণ পদ্ধতির দ্বারা (অস্ত্রের দ্বারা নয়) ইসলামের শিক্ষা ও সৌন্দর্যের শ্রেষ্ঠত্ব

প্রতিপন্ন করে বিধর্মীদের পরাজিত করবেন। আহ্‌মদীদের ধারণা এবং অন্যান্যদের ধারণার মধ্যে কোন্‌টি পবিত্র, কুরআন ও হাদীসের আলোকে অধিকতর যুক্তি-সংগত এবং বাস্তবে গ্রহণযোগ্য তা বিচার বিশ্লেষণ করার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।

আল্লাহ্‌তা'লা পবিত্র কুরআনে তিনটি সূরার মধ্যে ইসলামের অবশ্যম্ভাবী মহা-বিজয় সম্বন্ধে ঘোষণা করে বলেছেন: "আমরা হেদায়াত ও সত্য ধর্ম সহকারে এই রসূলকে প্রেরণ করেছি যাহাতে ইহা (অর্থাৎ ইসলাম) অন্যান্য সকল ধর্মের উপর বিজয় লাভ করে।" (সূরা তাওবা: ৫ রুকু, সূরা ফাত্‌হে: ৪র্থ রুকু এবং সূরা সাফ ১ম রুকু)।

ইসলামের ইতিহাস হতে দেখা যায় যে, ইসলামের বিজয় ও প্রাধান্য লাভের উপরোক্ত ঐশী-প্রতিশ্রুতি বিভিন্ন পর্যায়ে পূর্ণতা লাভ করেছে এবং এখনও ঐশী-পরিকল্পিত পথে সেই জয়-যাত্রা অব্যাহত রয়েছে। সাবিকভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, উপরোক্ত ঐশী-প্রতিশ্রুতির পূর্ণতার দুটি প্রধান পর্যায় রয়েছে:—

(ক) ইসলামের আবির্ভাবযুগে সম-সাময়িক ধর্ম ও সভ্যতা সমূহের উপর ইসলাম ও ইসলামী সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য লাভ।

(খ) প্রতিশ্রুতি ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর আবির্ভাবের মাধ্যমে পুনরায় ইসলাম-ধর্ম ও ইসলামী সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্যের যুগ-সূচনা।

উপরোক্ত আয়াতের অধিকাংশ ব্যাখ্যাকারী (মুফাসসেরীন) ইসলামের চূড়ান্ত বিজয়ের শেষোক্ত পর্যায় সম্বন্ধে যে ধরণের মন্তব্য করেছেন তা প্রনিধানযোগ্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ, হযরত ইমাম ইবনে জারীর (রহঃ) উপরোক্ত আয়াতের তফসীর প্রসংগে লিখেছেন: "সকল ধর্মের উপর ইসলামের প্রাধান্য বিস্তার প্রতিশ্রুত ঈসা ইবনে মরিয়মের আবির্ভাবকালে সংঘটিত হবে।"

(তফসীর ইবনে জারীর, পৃ: ১৫০ এবং তফসীরে জামেউল বায়ান পৃঃ ২৯)।

অনুরূপভাবে শিয়া জামা'তের বিখ্যাত গ্রন্থাবলীতে উপরোক্ত আয়াতের তাৎপর্য সম্বন্ধে লিখিত আছে: "এই আয়াত 'কায়েম আলে মুহাম্মদ' সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে এবং তিনিই সেই ইমাম যাঁকে আল্লাহ্‌তা'লা সকল ধর্মের উপর প্রাধান্য দান করবেন।" (বেহারুল আনোয়ার, খণ্ড-১৩, পৃঃ ১২, রুমীর বরাতে তফসীরে সাফী দ্রষ্টব্য)। উল্লেখ্য যে, 'কায়েম আলে মুহাম্মদ' বলতে হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-কে বুঝানো হয়েছে।

সহী হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণী হতেও প্রমাণীত হয় যে, প্রতিশ্রুত ইমাম মাহ্‌দীর যুগেই আল্লাহ্‌তা'লা ইসলামের চূড়ান্ত বিজয় ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করবেন। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন: "ইউহলেকুল্লাহু ফি যামানেহী কুল্লাল মিলালে ইল্লাল ইসলাম।"

অর্থাৎ—"তাঁহার (ইমাম মাহ্‌দীর) যুগে আল্লাহ্‌তা'লা ইসলাম ব্যতীত সকল ধর্মকে নির্মূল করিয়া দিবেন।" (সহী মুসলিম)

অন্য একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে: "কায়ফা তাহ্‌লেকু উম্মাতুন আনা ফি আউয়ালুহা ওয়াল মসীহু ফি আখিরেহা।"

অর্থাৎ—"কেমন করে ধ্বংস হবে সেই উম্মত যার প্রথমে রয়েছি আমি এবং শেষে মসীহ্ রয়েছেন।" (মেশকাত ও জামেউস সগীর সাইউতি দ্রষ্টব্য)।

উল্লেখ্য যে, ইমাম মাহ্‌দী এবং আগমনকারী ঈসা (আঃ) এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হবেন বলে ইবনে মাজা হাদীসে বলা হয়েছে (লাল মাহ্‌দী ইল্লা ঈসাবন্ন মারইয়ামা)।

পবিত্র কুরআনের উপরোক্ত আয়াত, বুজুর্গানে-দীন কর্তৃক উক্ত আয়াতের তফসীর এবং হাদীসের ভিত্তিতে একথা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয় যে, বিশ্বব্যাপী ইসলামের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও পূর্ণ প্রচার এবং ইসলামের সুমহান শিক্ষা ও সৌন্দর্যের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার্থে ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর আগমন একটি অনস্বীকার্য ও সন্দেহাতীত বিষয়। এই বিষয়টি কোন মামুলী বিষয় নয়। কারণ হাদীসে বলা হয়েছে: "ইমাম মাহ্‌দী যাহির হওয়ার সংবাদ পাওয়া মাত্রই তাঁর হাতে বায়আত করিও, যদিও বরফের উপর হামাগুড়ি দিয়াও যেতে হয়। নিশ্চয় তিনি আল্লাহ্‌র খলীফা ইমাম মাহ্‌দী।" (ইবনে মাজা, পৃঃ ৩১০)। "তোমাদের মধ্যে যে কেহ ইমাম মহ্‌দীকে পাবে, তাঁর উপর ঈমান আনবে এবং তাঁকে আমার সালাম পেঁছাইয়া দিবে।" (কানজুল উম্মাল)

বর্তমান যুগে একদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ অমুসলিম সম্প্রদায় সমূহের নিকট ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শের শ্রেষ্ঠত্বকে প্রতিপন্ন করা এবং অন্যদিকে শতধা-বিভক্ত মুসলিম ফেরকাগুলিকে একতাবদ্ধ করার সুমহান কাজকে একমাত্র হযরত ইমাম মাহ্‌দী ও প্রতিশ্রুত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর আবির্ভাবের সংগে সম্পর্ক যুক্ত করা হয়েছে। সুতরাং হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) ব্যতীত অন্য কোন নেতৃত্ব অথবা পদ্ধতিতে, অন্য কোন দল বা পন্থায় ইসলামের বিশ্ব-বিজয়ের কোন প্রতিশ্রুতি নেই। বর্তমান যুগে বিশ্বব্যাপী ইসলামের পূর্ণ প্রচার ও মহাবিজয়ের জন্য প্রচেষ্টাকারী ব্যক্তি, দল অথবা সংগঠনকে ঐশী-প্রতিশ্রুতির অপরিহার্য শর্তরূপে সর্ব প্রথম হযরত ইমাম মাহ্‌দী ও প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আঃ) হিসেবে এবং তাঁর সংগে সম্পর্কিত দল হিসেবে দাবী পেশ করতে হবে। কারণ, ঐশী-প্রতিশ্রুতি মতে অন্য কোন স্বকপোল-কল্পিত পন্থায় বা নেতৃত্বের মাধ্যমে ইসলামের বিশ্ব-বিজয় বাস্তবে পূর্ণ হতে পারে না। প্রত্যেক বিচক্ষণ এবং অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন ব্যক্তির উচিত বিষয়টি সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা ও বিচার বিশ্লেষণ করা। সেই সংগে মহাজ্ঞানী ও সর্বশক্তিমান খোদাতা'লার কাছ থেকে বিষয়টি সম্বন্ধে প্রার্থনা ও ইস্তেখারার মাধ্যমে সত্যাসত্য যাচাই করা প্রয়োজন।

আল্লাহ্‌তা'লার ফযলে যথাসময়ে অর্থাৎ হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আগমন করেছেন। তিনি বিশ্বব্যাপী ইসলামের প্রচারাভিযানকে সুসংগঠিত করেছেন এবং তাঁর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত আহ্‌মদীয়া জামা'ত ঐশী সাহায্য ও সমর্থন-পুষ্ট হয়ে বিগত প্রায় এক শতাব্দী যাবত ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব এবং মহা-বিজয় অর্জনের লক্ষ্যে শান্তিপূর্ণ ভাবে কাজ করে চলেছে। আহ্‌মদীয়া জামা'ত কিভাবে এই বিশ্ব-বিজয়ের

উদ্দেশ্যে কাজ করছে এবং তাঁরা চূড়ান্ত সাফল্য অর্জন করার ব্যাপারে কেন এত বেশী আশাবাদী সে সম্বন্ধে এখন উল্লেখ করবো।

১। হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ ঃ

আহ্‌মদীয়া জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মীর্যা গোলাম আহ্‌মদ, ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ) ইসলামের বিজয় ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার্থে যে সকল কার্য সম্পাদন করেছেন তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো হলো ঃ

উল্লেখ্য যে, এরূপ ব্যাপক কার্যসূচী এবং ঐশী অনুমোদিত পন্থার মাধ্যমে অন্য কোন দাবীকারকের সত্যিকার কোন অস্তিত্ব বা দাবী নেই।

(ক) ইসলামী তালীম, তরবীয়ত ও তবলীগের জন্য তিনি সুদূর-প্রসারী কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন যার প্রধান তিনটি বৈশিষ্ট্য হলো : (১) ঐশী মনোনীত এবং সমর্থিত পন্থা (২) পবিত্র কুরআন ও হাদীসের ভিত্তিতে যুক্তি-জ্ঞান ও ঐশী-নিদর্শনের মাধ্যমে সমুদয় কার্যক্রম পরিচালনা এবং (৩) সুশৃংখল সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আধ্যাত্মিক আন্দোলনের অব্যাহত ধারার নিশ্চয়তা।

(খ) তিনি বর্তমান দুনিয়ার মারাত্মক নৈতিক সমস্যাবলী এবং ক্রমবর্ধমান অবক্ষয়ের প্রেক্ষিতে ইসলাম-ভিত্তিক সুষ্ঠু সমাধান এবং বাস্তব-মুখী তরবীয়তী ব্যবস্থা প্রদান করেছেন। ধর্মীয় বিষয়ে যে সকল খারাবী এবং কু-সংস্কার অনুপ্রবেশ করেছে তিনি সেগুলোকে দূরীভূত করে প্রকৃত ইসলামী শিক্ষা ও আদর্শের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছেন।

(গ) তিনি ইসলামের বিরুদ্ধে আনীত সর্বপ্রকার আপত্তি খণ্ডন করেছেন এবং অন্যান্য সকল ধর্মের তুলনায় ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বকে যুক্তি-প্রমাণ ও ঐশী-নিদর্শনের আলোকে অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে উপস্থাপন করেছেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ৮৮ খানা পুস্তক রচনা করেছেন, নব্বই হাজার চিঠি-পত্র লিখেছেন, বিরুদ্ধবাদীদের সংগে মোবাহেলা ও মোবাহেসার মাধ্যমে চ্যালেঞ্জও প্রদান করেছেন।

(ঘ) পরস্পর কলহ-কোন্দল ও যুদ্ধ-বিগ্রহে নিপতিত এবং শতধা-বিভক্ত মুসলিম দল ও উপদলগুলোকে একত্রিত করার জন্য তিনি উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন এবং 'হাকামান আদলান' (ন্যায় মীমাংসাকারী) হিসেবে মানুষের সকল বিবাদ-বিসম্বাদের আধ্যাত্মিক সমাধান প্রদান করেছেন।

(ঙ) পবিত্র কুরআন, হাদীস ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ, ঐতিহাসিক এবং বৈজ্ঞানিক যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা তিনি প্রমাণ করেছেন যে, বনী ইস্রায়েলী নবী হযরত ঈসা (আঃ) ইন্তেকাল করেছেন এবং তাঁর সমাধি কাশ্মীরে অবস্থিত। এইভাবে অখণ্ডনীয় এবং অকাট্য প্রমাণের দ্বারা তিনি দাজ্জালী ফেতনা- যা ত্রিত্ববাদের মাধ্যমে পৃথিবীকে গ্রাস করে চলেছে—তার মোকাবেলা করেছেন। তিনি প্রমাণ করেন যে, হাদীসে হযরত ঈসা (আঃ)-এর পুনরাগমন সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী দ্বারা রূপকভাবে ঈসা-তুল্য মহা-পুরুষের আগমনকে বুঝানো হয়েছে।

(চ) হযরত মির্যা সাহেবের সংগে অনেক দুষ্ট-প্রকৃতির লোকদের বিবাদ বাধে। আল্লাহ্‌তা'লার সাহায্যে তিনি প্রতিটি ক্ষেত্রে বিজয়ী হওয়ার গৌরব লাভ করেন এবং এরূপ বিরুদ্ধবাদীগণ পদে পদে অপমানিত অথবা ঐশীকোপগ্রস্ত হয়ে দৃষ্টান্তমূলক সাজাপ্রাপ্ত হয়েছে।

(ছ) হাদীসে বলা হয়েছে যে, সেই প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ যুদ্ধ রহিত করবেন (ইয়াযাউল হারব) এবং ইয়াজুজ-মাজুজের যুদ্ধ-জনিত ফেতনা হতে মানুষকে রক্ষা করবেন। আহ্‌মদীয়া জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা ইসলাম সম্পর্কে 'এক হাতে তলোয়ার অন্য হাতে কুরআন,—এই ধরণের সকল প্রকার ভ্রান্ত ধারণা দূর করতঃ প্রমাণ করেছেন যে, ধর্মের ব্যাপারে শান্তিবাদী ইসলাম কখনই জোর যবরদস্তী সমর্থন করেনি। তিনি শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে আলোচনা সমঝোতা এবং সম্মিলিত কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন।

(জ) আহ্‌মদীয়া জামা'তের প্রতিষ্ঠাতার দাবীর সমর্থনে শত-সহস্র ঐশী নিদর্শনাবলী প্রকাশিত হয়েছে। আল্লাহ্‌তা'লার অনুগ্রহে তাঁর সত্যতার সাক্ষ্য হিসেবে আকাশে ও যমীনে বহু ঘটনাবলী সংঘটিত হয়েছে। ধর্মীয় গ্রন্থাবলীতে বর্ণিত চন্দ্র ও সূর্যের বিশেষ গ্রহণ ঘটেছে, মহামারীরূপে মারাত্মক প্লেগের নিদর্শন প্রকাশিত হয়েছে, ভূমিকম্প এবং মহাযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ও বিভিন্ন জাতির লোকদের জন্য বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্তমূলক ঘটনাবলী সংঘটিত হয়েছে। এগুলো সম্পর্কে তিনি আল্লাহ্‌তা'লার কাছ থেকে অবহিত হয়ে পূর্বাহ্নেই বিশ্ববাসীকে সতর্ক করে দিয়েছেন এবং সেগুলো যথাসময়ে সংঘটিত হয়ে তাঁর দাবীর সত্যতাকে মোহরাঙ্কিত করেছে। আহ্‌মদীয়া জামা'ত হতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী এবং পত্রিকাদি এই সকল বিষয়ের পূর্ণ বিবরণ, যুক্তি-প্রমাণ এবং ঐতিহাসিক তথ্যাবলীসহ সংরক্ষণ করেছে।

(ঝ) তিনি সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্যে বিশেষভাবে মালী কুরবানীর জন্যে আহ্বান জানিয়েছেন, বায়তুল মাল এবং 'ওসীয়্যাতের নেযাম' প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই সকল ব্যবস্থার ফলশ্রুতিতে কালক্রমে ধনতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের কু-প্রভাব হতে বিশ্ববাসীকে সার্বিক অর্থে রক্ষা করা সম্ভব হবে এবং বিশ্বব্যাপী বিরাজমান নৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক মূল সমস্যাগুলির সত্যিকার অর্থে সমাধান করা যাবে।

(ঞ) পবিত্র কুরআন ও হাদীসের ভবিষ্যদ্বানী অনুযায়ী তাঁর মাধ্যমে 'খেলাফত আলা মিন হাযিন নবুওয়াত, (নবুওয়াতের পদ্ধতিতে খেলাফত) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আল্লাহ্‌তা'লার ফযলে খেলাফতের নেতৃত্বাধীনে বিশ্বব্যাপী প্রকৃত ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার কাজ অব্যাহত রয়েছে। এই সুমহান কার্যক্রম ক্রমান্বয়ে গতিময়তা লাভ করছে এবং বিগত প্রায় এক শতাব্দীব্যাপী ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে আজ শতাধিক দেশের কোণে কোণে এই জামা'তের

মাধ্যমে ইসলাম-প্রচারাভিযান চলছে। সকল বাধার পাহাড় অতিক্রম করে সাফল্যের পর সাফল্য অর্জন করে জামা'তের কার্যধারা এগিয়ে চলেছে। এই সাফল্যের মূল-ভিত্তি সম্পর্কে আল্লাহ্‌তা'লা জানিয়েছেন 'আল খায়রু কুল্লুহু ফিল কুরআন'' অর্থাৎ সর্বপ্রকার কল্যাণ কুরআনের মধ্যেই নিহিত।" তিনি আরো বলেছেন :

"কুল্লু বারাকাতিম্‌ মিম মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম" অর্থাৎ সকল কল্যাণ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) থেকেই উৎসারিত।

(২) **খেলাফতের কল্যাণ :** পবিত্র কুরআনে সুরা নূরের ৭ম রুকূতে আল্লাহ্‌তা'লা সৎকর্মশীল বিশ্বাসীদের মধ্যে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। মেশকাত শরীফে বর্ণিত আছে যে, আখেরী যুগে নবুওয়াতের পদ্ধতিতে খেলাফত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে। আল্লাহ্‌তা'লার অশেষ অনুগ্রহে আহ্‌মদীয়া জামা'তের মধ্যে সেই খেলাফত ব্যবস্থা হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ, ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ) এবং তাঁর খলীফা-গণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। আহ্‌মদীয়া জামা'ত ব্যতীত বর্তমানে অন্য কোথাও ঐশী মনোনীত খেলাফত নেই। সুতরাং খেলাফত-ভিত্তিক আহ্‌মদীয়া জামা'তের চূড়ান্ত বিজয় অবশ্যম্ভাবী। খেলাফতের নেতৃত্বাধীনে আহ্‌মদীয়া জামা'ত পবিত্র কুরআন, সুন্নাহ্‌ ও হাদীসের ভিত্তিতে যুক্তি-জ্ঞান ও ঐশী নিদর্শনের আলোকে ইসলামী শিক্ষা ও সৌন্দর্যের পুনর্জাগরণ এবং বিশ্বব্যাপী প্রচার ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য যে সকল পদ্ধতি অবলম্বন করে সাফল্য অর্জন করে চলেছে তার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়গুলো নীচে উল্লেখ করা হলো :

(ক) ইসলাম এমন একটি পূর্ণাঙ্গ ধর্ম যা তার নিজ সৌন্দর্য এবং আকর্ষণকারী শক্তি দ্বারা মানুষের মন জয় করতে সক্ষম। এইজন্য ইসলাম প্রচার করার ক্ষেত্রে শক্তি প্রয়োগের এবং অত্যাচারমূলক পদ্ধতি অবলম্বনের কোন পদ্ধতি যেমন ইসলামের শিক্ষার পরিপন্থী, তেমনি বিশ্ব-বিবেক এবং সর্বজন স্বীকৃত মৌলিক মানবাধিকারেরও পরিপন্থী।

(খ) খলীফার সার্বিক তত্ত্বাবধানে প্রত্যেক সদস্যকে উপযুক্ত ইসলামী শিক্ষা ও আদর্শের দ্বারা সুসংগঠিত করে তোলার সুব্যবস্থা করা হয়েছে। যার ফলে প্রত্যেকেই একদিকে নিজ নিজ জীবনে ইসলামী জীবনাদর্শের অনুসরণ করছে এবং সেই সংগে একজন ইসলাম প্রচারকারী হিসেবেও ক্রমাগতভাবে কাজ করে চলেছে।

(গ) সাধারণভাবে সকল সদস্যের তবলিগী প্রচেষ্টা ছাড়াও জামাতীভাবে খেলাফতের পরিচালনাধীনে ব্যাপকভাবে প্রচার-কার্যের বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জীবন উৎসর্গকারী 'মুবাল্লিগ' (প্রচারক) এবং 'মুয়াল্লীম' (শিক্ষক) তৈরী করে পৃথিবীর কোণে কোণে নিয়োগ করা হচ্ছে।

(ঘ) আধুনিক প্রচার মাধ্যম সমূহ, প্রকাশনার সুবিধাদি এবং অন্যান্য বৈজ্ঞানিক উপকরণ ক্রমবর্ধমান হারে প্রচার কার্যে প্রয়োগ করা হচ্ছে। বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারের

জন্যে যেখানে যেখানে সম্ভব সেখানে রেডিও, টিভি, পত্র-পত্রিকা ইত্যাদির মাধ্যমে প্রচার কাজ করা হচ্ছে।

(ঙ) অত্যন্ত সুসংগঠিত নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সমগ্র প্রচার-ব্যবস্থার মাসিক এবং বার্ষিক মূল্যায়ন করা হচ্ছে। খলীফায়ে ওয়াক্তের সার্বিক নিগরানীতে পরমর্শ-সভার মাধ্যমে উন্নয়নমূলক সিদ্ধান্ত এবং পরিকল্পণাসমূহ গৃহীত হচ্ছে।

(চ) প্রত্যেকটি সদস্য কাজকর্ম এবং প্রচারের সফলতার জন্য সর্বাগ্রে খোদাতা'লার সাহায্য ও সমর্থন লাভের উদ্দেশ্যে দোয়া এবং ইস্তেকামাতের উপর অধিকতর মনোনিবেশ করে থাকে। কেননা হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) বলেছেন যে, যা কিছু হবে, দোয়ার মাধ্যমেই হবে। আল্লাহ্‌তা'লা বলেছেন: "বলো তারা যদি দোয়া না করে, তাহলে তিনি তাদের জন্য কোন পরোয়া করেন না।" (সূরা ফুরকান: ৭৮)

বলাবাহুল্য যে, এই সকল শান্তিপূর্ণ, যুক্তি ও ঐশী-সমর্থনপুষ্ট পদ্ধতির মোকাবেলায় অন্য কোন প্রকার জোর-জবরদস্তী বা হিংসাত্মক পদ্ধতি অথবা শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে সাময়িকভাবে বিজয় লাভ করা সম্ভবপর হতেও পারে, কিন্তু সত্যিকার এবং চিরস্থায়ী বিজয় লাভ করা যেতে পারে না। এই কারণে পবিত্র কুরআনে ধর্মীয় স্বাধীনতাকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে (সূরা বাকারা: ২৫৭, কাহাফ: ২২-২৩)। হাদীসে বলা হয়েছে যে, ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ)-এর অন্যতম কাজ হবে যুদ্ধ রহিত করা। ফলতঃ ইসলামের 'জামালী' তথা গুণগত বিকাশের মাধ্যমেই ইসলামের অবধারিত বিজয় হতে চলেছে এবং আহ্‌মদীয়া জামা'ত তিল তিল করে সেই মঞ্জিল মকসুদের দিকে এগিয়ে চলেছে— যদিও বাধার পাহাড় অতিক্রম করতে হচ্ছে, যদিও তাদের উপর অত্যাচার-উৎপীড়ণ করা হচ্ছে। হে আল্লাহ্‌, তুমি অত্যাচারীদিগকে সুপথ দেখাও, তাদের তমসাবৃত চোখ খুলে দাও এবং দিক-চক্রবালে আধ্যাত্মিক বিজয়াভিযানের রজত-রেখা পরিস্ফুট হয়ে উঠছে তাকে চিনিবার সামর্থ্য দান কর।

(৩) সাম্প্রতিক কালে ইসলাম-প্রচারাভিযানের এক ঝলক:

সাম্প্রতিক কালে আহ্‌মদীয়া জামা'তের প্রচণ্ড বিরোধিতার ফলে এই জামা'তের অগ্রগতি কি ব্যাহত হয়েছে? আমাদের দাবী হলো এই যে, অগ্রগতি রঞ্জিত হয়েছে। আহ্‌মদীয়া জামা'তের চতুর্থ খেলাফতকালের সূচনাকাল অর্থাৎ ১৯৮২ সাল হতে এই জামা'তের ইসলাম প্রচারাভিযান এক নতুন পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌ রাবে' (আইঃ) বিশ্বব্যাপী 'দায়ী ইলাল্লাহ' (আল্লাহ্‌র প্রতি আহ্বানকারী) নামক একটি ব্যাপক কর্মসূচী ঘোষণা করেন। যার ফলে দেশে-বিদেশে বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত জীবন-উৎসর্গকারী 'মুবাল্লীগ' এবং 'মুয়াল্লীম' ছাড়াও হাজার হাজার স্বেচ্ছামূলক প্রচারকারী এবং 'ওয়াকফে আরযী' (খণ্ড কালীন সময় উৎসর্গকারী প্রচারক) প্রচারকার্যে সক্রিয়া ভূমিকা

পালন করতে শুরু করেন। এই কর্মসূচীর ফলে তবলীগের ক্ষেত্রে মহা-সাফল্যের দ্বার উন্মুক্ত হতে থাকে এবং চতুর্দিক হতে অধিকতর সংখ্যায় বয়আতের সংবাদ আসতে থাকে। ফলতঃ বিরুদ্ধবাদীরা অন্তর্জ্বালায় জ্বলতে লাগলো এবং তারা অতি সত্বর কোন রাষ্ট্রীয় সরকারকে আহ্‌মদীয়া বিরোধী আন্দোলনে প্ররোচিত করতে লাগলো। বিশেষতঃ পাকিস্তানের সামরিক শাসক শ্রেণী রাজনৈতিকভাবে এই সুবর্ণ সুযোগ কাজে লাগাতে দেরী না করে আহ্‌মদীয়া বিরোধী অধ্যাদেশ জারী করে। বর্তমানে আহ্‌মদীদের বিরুদ্ধে কঠোরতর ভাবে এই কালা কানুন ব্যবহার করা হচ্ছে, তাদেরকে মৌলিক মানবাধিকার হতে বঞ্চিত করা হচ্ছে, জোর যুলুম, জরিমানা ও মিথ্যা মামলায় শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। দেশে-বিদেশের বিবেকবান ব্যক্তিদের নিন্দাবাদ সত্বেও স্বৈরতন্ত্রের টনক নড়ছে না। জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনও এই কালাকানুনের উপর নিন্দাবাদ প্রস্তাব আনয়ন করছে।

এই ধরণের কঠোরতর আইন জারীর পরও আল্লাহ্‌তা'লার ফযলে আহ্‌মদীয়া জামা'তের সদস্যগণ একদিকে দৃঢ় মনোবলের পরিচয় দিয়ে চলেছেন, অন্যদিকে 'দাওয়াত ইলাল্লাহ্' অর্থাৎ ইসলাম-প্রচারাভিযানের কাজে এগিয়ে চলেছে। অতীতের ন্যায় বিরুদ্ধবাদীর প্রত্যেকটি আঘাতের পর সত্যের প্রচার ব্যাপকতর রূপ পরিগ্রহ করেছে। সৃষ্টির আদিকাল হতেই সত্যের বিরোধীতা হয়েছে এবং হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এবং তাঁর অনুসারীদের জন্যও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয়নি। সুতরাং বিরোধীদের অত্যাচার এবং মানবাধিকার লংঘন নীতি যেমন তাদের যুক্তি-জ্ঞানের অক্ষমতাকেই সাব্যস্ত করেছে, তেমনিভাবে আহ্‌মদীয়া মুসলমানদের শান্তিবাদী নীতিই চূড়ান্ত বিশ্লেষণে জয়-যুক্ত হয়েছে। আহ্‌মদীয়া জামা'তের ইসলাম প্রচারাভিযান বিজয়সূচক নতুন নতুন পথ ও উপকরণের সৃষ্টি করে চলেছে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক যুক্তরাজ্যে অনুষ্ঠিত জলসায় প্রদত্ত বক্তৃতা অবলম্বনে এই নতুন পথ ও উপকরণের সাফল্যময় পদক্ষেপের কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিচে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো।

(ক) ১১৪টি দেশে জামা'ত:

চতুর্থ খেলাফতের সূচনাকালে (১৯৮২) পৃথিবীর ৮০টি দেশে আহ্‌মদীয়াত কায়েম ছিল। আহ্‌মদীয়া জামা'তের শত বর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে ১৯৮৯ সালের মধ্যে তাহরীকে জাদীদের মাধ্যমে ১০০টি দেশে জামা'ত কায়েম করার সংকল্প নেয়া হচ্ছিল। কিন্তু আল্লাহ্‌তা'লার ফযলে ১৯৮৪ সাল নাগাদ ৯১টি দেশে, ১৯৮৬ সাল নাগাদ ১০৮টি এবং ১৯৮৭ সাল নাগাদ ১১৪টি দেশে জামা'তে আহ্‌মদীয়া প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। (আল হামদু লিল্লাহ্)। বিশেষ করে অষ্ট্রেলিয়া কঙ্গো, পপুয়া নিউগিনি, ফিনল্যাণ্ড, আইসল্যাণ্ড, পর্তুগাল, বলিভিয়া, আর্জেন্টিনা, তাবালু, প্রভৃতি দেশে আহ্‌মদীয়া জামা'তের সূচনা এবং তবলিগী তৎপরতা সাফল্যময় পদক্ষেপের সাক্ষ্য বহন করছে।

(খ) স্থানীয় জামা'তের সংখ্যা বৃদ্ধিঃ

আল্লাহ্‌তা'লার ফযলে বিভিন্ন দেশে অবস্থিত জামা'তের সংখ্যাও বেড়ে চলেছে। ১৯৮৬ সালে ২৫৪টি এবং ১৯৮৭ সালে ২৫৮টি নতুন জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পূর্ববর্তী বছর সমূহে প্রতি বছর জামা'ত প্রতিষ্ঠার গড়-পড়তা সংখ্যা ২৮ এর তুলনায় সাম্প্রতিক বৃদ্ধির হার প্রায় দশগুণ। বিশেষত: গাম্বিয়া, আইভোরিকোষ্ট, নাইজেরিয়া, উগাণ্ডা, জায়ার, ঘানা, পশ্চিম জার্মানী, সিনেগাল এবং ইন্দোনেশিয়ায় অনেক নতুন জামা'ত তৈরী হয়েছে।

(গ) বায়আতের সংখ্যা বৃদ্ধিঃ

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে পাকিস্তানসহ বিভিন্ন স্থানে প্রচণ্ড বিরোধীতা সত্বেও বায়আত গ্রহণের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ইন্দোনেশিয়াতে একদিনে একটি গ্রামের ১৬৯ জন ইজতেমায়ী বায়আত গ্রহণ করেন। ফলে সেখানে বিরোধীতা হতে থাকে। কিন্তু বিরুদ্ধবাদী মৌলবীগণ যুক্তি-তর্কে টিকতে পারেননি। অনুরূপভাবে ভারতের হায়দ্রাবাদের বিভিন্ন স্থানে দলে দলে লোক আহ্‌মদীয়াতে প্রবেশ করেছেন। ১৯৮৭ সালে সেখানকার একটি স্থানে ১৮০ জন লোক দুটি মসজিদসহ বায়আত গ্রহণ করেছেন; অন্য একটি গ্রামে ৭০০ জন এবং ২টি মসজিদ এবং আর এক জায়গায় ৪টি নতুন জামা'ত (স্থানীয় ইমাম সহ) বায়আত গ্রহণ করেছেন। অনুরূপভাবে আফ্রিকায় বিভিন্ন অঞ্চলে বায়আতের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। দক্ষিণ আমেরিকাতে ওয়াকফে আরযী প্রোগ্রামের মাধ্যমে তবলীগের কাজ চলছে। ইউরোপের দেশগুলিতেও বায়আতের সংখ্যা বাড়ছে। 'তাবালু' নামক দ্বীপে ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত ৩০ জন আহ্‌মদী ছিলেন এবং ১৯৮৭ সাল নাগাদ এই সংখ্যা ২০০ জনে উন্নীত হয়েছে। বায়আতকারীদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষিত এবং উচ্চ-পদস্থ কর্মকর্তা রয়েছেন।

হযরত সাহেব ঘোষণা করেন যে, প্রতি বছর বায়আতের সংখ্যা পূর্ববর্তী বছরের চাইতে দ্বিগুণ হওয়া প্রয়োজন। ১৯৮৫ সাল হতে আল্লাহ্‌র ফযলে বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার দ্বিগুণই হয়ে চলেছে। বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি গ্রামের সকল লোক আহ্‌মদীয়াত গ্রহণ করেছেন এবং কোন কোন স্থানে উচ্চ শিক্ষিত এবং উচ্চ মর্যাদা বিশিষ্ট লোক রয়েছেন। বিশেষ করে নাইজেরিয়াতে সম্প্রতি দু'জন 'বাদশাহ' বায়আত নিয়েছেন, যাদের মাধ্যমে সেখানকার আরও দুই সহস্রাধিক বাদশাহের কাছে তবলীগি প্রচেষ্টা চলছে। এই ঘটনার দ্বারা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর এতদসংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীও পূর্ণ হয়ে চলেছে।

(ঘ) মসজিদ ও প্রচার মিশন প্রতিষ্ঠাঃ

১৯৮৪ সন পর্যন্ত ৭০ বছরে আহ্‌মদীয়া জামা'ত ইউরোপের ৮টি দেশে ১৮টি মিশন কায়েম করে। কিন্তু বিগত ১৯৮৪-৮৬ সালে কঠোর পরীক্ষার যুগে আল্লাহ্‌তা'লা তিন বছরের মধ্যে ইউরোপে অতিরিক্ত ৮টি নতুন মিশন স্থাপনের তৌফিক দান করেছেন। এছাড়াও মিশন সমূহের সম্প্রসারণের কাজ হয়েছে। ইংল্যাণ্ডের টিলফোর্ডে বৃহদাকার 'ইসলামাবাদ সেন্টার' কায়েম করা হয়েছে। অষ্ট্রেলিয়ার সিডনীতে মিশন স্থাপিত হয়েছে। কানাডায় ৮০

একর জমি ক্রয় করে জামা'তকে দান করেছেন শাহীওয়ালের 'রাহে মাওলা' বন্দী চৌধুরী ইলিয়াস সাহেব।

বিরুদ্ধবাদীগণ আহ্‌মদীদের মসজিদের উপর হামলা করার মাধ্যমে ইসলামের খেদমত করা হচ্ছে বলে মনে করছে। এর জবাবে আল্লাহ্‌তা'লার ফযলে আহ্‌মদীগণ পৃথিবীব্যাপী নতুন নতুন মসজিদ এবং প্রচার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে চলেছে। ১৯৮৭ সালে আহ্‌মদীগণ ১৩৬টি নতুন মসজিদ কায়েম করেছে (৭৩টির নির্মাণ সম্পূর্ণ এবং ৬৩টি নির্মীয়মান)। এছাড়াও বিগত কয়েক বছরে ২৮টি তৈরী মসজিদ বায়আতকারীসহ আমরা লাভ করেছি। অতি সম্প্রতি সিয়েরালিয়নে ১০টি গ্রাম মসজিদসহ জামা'তে দাখিল হয়েছে। তাছাড়া আফ্রিকা, আমেরিকা ও অন্যান্য স্থানে জামা'তের জন্য নতুন ইমারত তৈরী করা হয়েছে এবং বিভিন্ন স্থানে জমি ক্রয় করা হয়েছে। কোন জামা'তের বিশিষ্ট বন্ধুগণ জমি ক্রয় করে 'তোহ্‌ফা' হিসেবে জামা'তকে দান করেছেন।

যুক্তরাষ্ট্রে পূর্বে ১১টি প্রচার কেন্দ্র ছিল যা ১৯৮৭ সাল নাগাদ ১৭টিতে উন্নীত হয়েছে। সেখানে সুন্দর মসজিদ এবং মিশন প্রতিষ্ঠার কর্মসূচী এগিয়ে চলছে। কানাডা, স্পেন এবং আয়ারল্যাণ্ডে যথেষ্ট পরিমাণ জমি খরিদ করা হয়েছে এবং মসজিদ ও মিশন প্রতিষ্ঠার কাজ চলছে।

(ঙ) অডিও-ভিডিও ক্যাসেটের মাধ্যমে তবলীগ ঃ

১৯৮৬ সালে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ৩৭টি ভাষায় ৫০০টি মাষ্টার ক্যাসেটের কপি তৈরী করে বিতরণ করা হয়েছে। ১৯৮৭ সালে ২৯৮৫ ঘন্টার অডিট/ভিডিও প্রোগ্রাম করা হয়েছে এবং ক্যাসেটের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশে সেগুলো পাঠানো হয়েছে। এছাড়া স্থানীয় জামা'ত সমূহ এই সকল ক্যাসেটের অনুবাদ এবং নতুন নতুন ক্যাসেট তৈরী করে তবলীগের কাজে ব্যবহার করছে। আরবী ভাষায় বেশ কিছু সংখ্যক ক্যাসেট তৈরী হয়েছে এবং আরবী ভাষীদের জন্য সেগুলো খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এই সকল ক্যাসেট ব্যবহারের মাধ্যমে অল্প লেখাপড়া জানা আহ্‌মদীও সহজে তবলীগের কাজে অংশ নিচ্ছেন এবং তবলীগের ক্ষেত্রে ব্যাপক সাফল্য অর্জিত হচ্ছে।

(চ) রেডিও/টিভির মাধ্যমে তবলীগ ঃ

বিগত ২/৩ বছর যাবত রেডিও ও টিভি মারফত তবলীগের কাজ খুবই সাফল্যজনক ভাবে এগিয়ে চলেছে। ১৯৮৭ সালে ১৭টি দেশে রেডিও/টিভির মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ লোকের কাছে আহ্‌মদীয়াতের বাণী পেঁৗছানো হয়েছে। হযরত সাহেবের ৮৬টি সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠান (৪৯ ঘঃ ৩০ মিঃ) প্রচারিত হয়েছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে একই অনুষ্ঠান ভিন্ন ভিন্ন চ্যানেলে একাধিক বার দেখানো হয়েছে। এছাড়াও হযরত সাহেবের খুৎবা এবং প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠান এবং জামা'তের অন্যান্য বুজুর্গানের মাধ্যমে তৈরী করা অনুষ্ঠান রেডিও/টিভিতে দেখানো

হয়েছে। বিশেষ করে আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে, কানাডা, তাবালু, ডেনমার্ক এবং নরওয়েতে এই সকল প্রোগ্রাম দেখানো হয়েছে। নরওয়েতে রেডিওতে সাপ্তাহিক প্রোগ্রাম জারী রয়েছে এবং তজ্জন্য জামা'তের নিজস্ব ষ্টুডিও রয়েছে।

(ছ) **পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে তবলীগ ঃ**

পৃথিবীব্যাপী ১৯৮৬ সালে ১১৩টি পত্রিকার মাধ্যমে আহ্‌মদীয়া জামা'তের খবরাদি প্রকাশিত হয়েছে। অনুরূপভাবে ১৯৮৭ সালে ১৬৮টি পত্রিকায় খবর ছাপানো হয়েছে এবং এগুলোর সু-প্রভাব খুবই সুদূরপ্রসারী বলে প্রমাণিত হয়েছে।

এছাড়া আহ্‌মদীয়া জামা'তের অনেকগুলি পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে পৃথিবীব্যাপী প্রচার চলছে, যদিও পাকিস্তানে অনেকগুলো পত্রিকা ও পুস্তক বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

(জ) **'দায়ী ইলাল্লাহ্‌' স্কীম ঃ**

১৯৮২ সালের 'দায়ী ইলাল্লাহ্‌' স্কীম জারী হওয়ার পর হতে পৃথিবীব্যাপী আহ্‌মদীয়াতের প্রসার বহুগুণে বর্ধিত হয়েছে। দিকে দিকে নতুন নতুন লোক এই স্কীমের অধীনে নিজেদের নাম লিখিয়েছেন এবং বিশেষভাবে খেদমতে দীনের কাজে নিজেদেরকে নিয়োজিত করেছেন। ১৯৮৫ সনে ১০০ জন আরববাসীকে আহ্‌মদী বানাবার তাহ্‌রীক করা হয়েছিল এবং ১৯৮৬ পর্যন্ত ৯৪ জন আরব বায়আত করেন। ১৯৮৫ সালে যুক্তরাজ্যে বিরুদ্ধবাদী মৌলবীরা আহ্‌মদীয়া বিরোধী সম্মেলন করে প্রচণ্ড হৈ চৈ করে। কিন্তু আল্লাহ্‌তা'লার ফযলে ঐ বছরেই যুক্তরাজ্যে এত বায়আত হয়েছে যে বিগত দশ বছরেও তত বায়আত হয়নি বলে হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌ (আইঃ) জানান (৯/৮/৮৫ খুতবা)।

পাকিস্তানের বাহিরে ১৯৮৬ সাল নাগাদ ১৮২ জন মুবাল্লীগ তবলীগের জেহাদে নিয়োজিত রয়েছেন। এছাড়াও ঐ সময় পর্যন্ত পৃথিবীব্যাপী ৭৬,২০০ আহ্‌মদী 'দায়ী ইলাল্লাহ্‌' হিসেবে কাজ করেছেন। এই সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

(ঝ) **আর্থিক কুরবাণী ও অন্যান্য খেদমত ঃ**

আল্লাহ্‌তা'লার ফযলে বিরুদ্ধবাদীদের সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা সত্বেও আহ্‌মদীয়া জামা'তের অগ্রগতি ক্রমাগতভাবে বেড়েই চলেছে। আর্থিক দিক দিয়েও অগ্রগতি হ্রাস পায়নি। জামা'তের লাযেমী চাঁদা, তাহ্‌রীকে জাদীদ, ওয়াকফে জাদীদ ইত্যাদি ফাণ্ডে পূর্বের চাইতে অধিক পরিমাণে চাঁদা আদায় হয়েছে। এছাড়াও হযরত সাহেবের নতুন তাহ্‌রীক অনুযায়ী নিম্নোক্ত ফাণ্ডগুলো জারী করা হয়েছে :

১। পৃথিবী ব্যাপী মসজিদ নির্মাণ ফাণ্ড
২। শুদ্ধি অভিযানের মোকাবেলার জন্য ফাণ্ড
৩। তওসী মাকান (ভারত) ফাণ্ড
৪। সৈয়্যদনা বেলাল ফাণ্ড
৫। বুয়ুতুল হাম্‌দ ফাণ্ড

অনুরূপভাবে শতবার্ষিকী জুবিলী ফাণ্ড উদ্ভূত হয়েছে এবং এই কর্মসূচীর অধীনে দ্রুত-গতিতে কাজ-কর্ম চলছে। আগামী ১৯৮৯ সালে এই কর্মসূচী পালিত হবে। জামা'তের অন্যান্য স্কীমের অধীনে যথারীতি কাজ চলছে। আহ্‌মদীয়া স্কুল, কলেজ, হাসপাতালগুলি খেদমতে দীনের কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তেমনিভাবে 'সীরাতুন্নবী জলসা' অনুষ্ঠানের তাহ্‌রীকও ফলপ্রসূ হয়ে চলেছে।

হযরত সাহেব আগামী শতাব্দীতে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে জীবন-উৎসর্গকারীদের জন্য একটি বিশেষ স্কীমের ঘোষণা করেছেন যার মধ্যে পিতা-মাতারা নবজাত শিশুকে এখন হতে দ্বীনের খেদমতের জন্য উৎসর্গ করার অঙ্গীকার করবেন।

(গ্র) **প্রকাশনা ঃ**

বিভিন্ন ভাষায় জামা'তের সাহিত্য সৃষ্টির জন্য যুক্তরাজ্যের ইসলামাবাদ কেন্দ্রে কয়েকটি ডেস্কে কাজ চলছে—রাশিয়ান, আরবী, চীনা, ফ্রেঞ্চ এবং তুর্কী ভাষা উল্লেখযোগ্য।

১৯৮৬ সালের লণ্ডন জলসায় হযরত সাহেব বলেন যে, গত দু'বছরে যতগুলো বই-পুস্তক প্রকাশ করা হয়েছে ততগুলো বিগত ১০ বছরে করা হয়নি। এছাড়া কমপিউটারাইজড টাইপ-সেটিং মেশিন বসানো হয়েছে এবং ব্যাপকভাবে প্রকাশনার কাজ চলছে।

পবিত্র কুরআনের বিষয়-ভিত্তিক সংকলন ১০০টি ভাষায় প্রকাশের কাজ সমাপ্ত প্রায়। পবিত্র কুরআনের অনুবাদ ও তফসীরের অনুবাদের কাজও দ্রুতগতিতে চলছে। অনুরূপভাবে হাদীসের তরজমা প্রকাশনার কাজও হাতে নেওয়া হয়েছে। অদ্যাবধি ২১টি ভাষায় পবিত্র কুরআনের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে এবং আরো ২১টি ভাষায় অনুবাদের কাজ প্রায় সম্পূর্ণ মুদ্রণের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।

(৪) আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের সমুজ্জল ভবিষ্যৎ ঃ

আহ্‌মদীয়া জামা'ত যে চূড়ান্ত বিজয় লাভ করবে তার নিশ্চয়তা আছে কি?

আল্লাহ্‌তা'লার ফযলে প্রকৃত ইসলামের পুনর্জাগরণের জন্য আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত সর্বশক্তি নিয়োগ করে এগিয়ে চলেছে। আল্লাহ্‌তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেছেন যে, আখেরী যুগে ইসলামের জামালী বিকাশ সংঘটিত হবে একটি বীজের ন্যায় যা চারা হয়ে উদিত হবে। তারপর সতেজ ও মোটা-সোটা হবে এবং দৃঢ় ভাবে কাণ্ডের উপর দাঁড়াবে যাতে বপনকারীদের আনন্দের কারণ হয় আর অস্বীকারকারীদের মনে অন্তর্জ্বালার সৃষ্টি হয় (সূরা ফাতহ ঃ ৩০)। পৃথিবী সৃষ্টি অবধি ভেল্কীবাজীর মত সমগ্র পৃথিবীর লোক সত্যকে রাতারাতি মেনে নেয়নি, বরং প্রত্যেকটি সত্যপ্রচারকারীকে অধিকাংশ লোক বিরোধিতা করেছে। আজও হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর যুগে তাঁর অনুসারীদের উপর অত্যাচার করা হচ্ছে এবং এতদসত্ত্বেও পৃথিবীর শতাধিক দেশে তাদের প্রচারকার্য অধিকতর বেগে

এগিয়ে চলেছে। বরং প্রতিটি বাধা এবং আঘাত এসে তাদের জয়যাত্রাকে আরও দৃঢ়তর এবং প্রবলতর করে দিচ্ছে! অদূর ভবিষ্যতে ইসলাম, ইসলামের পবিত্র কলেমা **'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'** এবং ইসলামের পবিত্র রসূল হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সত্যিকার শান ও মর্যাদাকে বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠা করার আধ্যাত্মিক সংগ্রামে প্রত্যেকটি আহ্‌মদী তার জান-মাল, সময় ও সম্পদের কুরবানী দিয়ে চলেছে। এইভাবে কঠিন সংগ্রামের পথে পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে তারা জেহাদ করে চলেছে। সুতরাং তাদের চূড়ান্ত বিজয় অবধারিত।

আল্লাহ্‌তা'লার কাছ হতে অবহিত হয়ে হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) বলেছেন:

o "হে লোক সকল! তোমরা শুনে রাখ. ইহা সেই খোদার ভবিষ্যদ্বাণী যিনি আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা। তিনি এই জামা'তকে পৃথিবীর সকল দেশে সম্প্রসারিত করবেন এবং প্রেম ও যুক্তির মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বে এই জামা'তকে বিজয় দান করবেন।"

o আল্লাহ্‌ বলেছেন: "আমি সর্ববিজয়ী। আমি তোমাকে বিজয় দান করবো। বিস্ময়কর সাহায্য লাভ করবে।" (তাযকেরা ১৮৯২ ইং)

o "তোমরা খোদার নিজ হস্তে বপিত বীজ বিশেষ যা ভূ-পৃষ্ঠে বপন করা হয়েছে। আল্লাহ্‌-তা'লা জানিয়েছেন: এই বীজ বর্ধিত হবে। পুষ্প প্রদান করবে, এর শাখা-প্রশাখা চতুর্দিকে প্রসারিত হবে এবং ইহা এক বিশাল বৃক্ষ-রূপে পরিণত হবে। সুতরাং ধন্য তারা যারা খোদার বাক্যে ঈমান আনে এবং মধ্যবর্তীকালীন বিপদাবলীর জন্য ভীত হয় না। কেননা বিপদাবলীর আগমনও আবশ্যক যাতে খোদাতা'লা তোমাদের পরীক্ষা করেন যে তোমাদের মধ্যে কে নিজ বায়আতের দাবীতে সত্যবাদী।" ('আল-ওসীয়্যৎ' পুস্তক)।

o "আল্লাহ্‌ আমাকে জানিয়েছেন যে, পরিশেষে নতুন যমীন এবং নতুন আসমান সৃষ্টি হবে। পাশ্চাত্য হতে সত্যের সূর্য উদিত হওয়ার দিন অত্যাসন্ন এবং ইউরোপবাসী সেদিন প্রকৃত খোদার সন্ধান পাবে। অতঃপর তাওবার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। (তাযকেরা, পৃ-২৮৫)।

o হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর আবির্ভাব যুগ হতে তিনশত বছরের মধ্যে ইসলামের চূড়ান্ত বিজয় সংঘটিত হবে। (তাযকেরাতুশ শাহাদাতাইন)

o "সমস্ত বরকত ও কল্যাণ মুহাম্মদ (সাঃ) হতে উৎসারিত হয়েছে।"

ফলতঃ খোদা-প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি কখনই মিথ্যা হতে পারে না। সুতরাং বিজয় সুনিশ্চিত।

আল্লাহুমা সাল্লে আলা মুহাম্মদ ওয়া আলে মুহাম্মদ ওয়া বারেক ওয়া সাল্লাম ইন্নাকা হামিদুম মাজীদ।

—মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

ইসলামী খেলাফতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও এর ভয়াবহতা সম্পর্কে
হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ)-এর সতর্কবাণী

ভূমিকা ঃ

খেলাফত ইসলামের অবিচ্ছেদ্য অংগ। বস্তুতঃ আল্লাহ্ তা'লা প্রথম যেদিন হযরত আদম (আঃ)-কে নবী করে পৃথিবীতে পাঠালেন, সেদিন থেকেই পৃথিবীতে খেলাফতের ভিত্তি স্থাপিত হলো। সেদিক থেকে নবী মাত্রই আল্লাহ্র খলীফা। আরেক প্রকার খলীফা হলেন নবীর স্থলাভিষিক্তগণ, যাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা প্রতি যুগেই নবীর তিরোধানের পর ঐশী কর্মসূচী পরিচালার জন্য দাঁড় করান। এদেরকে আমরা অন্য কথায় রাশেদ খলীফা হিসেবেও অভিহিত করি।

পবিত্র কুরআনে মুসলমানদের মধ্যে এই ইসলামী খেলাফত কায়েম রাখার ব্যাপারে ঐশী প্রতিশ্রুতি রয়েছে। আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য। আবার একথাও ঠিক যে, যুগে যুগে সত্যের বিরোধিতা হয়, চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের কুটকৌশলে সত্যের বিরুদ্ধশক্তি তৎপর হয়ে উঠে। আমার প্রবন্ধের অন্যতম বিষয়বস্তু হচ্ছে ইসলামী খেলাফতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক কিছু দুঃখজনক ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণী। এর সাথে ভবিষ্যতে এ জাতীয় ঘটনার যাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে—সে ব্যাপারে আহ্মদীদের উদ্দেশ্যে জামা'তের দ্বিতীয় খলীফা হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) বিভিন্ন সময়ে যে উপদেশ প্রদান করেছেন, তাথেকে দৃষ্টান্তমূলক কিছু সতর্কবাণীও এর উপসংহারে পেশ করা হয়েছে।

খোলাফায়ে রাশেদার কার্যকাল

কমবেশী সকলেই একথা অবগত আছেন যে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মৃত্যুর পর হযরত আবু বকর, ওমর, ওসমান ও আলী (রাঃ) রাশেদ খলীফা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। নবীজীর (সাঃ) জীবনাদর্শ অনুকরণ ও অনুসরণ করেই তাঁরা পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। কিন্তু, আমাদের মধ্যে অনেকেই হয়ত তাঁদের প্রত্যেকের কার্যকাল সম্পর্কে সঠিক-ভাবে অবহিত নন এবং তাদের বিরুদ্ধে সম-সাময়িক কালের মোশরেক, ইহুদী, এমন কি নব-দীক্ষিত বিভ্রান্ত কিছু মুসলমান কর্তৃক যে বিভিন্ন চক্রান্ত পরিচালিত হয়েছিল, সে সব ঘটনা সম্পর্কেও খুব বেশী কিছু জানেন না তাই সকলের অবগতির জন্য এতদসংক্রান্ত কিছু তথ্য অতি সংক্ষেপে পেশ করা হলো ঃ

খলীফাগণের নাম	কার্যকাল
১। হযরত আবু বকর (রাঃ)	৬৩২-৬৩৪ খৃষ্টাব্দ
২। হযরত ওমর (রাঃ)	৬৩৪-৬৪৪ ,,
৩। হযরত ওসমান (রাঃ)	৬৪৪-৬৫৬ ,,
৪। হযরত আলী (রাঃ)	৬৫৬-৬৬১ ,,

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ও রাশেদ খলীফাগণের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের ঘটনা

পবিত্র কুরআন, হাদীস ও বিভিন্ন ইসলামী ইতিহাস পাঠে দেখা যায় যে, যুগে যুগেই আল্লাহ্‌র তরফ থেকে প্রেরিত নবী-রসূল ও খলীফাগণের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্র ও শত্রুতামূলক ব্যবহার করা হয়েছে। এটাকে বরং একটি সনাতন নীতি হিসেবেই গ্রহণ করা যায়। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর পরবর্তী রাশেদ খলীফাগণও এই ধরণের চক্রান্ত হতে মুক্ত ছিলেন না। তাই, নবীজীর জীবদ্দশায় আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌নে উবাই এর নেতৃত্বে বিবি আয়েশার (রাঃ) চরিত্রে মিথ্যা অপবাদ দেয়ার চক্রান্ত করা হয়েছিল। এক ইহুদী নারী তাঁকে বিষ প্রয়োগ করে হত্যা করার জঘন্য ষড়যন্ত্রও করেছিল। কিন্তু আল্লাহ্‌ তাঁর অপার অনুগ্রহে যাবতীয় ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করে দিয়ে নবীজীর সম্মান ও জীবনকে রক্ষা করেছিলেন।

নবীর তিরোধানের পর হযরত আবুবকর (রাঃ) প্রথম খলীফা নির্বাচিত হন। আনসাররা অবশ্য তাঁদের মধ্য থেকেই খলীফা নির্বাচনের একটি দাবী পেশ করেছিল। হযরত ওমরের (রাঃ) মধ্যস্থতায় সে বিষয়টি আর বেশীদূর অগ্রসর হয়নি। কিন্তু আবু সুফিয়ান গোপনে হযরত আলীর (রাঃ) নিকট গিয়ে আবুবকরের (রাঃ) মোকাবিলায় তাঁকে খলীফা পদে সমাসীন করার প্রস্তাব দেয় এবং এ ব্যাপারে তাঁর সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করে। হযরত আলী (রাঃ) তার দুরভিসন্ধি বুঝতে পেরে তাকে এ প্রচেষ্টা থেকে নিবৃত্ত করেন। মূলতঃ ইসলামী খেলাফতের এক অত্যন্ত ক্রান্তিলগ্নে আবু সুফিয়ানের এই চক্রান্ত যদি যথাসময়ে প্রতিহত না করা হোত, তাহলে তা এক সাংঘাতিক বিপর্যয়ের কারণ হতে পারতো।

হযরত আবুবকরের (রাঃ) সময়ে নব-দীক্ষিত মুসলমানদের এক বিরাট অংশ যাকাত প্রদান অস্বীকৃতি জানায়। কিন্তু হযরত আবুবকর (রাঃ) সময়োচিত ও নির্ভিক পদক্ষেপের মাধ্যমে এ অবস্থার মোকাবিলা করেন।

হযরত ওমর (রাঃ)-এর খেলাফত কাল ইসলামী ইতিহাসের স্বর্ণ যুগ বলে চিহ্নিত। কিন্তু, তবু ইসলাম বিরোধী শক্তি ইসলামী খেলাফতের ক্ষতি সাধনে তৎপর থাকে। তাদের প্ররোচনায় কোন কোন মুসলমান হযরত ওমরের (রাঃ) মৃত্যুর পর তাদের পসন্দকৃত কোন ব্যক্তিকে খলীফা করবে—তা প্রকাশ্যে বলে বেড়াতে থাকে। হযরত ওমর (রাঃ) এই ষড়যন্ত্র বুঝতে পেরে খলীফার নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে এক জোড়ালো খুতবা দেন এবং কোন খলীফার জীবদ্দশায় এই ধরণের তৎপরতা যেন মাথা চাড়া দিয়ে না উঠে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ইসলাম বিরোধী শক্তি তখন অন্য চক্রান্তের আশ্রয় নেয়। হরমুজান, জাফীনা এবং আবুলুলু নামক তিন ষড়যন্ত্রকারীর গোপন চক্রান্তের ফলেই একদিন ফযর নামায আদায়-কালীন সময়ে ইসলামের এই মহান খলীফা আবুলুলুর ছুরিকাঘাতে নিহত হন। আবুলুলু ছিল একজন অগ্নি-উপাসক।

আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌নে সাবা ছিল ইহুদী থেকে এক ধর্মান্তরিত মুসলমান। কিন্তু তার ইসলাম গ্রহণ ছিল সম্পূর্ণ বাহ্যিক, মূলতঃ ইহুদী থাকাকালীন ইসলামের বিরুদ্ধে তার যে ঘৃণা ও শত্রুতা

ছিল, তার বাস্তবায়ণ কল্পেই সে লোক-দেখানো মুসলমান হয়েছিল। এই আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে সাবার নেতৃত্বেই হযরত ওসমান (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন কতিপয় ওজর-আপত্তিকে কেন্দ্র করে তাঁর গৃহ অবরোধ করা হয়। আর কতই না পরিতাপের বিষয় যে বৃদ্ধ খলীফা যখন স্বগৃহে অন্তরীণ অবস্থায় কুরআন পাঠরত ছিলেন তখন তাঁর গৃহের দেয়াল টপ্‌কিয়ে তাঁকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়। এই হত্যাকাণ্ডে যে কতিপয় বিদ্রোহী কার্যকর ভূমিকা নিয়েছিল তারা হলো মুহাম্মদ বিন আবুবকর, কেনানা ইব্‌নে বাশার, সওদান ইব্‌নে হামরান এবং আমর ইব্‌নে হোনক। মুহাম্মদ বিন আবু বকর হযরত ওসমানের (রাঃ) দাঁড়ি মুবারক ধরে টানাটানি শুরু করলে তিনি শান্ত কণ্ঠে বলেন: 'ভাতিজা, আজ আবুবকর (রাঃ) বেঁচে থাকলে তিনি কি এই দৃশ্য পসন্দ করতেন!' এতে লজ্জা পেয়ে মোহাম্মদ বিন আবু বকর পিছিয়ে গেলেও অপর তিন দুর্বৃত্ত তরবারী ও বল্লম দিয়ে আঘাত করে তাঁকে শহীদ করে ফেলে। আর সবচেয়ে দুঃখজনক ঘটনা হলো এই যে ইহাদের সকলেই ছিল মুসলমান।

যাই হোক, আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে সাবার নেতৃত্বে যে বিদ্রোহ হয়, তারই পরিণতিতে হযরত ওসমান (রাঃ) শহীদ হন। শুধু তাই নয়, হযরত আলী (রাঃ) শহীদ হওয়ার পিছনেও এই মুনাফেক নেতার জঘন্য চক্রান্ত কার্যকর ছিল। একদিকে তো সে ও তার দল ছিল হযরত ওসমান (রাঃ) হত্যার জন্য দায়ী; অথচ, তারাই ওসমান (রাঃ) হত্যার বিচার দাবী করে তখনকার অবস্থা এমন উত্তপ্ত করে তোলে যে হযরত আলী (রাঃ)-কে বার বার সে অবস্থা আয়ত্বে আনার জন্য তাদের নিকট শান্তির আহ্বান জানাতে হয়। এক পর্যায়ে তারা হযরত তালহা, যোবায়ের (রাঃ) ও বিবি আয়শার (রাঃ) নিকট গিয়েও হযরত ওসমান (রাঃ) হত্যার বিচার না করার জন্য হযরত আলীকে (রাঃ) দোষারোপ করে এবং হযরত আলীর (রাঃ) বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য তাঁদেরকে প্ররোচিত করে। যেহেতু, তখনকার দিনে যোগাযোগ ব্যবস্থা আজকের মত সহজ ছিল না, তাই, তাৎক্ষনিকভাবে সঠিক অবস্থা সম্পর্কে জানা ব্যক্তিগত দেখা সাক্ষাৎ ছাড়া খুবই কষ্টকর ছিল। অনেক সময় অন্যের মাধ্যমে সঠিক সংবাদ পাওয়া যেত না। তাছাড়া বনি হাশিম ও বনি উমাইয়া গোত্রের মধ্যে বিরাজিত পুরাতন দ্বন্দ্ব হযরত ওসমানের (রাঃ) মৃত্যুতে নূতন করে মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। এই অবস্থায় সিরিয়ার আমীর মুয়াবিয়া বনি উমাইয়ার বিদ্রোহী গোত্রের নেতা হিসেবে হযরত আলী (রাঃ) এর খেলাফতকে অস্বীকার করে বসে। হযরত আলী (রাঃ) ও আমীর মুয়াবীয়ার মধ্যে এর ফলশ্রুতিতে এক ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং দুর্ভাগাজনকভাবে মুসলমানদের মধ্যে 'খারেজী' নামক এক নূতন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। এই 'খারেজী' দল সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে ইসলামী খেলাফতকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। ওদিকে আবদুল্লা ইব্‌নে সাবা ও তার দল এই অশান্ত পরিবেশের সন্ধানেই ছিল, কেননা, অবস্থা স্বাভাবিক হলে হযরত ওসমান (রাঃ)-এর হত্যার অভিযোগে তাদেরকে শাস্তি পেতে হবে। এই অবস্থায় 'খারেজী' দলের আমর ইব্‌নে বাকর, বকর ইব্‌নে আবদুল্লাহ্ তামিমী এবং আবদুর রহমান ইব্‌নে মোলজেম

যথাক্রমে আমর ইব্‌নে আছ, আমীর মুয়াবিয়া এবং হযরত আলী (রাঃ)-কে একযোগে হত্যা করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। প্রথম দুইজন তাদের লক্ষ্যে ব্যর্থ হলেও ১৭ই রমজান জুমুআর দিনের ভোরে ফযর নামায আদায় করার জন্য মসজিদে যাওয়ার পথে আবদুর রহমান ইব্‌নে মোলজেম তরবারী দ্বারা হযরত আলীর (রাঃ) ললাটে আঘাত করে। গুরুতর আহত অবস্থায় হযরত আলী (রাঃ) আততায়ীর সাথে কিছু সওয়াল-জওয়াব করেন এবং পরিবার পরিজনদের শেষ উপদেশ প্রদান করে সেই দিনই মৃত্যুবরণ করেন। হযরত আলীর (রাঃ) মৃত্যুর সাথে সাথে একটি নবতম আদর্শ হিসেবে ইসলাম যে অভিযান শুরু করেছিল, এর বিরাট ছন্দপতন ঘটে।

ইসলামী খেলাফতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের ভয়াবহ পরিণাম ঃ

খেলাফতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের পরিণতি হিসেবে ইসলামে অনেক বেদনাদায়ক ও বিভ্রান্তি-পূর্ণ ঘটনা ঘটেছে। এখানে এরূপ কিছু ঘটনার উল্লেখ করা হলো ঃ

১। মুসলমানদের ঐক্য ও সংহতির প্রতি প্রচণ্ড আঘাত হানা হয়, এর ফলশ্রুতিতে হযরত ওমর (রাঃ) থেকে শুরু করে পরপর তিনজন খলীফাকে শাহাদাত বরণ করতে হয়।

২। খলীফার প্রতি মুসলমানদের মান, সম্ভ্রম ও যথাযথ শ্রদ্ধাবোধ লোপ পায়। তাদের অনেকেই মনে করতে থাকে যে খলীফাকে যেহেতু তারাই নির্বাচন করেছে (বাহ্যতঃ তেমন হলেও খলীফা আসলে আল্লাহ্‌ই বানান),—তাই তারা খলীফাকে ইচ্ছামত পদচ্যুত করার ক্ষমতা রাখে।

৩। ইসলামের এই ঐশী সংগঠন যা খেলাফতের মাধ্যমে আল্লাহ্‌ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, তা পরিবর্তীত হয়ে ব্যক্তিকেন্দ্রিক রাজতন্ত্রে পর্যবসিত হয়। বস্তুতঃ হযরত আলীর (রাঃ) মৃত্যুর পর মুসলমানদের সম্মিলিত সংগঠন বিনষ্ট হয়ে যায় এবং আমীর মুয়াবিয়া উমাইয়া রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন।

৪। ইসলামের কেন্দ্রীয় শক্তি দুর্বল হয়ে পরে এবং ধীরে ধীরে ভিন্ন ধর্ম ও মতাবলম্বী শক্তি সমূহ তাদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে।

৫। ইসলামের তবলীগি কর্মকাণ্ড যা রাশেদ খলীফাদের সময় পূর্ণোদ্যমে চালু ছিল তা ধীরে ধীরে লয়প্রাপ্ত হয়। ফলে অনেক দুর্বল ঈমানদার পূর্ব ধর্মে ফিরে যায়। সত্যিকার ইসলামের প্রসার ও প্রতিষ্ঠার জন্য যে ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তার অবসানের সাথে সাথে বিভিন্ন এলাকা শুধু মুসলান শূণ্যই হলো না, বরং যারা নামমাত্র মুসলমান হিসেবে বেঁচে রইলো, জ্ঞান-বিজ্ঞান সমস্ত ক্ষেত্রেই তারা অন্য ধর্মাবলম্বীর থেকে পিছিয়ে পড়লো।

জামা'তে আহ্‌মদীয়ার মাধ্যমে ইসলামী খেলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঃ

জামা'তে আহ্‌মদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) ঐশী নির্দেশে এ যুগে সমগ্র বিশ্বের জন্য ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ) হবার দাবী করেছেন। হাদীসের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাঁর মৃত্যুর পর (১৯০৮ সালে) নবুওয়াতের পদ্ধতি খেলাফত

পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। খেলাফতের এই রাশেদ ধারা কেয়ামত কাল পর্যন্ত স্থায়ী থাকার প্রতিশ্রুতিও স্বয়ং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) প্রদান করেছেন।

খেলাফতের বর্তমান ধারার পরিচিতি ও এর বিরোধিতা ঃ

১৯০৮ সালে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর মৃত্যুর পর আলহাজ্ব হেকিম মাওলানা নূরুদ্দীন সাহেব (রাঃ) খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল হিসেবে অভিষিক্ত হন। তার কার্যকাল ছিল ১৯০৮—১৯১৪ পর্যন্ত। সাধারণভাবে ভুল বুঝাবুঝির জন্য সাবিকভাবে জামা'তে আহ্‌মদীয়ার প্রতি বিরূপ ভাব এর জন্মলগ্ন থেকেই বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোকের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু বাহ্যিকভাবে এই শত্রুতা ছাড়াও অভ্যন্তরীণ ভাবে জামা'ত আহ্‌মদীয়ার কতিপয় ব্যক্তি খলীফাতুল মসীহ্ আউয়ালের সময় খলীফা ও আঞ্জুমানের ক্ষমতা এবং কর্তৃত্ব নিয়ে এক ফিৎনার সৃষ্টি করে। অবশ্য খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল অত্যন্ত কঠোর হস্তে এই ফিৎনার নিরসন করেন।

১৯১৪ সালে খলীফাতুল মসীহ্ আউয়ালের মৃত্যুর পর হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহ্‌মদ আল-মুসলেহুল মাওউদ (রাঃ) খলীফাতুল মসীহ্ সানী নির্বাচিত হন। তাঁর কার্যকাল ১৯১৪ থেকে ১৯৬৫ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। খেলাফতের প্রশ্নে হযরত মসীহ্ আউয়ালের সময় যে দলটি অপপ্রচার চালিয়েছিল তারা পুনরায় সক্রিয় হয়ে এই সময় খেলাফতের সঠিক ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আলাদা ভাবে নূতন আঞ্জুমান গঠন করে। তাছাড়া জামা'তের বিরুদ্ধে কংগ্রেসপন্থী আহ্‌রারী মোল্লারা ১৯৩৪ সালে এক সাম্প্রদায়িক আঘাত হানে। একই পন্থায় ১৯৫৩ সালে মাওলানা মওদুদীর নেতৃত্বে লাহোরে কাদিয়ানী দাঙ্গার সূত্রপাত করে জামা'তে আহ্‌মদীয়ার বিরুদ্ধে এক ঘৃণ্য প্রচেষ্টা চালানো হয়। কিন্তু ইসলামী খেলাফতের কল্যাণে শত্রুদের এসব কূটকৌশল ব্যর্থ হয়।

১৯৬৫ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানীর (রাঃ) মৃত্যুর পর হযরত মির্যা নাসের আহমদ (রাহঃ) খলীফাতুল মসীহ্ সালেস হিসেবে অধিষ্ঠিত হন। তাঁর সময়ে ১৯৭৩ সালে তদানীন্তন পাকিস্তান সরকার রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আহ্‌মদীদেরকে অমুসলিম সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসেবে ঘোষণা করে জামা'তের বিরুদ্ধে এক জঘন্য ফিৎনার সৃষ্টি করে। কিন্তু খেলাফতের ঐশী কল্যাণে এবারেও শত্রুদের বিরোধিতা সফলতা লাভ করেনি। পার্থিব দিক থেকে আপাতদৃষ্টিতে কিছুটা প্রতিকূলতার সৃষ্টি হলেও জামা'তের তবলীগি ও অন্যান্য কার্যক্রম সামনের দিকেই এগিয়ে যায়। খলীফাতুল মসীহ সালেস, (রাহঃ) ১৯৬৫ থেকে ১৯৮২ পর্যন্ত খেলাফতের মসনদে সমাসীন ছিলেন।

খলীফাতুল মসীহ্ সালেসের মৃত্যুর পর ১৯৮২ সালে হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ) খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি বর্তমানে সারা পৃথিবীব্যাপ্ত ১১৪টি দেশে বসবাসকারী প্রায় দেড় কোটি আহ্‌মদীর আধ্যাত্মিক নেতা। ১৯৮৪ সালে পুনরায় পাকিস্তান সরকার পাকিস্তানে কাদিয়ানী বিরোধী এক অধ্যাদেশ জারী করে আহ্‌মদীদের জন্য আযান দেওয়া, কলেমার ব্যাজ ধারণ করা, ইসলামী সাহিত্য প্রচার করা ইত্যাকার কর্মকাণ্ডের উপর বিভিন্ন শাস্তিমূলক ব্যবস্থার প্রবর্তন করে মানবতা ও মানবা-

ধিকার বিরোধী এক জঘন্য তৎপরতা চালায়। ফলে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ইসলামী খেলাফতের কর্মকাণ্ডের প্রয়োজনে জামা'তের বর্তমান খলীফা ১৯৮৪ সালে লণ্ডন মিশনে হিজরত করেন। সেখান থেকেই তিনি বর্তমানে বিশ্ব জোড়া ইসলামের শান্তিপূর্ণ আহ্বান সুদূরপ্রসারী কার্যক্রম পরিচালনা করছেন।

রাশেদ খলীফাগণের বিরুদ্ধে চক্রান্তের ব্যাপারে খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) সতর্কবানী ঃ

প্রবন্ধের শুরুতেই এই প্রসঙ্গটি উল্লেখ করা হয়েছে। বস্তুতঃ খলীফাতুল মসীহ্ সানীর ন্যায় মহাপুরুষ খুব কমই আবির্ভূত হন। তিনি তাঁর আনওয়ার-ই-খেলাফত পুস্তকের ১৫২-১৫৪ পৃষ্ঠায় রাশেদ খলীফাগণের বিরুদ্ধে চক্রান্তের ব্যাপারে আহ্‌মদীদের উদ্দেশ্যে নীচের সতর্কবাণী উচ্চরণ করেন ঃ

"এসব চক্রান্ত মুসলমানদেরকে ৭২ ফিরকায় ভাগ করেনি, বরং বলা চলে ৭২ ০০০ দলে উপদলে বিভক্ত করে ফেলেছে। এর কারণ মূলতঃ তাই যা আমি তোমাদেরকে অতীতে বহুবার বলেছি। এইসব লোকের অধিকাংশ মদীনায় বসবাসকারী বুযুর্গদের খেদমতে উপস্থিত হয়নি। এটা তোমাদের মনে গেঁথে রাখার জন্য আমি বলছি যে, তোমাদের মধ্যেও বহু চক্রান্তের সৃষ্টি হবে। সে সময়ে তোমরা কেন্দ্রে গমন করে বিচার্য বিষয়ের বিভিন্ন দিক অবহিত হয়ে তোমাদের ভুল-ভ্রান্তি সমূহ সরাসরিভাবে নিরসন করবে···আমি জানিনা, ভবিষ্যতে ঠিক কোন সময় এ ধরণের ফিৎনার উদ্ভব হবে তবে উদ্ভব যে হবে—একথা আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি। অতীতের দুঃখজনক ঘটনাবলী থেকে তোমরা ফায়দা হাসিল করবে। গভীর অভিনিবেশ সহ চিন্তা করে দেখ এসব বিপর্যয়ের মূলে কি কারণ ছিল, আর কিভাবেইবা তার সমাধান সম্ভব হতো? যারা অসন্তুষ্টি ও সংঘাতের বীজ ছড়ায় তাদের কথায় কর্ণপাত করো না, এবং ভালভাবে যাচাই না করে তারা যা বলে তাতে প্রভাবান্বিত হয়োনা ·····এ ধরণের দুবৃর্ত্তদের সনাক্ত করা তোমাদের দায়িত্ব। মহান আল্লাহ্‌র নিকট থেকে জেনে আমি এসব বিষয়ে তোমাদেরকে সতর্ক করছি, এবং আমিই প্রথম ব্যক্তি যে প্রথম যামানায় খেলাফতে রাশেদার বিরোধিতার পরিণাম এবং বিপদাবলী সম্পর্কে তোমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। ····· অতীতের ইতিহাস থেকে তোমরা তাই সবক গ্রহণ করো·····তোমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যেও চক্রান্ত হবে। তোমাদের সকলের দায়িত্ব উহাকে প্রতিরোধ করা। আল্লাহ্‌তা'লা তোমাদেরকে এবং আমাকে সাহায্য করুন। আল্লাহ্‌তা'লা সেসব খলীফাদেরও সাহায্য করুন যারা আমার পরবর্তীতে আসবে। তাঁরা এখন থেকে অধিক বিপদ ও সমস্যাবলীর মোকাবিলা করবেন। তাঁদের শত্রুর সংখ্যা হবে বেশী, কিন্তু বন্ধুর সংখ্যা হবে অল্প। সে সময়ে হযরত মসীহ্ মাওউদের (আঃ) সাহাবীদের সংখ্যাও খুব একটা থাকবে না, যেহেতু তাঁদের বেশীর ভাগই পৃথিবী থেকে বিদায় নেবেন·····আর যেসব লোক স্বয়ং মসীহ্ মাওউদ (আঃ) কর্তৃক শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন তাঁদের সংখ্যাও ক্রমশঃ হ্রাসপ্রাপ্ত হবে। যথাযোগ্য উত্তরসূরী না থাকার জন্য সে সময়ের খলীফার অবস্থা খুবই করুণ হবে। আমি সেই অনাগত খলীফার জন্য দোয়া করি। আল্লাহ্‌র কৃপা ও আশিস তাঁর সঙ্গে বিদ্যমান থাকুক এবং আল্লাহ্ তাঁর ফযল ও রহম তাঁর প্রতি বর্ষণ করুণ। আমীন।"

আল্লাহ্‌তা'লা এই উপদেশ অনুযায়ী যুগে যুগে সারা পৃথিবীর আহ্‌মদীদের জীবন পরিচালনা করার তওফিক দান করুন। আমীন।

—অধ্যাপক আমীর হোসেন

উম্মতে মুহাম্মদীয়াতে বরকতে রেসালতের ধারা

খেলাফত

অভিধানিক অর্থ

খেলাফত শব্দের আভিধানিক অর্থ নেয়াবৎ বা প্রতিনিধিত্ব। খলীফা শব্দের অর্থ নায়েব বা প্রতিনিধি। এই নেয়াবৎ বা প্রতিনিধিত্ব মানুষের (যাহার প্রতিনিধিত্ব করা হয়) সাময়িক অনুপস্থিতির জন্য হইতে পারে, তাহার মৃত্যুর পর স্থায়ী অনুপস্থিতির জন্য হইতে পারে অথবা "মানুষের" (যাহার নেয়াবৎ বা প্রতিনিধিত্ব করা হয়) পক্ষে দায়িত্বপালনে অসামর্থ্যের কারণেও হইতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে খেলাফত কেবল মাত্র সম্মানের প্রতীক হিসাবেও প্রদত্ত হইয়া থাকে, যেমন আল্লাহ্তা'লা নিজ বান্দাগণকে পৃথিবীতে খলীফা নিযুক্ত করিয়াছেন। বলা বাহুল্য অনুপস্থিতি, মৃত্যু এবং অসামর্থ্য হইতে আল্লাহ্তা'লা পবিত্র।

শরীয়াতের পরিভাষায় খেলাফত

শরীয়াতের পরিভাষায় খেলাফত শব্দের অর্থ ইমামত। শরীয়াতে খলীফা বলিতে এমন নেতা ও হাকেমকে বুঝায় যাহার উপরে আর কোন হাকেম থাকে না অর্থাৎ সর্বোচ্চ ইমামকে খলীফা বলা হয়।

তিন ধরণের খেলাফতের ওয়াদা

সূরা নূরের ৫৬ নং আয়াতটি 'আয়াতে এস্তেখ্লাফ্' নামে সু-পরিচিত। ইমান আনা, আমলে সালেহ করা, নামায কায়েম রাখা ও যাকাত দেওয়া শর্তসাপেক্ষে এই আয়াতে আল্লাহ্তা'লা ওয়াদা করিয়াছেন যে, তিনি উম্মতে মুহাম্মদীয়াতে পূর্ববর্তী উম্মতের খেলাফতের মত খেলাফত প্রতিষ্ঠা করিবেন। কুরআন করীম হইতে জানা যায় পূর্ববর্তী উম্মতে তিন ধরণের খেলাফত ছিল। তাই আয়াতে এস্তেখ্লাফের ওয়াদা মাফিক এই উম্মতেও তিন ধরণের খেলাফতই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

১ম ধরণের খেলাফত ঃ জাতির খলীফা জাতি

কোন জাতিকে যখন আল্লাহ্তা'লা পূর্ববর্তী কোন জাতির খলীফা করেন, তিনি এই ধরণের খেলাফতে কোন ব্যক্তি খলীফা হন না বরং সমগ্র জাতিটি পূর্ববর্তী জাতির খলীফা হন। এই ধরণের খেলাফতের উল্লেখ করিতে গিয়া কুরআন করীমে খলীফা শব্দের বহু বচন "খুলাফাউ" শব্দটি ব্যবহার করা হইয়াছে।

যথা ১) "স্মরণ কর যখন তিনি (খোদা) তোমাদিগকে নূহের জাতির পরে পৃথিবীতে (তাহাদের) খলীফা (খুলাফাউ) করিয়াছিলেন।" (সূরা আ'রাফ্ আয়াত ৭০)

২) "এবং স্মরণ কর যখন তিনি (খোদা) তোমাদিগকে "আদ" জাতির পরে পৃথিবীতে (তাহাদের) খলীফা (খুলাফাউ) করিয়াছিলেন।" (সূরা আ'রাফ আয়াত ৭৫।

দ্বিতীয় ধরণের খেলাফত : নবী খলীফা

আল্লাহ্‌তা'লা কোন কোন নবীকে খলীফা নিযুক্ত করিয়াছেন।

যেমন সূরা বাকারার ৩১ নং আয়াতে আল্লাহ্‌তা'লা আদম (আঃ)-কে নবী হওয়া সত্ত্বেও খলীফা বলিয়াছেন এবং সূরা সাদের ২৭ আয়াতে দাউদ (আঃ-কে খলীফা নিযুক্ত করার কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

তৃতীয় ধরণের খেলাফত : নবীর খলীফা

এই তৃতীয় ধরণের খেলাফতই বর্তমানে উম্মতে মুহাম্মদীয়াতে জারী রহিয়াছে। প্রকৃত পক্ষে এই ধরণের খেলাফতের বিষয়ে আলোচনাই এই প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য। এ যাবৎ যাহা কিছু লেখা হইয়াছে তাহাকে মূল বক্তব্যের ভূমিকা বলা যাইতে পারে। যদিও অন্য দুই ধরণের খেলাফত আল্লাহ্‌তা'লার ওয়াদা মাফিক উম্মতে মুহাম্মদীয়া লাভ করিয়াছে কিন্তু এই প্রবন্ধে আমি ঐ খেলাফত সম্বন্ধেই আলোচনা করিতে চাই যে খেলাফত রসূলে আরাবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পরে জারী হইয়াছে এবং বিভিন্ন আকারে এখনও জারী রহিয়াছে এবং কিয়ামত অবধি জারী থাকিবে। আয়াতে এস্তেখ্‌লাফে আল্লাহ্‌তা'লা উম্মতে মুহাম্মদীকে যে খেলাফতের ওয়াদা দিয়াছেন তাহা পূর্ববর্তী উম্মতকে প্রদত্ত খেলাফতের মত হইবে বলা হইয়াছে। বাংলা 'মত' শব্দটির জন্য আয়াতে এস্তেখ্‌লাফে যে আরবী শব্দটি ব্যবহার করা হইয়াছে তাহা হইতেছে—"কামা" (كما)। প্রনিধানযোগ্য বিষয় এই যে, অবিকল এই কামা শব্দটি দ্বারাই সূরা মোজ্জাম্মেলের ১৬ আয়াতে নবী করীম (সাঃ)-কে মূসা নবীর (আঃ) "মত" নবী বলা হইয়াছে। তাই এই বিষয় নিশ্চিত যে, নবী করীম (সাঃ)-এর পরে যে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হইবার ওয়াদা রহিয়াছে তাহা মূসা (আঃ)-এর মৃত্যুর পরে প্রতিষ্ঠিত খেলাফতেরই অনুরূপ হইবে। এই খলীফাগণ নবী ও গয়ের নবী এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী অথবা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বিহীনও হইতে পারেন।

মূসা (আঃ)-এর খলীফাগণ : ইশুবেন নুন হইতে হযরত ঈসা (আঃ)

হযরত মূসা (আঃ)-এর পরবর্তী ইসরাঈলী নবীগণ, আরেফগণ (রিব্বিউন) আলেমগণ (আহবার) হযরত মূসা (আঃ)-এর খলীফা হইয়াছিলেন। এই সম্বন্ধে আল্লাহ্‌তা'লা বলেনঃ—

"অবশ্য অবশ্য আমরা তৌরাতকে হেদায়াত ও নূরে পরিপূর্ণ অবস্থায় অবতীর্ণ করিয়াছিলাম। ইহাদ্বারা (তৌরাত দ্বারা) আমাদের ফরমাঁবরদার নবীগণ, আরেফগণ (রিব্বিউন), এবং আলেমগণ (আহবার) ইহুদীগণের জন্য ফয়সালা করিতেন। কারণ তাহাদের নিকট হইতে "কিতাবুল্লার" হেফাযত চাওয়া হইয়াছিল এবং তাহারা উহার (কিতাবুল্লার) তত্ত্বাবধায়ক ছিল।" (সূরা মায়েদা, আয়াত ৪৫), মূসা (আঃ) তাঁহার সাময়িক অনুপস্থিতির সময়ের জন্য নিজ ভ্রাতা হারূন (অঃ)-কে খলীফা নিযুক্ত করিয়া ছিলেন। সূরা আ'রাফের আয়াত ১৪৩ এ আল্লাহ্‌তা'লা বলেন :—

"এবং মূসা নিজ ভ্রাতা হারূনকে বলিলেন আমার অনুপস্থিতিতে আমার জাতির উপর তুমি আমার খলীফা হও (উখ্‌লুফ্‌নী)।

খেলাফতে রাশেদা : ত্রিশ বৎসর

নবী করীম (সাঃ)-এর ওফাতের পর যে খেলাফত জারী হইবে সেই সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ নবী করীম (সাঃ)-এর বাণীতে পাওয়া যায়। নবী করীম (সাঃ) বলিয়াছেন তাহার মৃত্যুর পরপরই নবুওয়াতের পথে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হইবে। ইহা দ্বারা নবী করীম (সাঃ) খেলাফতে রাশেদাকেই বুঝাইয়াছেন। বাস্তবে মাত্র ৩০ বৎসরের মধ্যেই ৪১ হিজরীর রমযান মাসে ৪র্থ খলীফা হযরত আলী (রাঃ)-র শাহাদতের সাথে সাথেই খেলাফতে রাশেদার অবসান ঘটে। (অসমাপ্ত)

সমুদ্র কুজায় বদ্ধ

ঐশীগ্রন্থ কুরআন শরীফের অসংখ্য মোজেযার মধ্যে প্রকট হইতেছে, ইহাতে বহু বিস্তারিত বিষয়কে অতিশয় সংক্ষিপ্ত ভাষায় অসম্ভব রকম সফলতার সহিত বর্ণনা করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, সূরা নূরের আয়াতে এস্তেখ্‌লাফ ইহার ব্যতিক্রম নহে। এই আয়াতের "কামাস্তাখ্‌লাফাল্লাযিনা মিন কাবলেহিম" শব্দ কয়টির মধ্যে ওয়াদাকৃত খেলাফত ব্যবস্থার এত বিস্তারিত বিবরণ রহিয়াছে যে, বলা যায় সমুদ্রকে কুজায় আবদ্ধ করা হইয়াছে। এই আয়াতে খেলাফতের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ইঙ্গিতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বলা হইয়াছে।

(১) এই উম্মতের খেলাফত এই উম্মতের শরীয়াত ব্যবস্থার মতই দায়েমী বা চিরস্থায়ী হইবে।

(২) এই উম্মতের খলীফাগণকে এন্তেখাবী (নির্বাচন ভিত্তিক) ও এলহামী উভয় পদ্ধতিতেই আল্লাহ্‌তা'লা নিয়োগ করিবেন।

(৩) এই উম্মতে উত্তরাধিকার ভিত্তিক (নসলী) খেলাফত কখনও প্রতিষ্ঠিত হইবে না।

(৪) রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাবিহীন উভয় ধরণের খলীফাগণই এই উম্মতে আবির্ভূত হইবেন।

আলহামদুলিল্লাহ্‌। যে ভাবে আল্লাহ্‌তা'লা ওয়াদা করিয়াছিলেন অবিকল সেই ভাবেই এই উম্মতের খলীফাগণ আবির্ভূত হইয়াছেন।

খেলাফতে রাশেদা ঃ এন্তেখাবী খেলাফত

আল্লাহ্‌তা'লাই খলীফাগণকে নিয়োগ করিয়া থাকেন, তবে এই এন্তেখাবের একাধিক পদ্ধতি রয়েছে। আল্লাহ্‌তা'লা কখনও তাঁহার কোন বিশেষ বান্দার প্রতি মু'মেনগণের হৃদয়কে ঝুঁকাইয়া দেন। ফলে মু'মেনগণ আল্লাহ্‌তা'লার প্রিয় বান্দার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং সেই বান্দাকে ভোট দিয়া নির্বাচিত করেন। ইহাই আল্লাহ্‌তা'লার এন্তেখাবী পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে ইসলামের প্রথম ৪ জন খলীফা নির্বাচিত হইয়াছিলেন। ৪১ হিজরী সনে এই খেলাফতের সমাপ্তি ঘটিলে ঐশী ইচ্ছানুযায়ী খলীফাগণ (মোজাদ্দেদ) আবির্ভূত হইতে থাকেন। উল্লেখ্য যে, রাজতন্ত্রের অধিকারীগণও খলীফা হওয়ার দাবী করিয়াছেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহাদের নিকট কোন ঐশী মনোনয়ন ছিল না। এই পদ্ধতিতে

মনোনীত খলীফাগণকে মোজাদ্দেদ বলা হইয়া থাকে। কারণ, হাদীস শরীফে বর্ণিত হইয়াছে এই উম্মতের জন্য প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে খলীফাগণ আবির্ভূত হইয়া ধর্মের তাজদীদ বা সংস্কার করিবেন। এই হাদীসের "ইউজাদ্দিহু" (সংস্কার করিবেন) শব্দটির জন্যই এই খলীফাগণকে মোজাদ্দেদ বলা হইয়া থাকে। সিয়াহ্ সেত্তার আবু দাউদ গ্রন্থের কিতাবুল মাহ্‌দী পরিচ্ছেদে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত এই হাদীসটি নিম্নরূপ :

ان الله يبعث لهذه الامة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها

(নিশ্চয় আল্লাহ্‌তা'লা প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে এই উম্মতের জন্য এমন ব্যক্তিকে (বা ব্যক্তিগণকে) আবির্ভূত করিবেন যিনি (বা যাহারা) তাহাদের জন্য ধর্মকে সঞ্জীবিত করিবেন)। এই হাদীসের 'من' মান শব্দটি ইংরাজী who (হু) শব্দের মত যে বা যাহার উভয় অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তাই শতাব্দীর শিরোভাগে সমগ্র মুসলিম জাহানের জন্য একজন মাত্র মোজাদ্দেদ আবির্ভূত হইবে এই হাদীসের বক্তব্য তাহা নহে। হুজাযুল কেরামা গ্রন্থে ইমাম সুয়ুতী (রঃ)-এর তাম্বিয়াহ্ গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃতি দিয়া বলা হইয়াছে যে, এই হাদীস দ্বারা এই কথা বুঝায় না যে শতাব্দীর শিরোভাগে একজন মোজাদ্দেদই আবির্ভূত হইবেন। বেশীও হইতে পারেন। বিগত তেরশত বৎসর ধরিয়া ক্রমাগত ধারাবাহিক ভাবে প্রত্যেক শতাব্দীতে মুসলিম জাহানের বিভিন্ন স্থানে একাধিক মোজাদ্দেদের আবির্ভাব হওয়ার ফলে এই হাদীসটির উপর সত্যতার বহু মোহর অঙ্কিত হইয়াছে। উম্মিয়া বংশের ৮ম বাদশা (যদিও ইতিহাসে তাহাদের খলীফাই বলা হয়) ওমর বিন্ আবদুল আযীয (বা দ্বিতীয়) ছিলেন প্রথম মোজাদ্দেদ। ত্রয়োদশ শতাব্দীর মোজাদ্দেদ সৈয়দ আহ্‌মদ বেরলবী ছিলেন মোজাদ্দেদী সিলসিলার শেষ কড়ি। তিনিই মোহাম্মদী মসীহের আরহাস (ক্ষেত্র প্রস্তুতকারী/বার্তাবাহক) যেমন ভাবে ইয়াহিয়া বিন যাকারিয়া (আঃ) ইস্রায়িলী মসীহের আরহাস ছিলেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর জন্মের মাত্র ৩ বৎসর পূর্বে তিনি শিখদের সহিত জেহাদ-লিপ্ত অবস্থায় শাহাদত বরণ করেন যেমন ভাবে হেরোদ এন্টিপাসের নির্দ্দেশে শহীদ করা হইয়াছিল ইয়হিয়া বিন যাকারিয়্যা (আঃ-কে (মথি-১৪ : ১০ ও ১১) একই সাথে একাধিক মোজাদ্দেদ আবির্ভূত হওয়ায় ভবিষ্যদ্বাণীটি সৈয়দ আহমদ বেরলবীর আবির্ভাবেই শেষ হয় অতঃপর সারা বিশ্বের মুসলমানের জন্য চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে যিনি আবির্ভূত হন। তিনি মোজাদ্দেদে আযম। পূর্ববর্তী শতাব্দীগুলিতে আবির্ভূত মোজাদ্দেদগণকে বিভিন্ন তিথির চন্দ্ররূপে গণ্য করিলে তিনি হইবেন চতুর্দশীর পূর্ণ চন্দ্র। সূরা জুমুআ "আখারীনা মিনহুম লাম্মা ইয়াল্‌হাকু বিহীম" শব্দগুলির মধ্যে শেষ যুগে রসূল করীম (সাঃ) বুরুজী আবির্ভাবের যে ভবিষ্যদ্বাণী বিদ্যমান তাহারই মধ্যে সেই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। তিনিই হাদীসের

বর্ণিত পারশ্য বংশের ব্যক্তি যিনি ঈমানকে আকাশ হইতে নামাইয়া ধরাধামে স্থাপন করিবেন। তিনিই সেই ব্যক্তি যিনি সাহাবা কেরামগণের সাদৃশ আর একটি পুণ্যাত্মাগণের জামা'ত সৃষ্টি করিবেন যাহাদের নিকট থাকিবে "রাযি আল্লাহু আনহুম ওয়া রাযু আনহু"র ঐশী সার্টিফিকেট।

খেলাফত আলা মিন্‌হাযে নবুওয়াত দ্বিতীয় বার

নবী করীম (সাঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন যে "খেলাফত আলা মিন্‌হাযে নবুওয়াত" বা নবুওয়াতের পদ্ধতিতে খেলাফত এই উম্মতের মধ্যে দুইবার কায়েম হইবে। প্রথমভাগে এবং শেষ ভাগে। হুযুর (সাঃ) আরও বলিয়াছেন প্রথমবার প্রতিষ্ঠার পর ইহা ভাঙ্গিয়া যাইবে। ৪১ হিজরী সনে উহা ভাঙ্গিয়া যায়। আমীর মাবিয়া আদিকালেও খেলাফতের দাবী করেন নাই বরং তিনি বলিয়াছেন 'আনা আউয়ালুল্‌ মুলুক' আমি প্রথম বাদশা।

দ্বিতীয় বার খেলাফত আলা মিন্‌হাযে নবুওয়াত প্রতিষ্ঠার কথা বলিয়া হুযুর (সাঃ) নীরব হইলেন। যাহার দ্বারা এই কথার ইঙ্গিত বুঝায় যে, দ্বিতীয় বারে এই খেলাফত চিরস্থায়ী হইবে (দেখুন হাদীস আহমদ, বায়হাকী)। হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ)-এর আবির্ভাব দ্বারা খেলাফত আলা মিন্‌হাযে নবুওয়াতের দ্বিতীয় বার আবির্ভাব ঘটিয়াছে। এই খেলাফতের শৃংখল কখনও ছিন্ন হইবে না।

মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ)-এর খলীফাগণ কুদরতে সানীয়ার বিকাশস্থল হইবেন

আল্লাহ্‌তা'লা হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ)-কে যখন ঘন ঘন ওহীর মাধ্যমে অবহিত করেন যে, তাঁহার আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইয়াছে এবং এই নশ্বর পৃথিবী হইতে বিদায়ের দিন সমাগত প্রায় তখন জামা'তকে সান্ত্বনা দান করিয়া হুযুর (আঃ) যে নসিহত করেন, আল ওসীয়্যৎ পুস্তিকায় তাহা লিপিবদ্ধ আছে। এই নসিহতে হুযুর বিশেষভাবে খেলাফতের কথাই বার বার বলিয়াছেন।

হুযুর বলেন :—

"অতএব, হে আমার প্রিয়গণ! আদিকাল হইতে ইহাই আল্লাহ্‌তা'লার সুন্নত যে তিনি দুইটি কুদরত দেখাইয়া থাকেন এবং ইহা দ্বারা তিনি মোখালেফগণের দুইটি মিথ্যা খুশীকে বরবাদ করিয়া দেখান। তাই এখন আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহার প্রাচীন সুন্নত পরিত্যাগ করিবেন ইহা সম্ভব নহে। তাই এখন আমি যে সকল কথা বলিলাম তাহাতে তোমরা দুঃখিত হইও না। ইহাতে যেন তোমাদের হৃদয় ব্যাকুল না হয়। তোমাদের জন্য দ্বিতীয় কুদরত দেখাও প্রয়োজন। তাহার আগমন তোমাদের জন্য কল্যাণকর। কেননা তাহা হইবে চিরস্থায়ী। উহার শৃংখল কেয়ামত পর্যন্ত ছিন্ন হইবে না। আমি যতক্ষণ না যাই ততক্ষণ ঐ দ্বিতীয়

কুদরত আসিতে পারে না। যখন আমি যাইব তখন আল্লাহ্‌তা'লা তোমাদের জন্য দ্বিতীয় কুদরতকে পাঠাইয়া দিবেন। তাহা তোমাদের সহিত চিরস্থায়ীভাবে থাকিবে। (আল্‌ ওসীয়্যৎ)

জামা'তে আহ্‌মদীয়ার প্রথম খলীফা হাজীউল হারমায়ন শরীফায়ন হযরত মাওলানা হেকিম নূরুদ্দীন রাযিআল্লাহু আন্‌হুর নির্বাচনে কুদরতে সানীয়ার প্রথম বিকাশ ঘটে। তিনি বলিতেন, যেমনভাবে আদম (আঃ) আল্লাহ্‌তা'লার খলীফা ছিলেন ঠিক সেই ভাবেই আমি আল্লাহ্‌তা'লার খলীফা। আদম (আঃ)-এর বিরোধীতাকারী ছিল ইব্‌লীস। ঠিক সেই ভাবেই আমার খেলাফতের বিরোধীতাকারী ও ইব্‌লীস। ১৯১৪ সালে তাঁহার ওফাত হইলে হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ)-এর প্রতিশ্রুত পুত্র দ্বিতীয় খলীফা মির্যা বশির উদ্দিন মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ (রাঃ) দ্বিতীয় খলীফা পদে বরিত হন। অতঃপর ১৯৬৫ সালে ও ১৯৮২ সালে যথাক্রমে তৃতীয় ও ৪র্থ খলীফাগণ নির্বাচিত হন। এই খলীফাগণের মাধ্যমে জগদ্বাসী আল্লাহ্‌তা'লার দ্বিতীয় কুদরতের বিকাশ প্রত্যক্ষ করিয়াছে। এই খেলাফতের মাধ্যমে সেই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা লাভ করিবে ইসলামকে সর্ব ধর্মের উপর বিজয়ী করিয়া এই পৃথিবীকে স্বর্গরাজ্যে পরিণত করার যে ভবিষ্যদ্বাণী যুগে যুগে সকল নবীগণ করিয়া আসিয়াছেন।

ইসলামের চূড়ান্ত বিজয়ের দিনকে নিকটতর করার জন্য মু'মেনগণের কর্তব্য কি সেই সম্পর্কে হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ)-এর পবিত্র বাণীর উদ্ধৃতি দ্বারা এই প্রবন্ধ শেষ করিতেছি।

হুযূর বলেন :—

"সত্যের বিজয় হইবে এবং ইসলামের জন্য পুনরায় সেই সজীবতা ও উজ্জলতার দিন আসিবে যাহা পূর্বে ছিল এবং সেই সূর্য পুনরায় স্বীয় পূর্ণ গৌরবসহকারে উদিত হইবে, যেমন পূর্বে উদিত হইয়াছিল। কিন্তু এখনও এরূপ হয় নাই। যে পর্যন্ত না কঠোর পরিশ্রমে আমাদের হৃদয় রক্তে পরিণত হইবে, আমরা আমাদের যাবতীয় আরাম উহার বিকাশের জন্য বর্জন না করিব এবং ইসলামের গৌরবের জন্য সকল অপমান বরণ না করিব, সে পর্যন্ত আকাশ সেই সূর্যের উদয় অবশ্য বন্ধ রাখিবে। ইসলামের জীবন লাভ আমাদের নিকট হইতে এক প্রায়শ্চিত্ত চায়। উহা কি? এই পথে আমাদের মৃত্যুবরণ। এই মৃত্যুর উপরই ইসলামের জীবন, মুসলমানদের জীবন এবং জীবন্ত খোদার মহিমা বিকাশ নির্ভর করে এবং ইহাই সেই জিনিষ, অন্য কথায় যাহার নাম ইসলাম।"

আনোয়ার আলী

খেলাফত সেই রজ্জু

কালো মেঘের ঘনঘটা সারা আসমান জুড়ে
গভীর অমানিশা রূহানী জগতে,
ভীষণ ঝড় এসে আশ্রয়হীন করেছে পক্ষীকুল
দিগ্বিদিক উড়ে উড়ে দিশেহারা ক্লান্ত শ্রান্ত।
বুকে নিয়ে উড়িবার স্বপ্ন বানে ভাসা পাখী
ভয়ার্ত করুণ চোখে খুঁজে ঋজু বৃক্ষ শাখা
হারিয়ে যাওয়া সাথীরা ফিরবে আপন নীড়ে
সবে মিলে গাইবে গান, উড়বে নীল আকাশে ;
এই উপমা যেন আজকের মুসলিম উম্মাহ্
ষড়যন্ত্রের ভয়াল ঝড়ে ছিন্ন ভিন্ন দিশেহারা
আপন ভাইকে দেখে শত্রু ভ্রমে কাঁপে শিরদাঁড়া
বান্ধব নেই, কাণ্ডারী নেই, এই নিকষ আঁধার রাতে।
উত্তাল সাগরের নিমজ্জিত জাহাজের অসহায় যাত্রী
করুণ আর্তি নিয়ে চেয়ে থাকে সুদূরের পানে
বাতিঘরের আলোর মত অমোঘ বাণীর দিকে—
"তোমরা খোদার সেই রজ্জুকে ধারণ কর দৃঢ়ভাবে
এবং পরস্পর হইও না বিচ্ছিন্ন কোন কালে,"
কোথায় সেই রজ্জু কেমনে ধরব তাকে দু'হাতে ?
ব্যাকুল প্রাণে গুমড়ে উঠে আকুল জিজ্ঞাসা—
খেলাফত আহা ! কি সুন্দর দৃঢ় রজ্জু ছিল এই হাতে
কালের কড়াল গ্রাসে তা' হারিয়েছে মুসলিম,
কি করে ফিরে পাব আবার সেই বরকত-রজ্জুর সন্ধান
রক্ষা পেতে এই অমানিশার বিক্ষুব্ধ ঝড়ের রাতে ?
"খেলাফতে আলা মিনহাযিন নবুওয়াত" চেয়ে দেখ
আহ্‌মদীয়াতের আকাশে কেমন মহিমান্বিত উজ্জ্বল !

—মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান

খেলাফতের অপরিহার্যতা

পরম করুণাময় আল্লাহ্‌তা'লা সৃষ্টির সার্বিক কল্যাণে পৃথিবীতে প্রায় একলক্ষ চব্বিশ হাজার নবী-রসূল প্রেরণ করেছেন। এতদ্‌সত্বেও ধর্মের নামে পৃথিবীতে হাজার ধরণের কুসংস্কার প্রচলিত হয়ে বিশ্বসমাজকে এক দুর্বিসহ করুণ অবস্থায় নিপতিত করে রেখেছে। পৃথিবীর বর্তমান বড় বড় ধর্মসমূহের মধ্যেও শত শত মতভেদ সৃষ্টি হয়ে ধর্মের মহান শান্তির উদ্দেশ্যকেই নস্যাৎ করে দেয়া হয়েছে। অনুসন্ধানে দেখা গেছে যে, তার প্রধান কারণ হচ্ছে পূর্বের মহান ধর্ম প্রবর্তক নবী-রসূলগণের আদর্শ ও শিক্ষাকে পরবর্তীকালে অবিকৃতভাবে চালু রাখার বিশেষ কোন ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল না। নবীর মৃত্যুর পর তাঁর অনুসারীগণ যার যেমন মত ও পথে চলে বহু মতভেদের ও মনগড়া ধর্মের জন্ম দিয়েছে।

সর্বশেষ ধর্মের নাম ইসলাম বা শান্তি। ইসলাম ধর্মের মহা নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পবিত্র আদর্শ ও কর্ম পদ্ধতিকে নিখুঁতভাবে কার্যকর করার জন্য কুরআন মজীদে আল্লাহ্‌ পাক ওয়াদা করেছেন। যেমন—"ওয়াদাল্লাহুল্লাযিনা আমানু মিনকুম ওয়ামেলুস্‌ সালেহাতে লাইয়াস্‌ তাখলিফান্নাহুম ফিল আরদে, অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ ওয়াদা করেছেন তোমাদের মধ্যে যাহারা ঈমান আনে ও পুণ্য কাজ করে তাহাদের সঙ্গে, নিশ্চয় তিনি দুনিয়াতে তাহাদের মধ্যে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত করবেন। (সূরা নূর)

কুরআন মজীদে আল্লাহ্‌র উক্ত ওয়াদা অতি স্পষ্টভাবে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ইন্তেকালের পর থেকে আজ পর্যন্ত কার্যকর রয়েছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত কার্যকর থাকার ব্যবস্থা কায়েম হয়েছে। ইসলামের স্বর্ণযুগ খোলাফায়ে রাশেদার আমল থেকে আজ পর্যন্ত প্রচণ্ড শক্তির সাথে আল্লাহ্‌র উক্ত ওয়াদা পূর্ণ হয়ে চলছে, তা সামান্য পর্যালোচনার দ্বারা যে কোন সরল প্রাণ ধর্মভীরুর পক্ষেই বুঝা কঠিন নয়।

আল্লাহ্‌তা'লার সকল কল্যাণ, নেয়ামত, বরকত ও ফযল আস্‌মান থেকে পৃথিবীতে প্রবাহিত হওয়ার পবিত্র রজ্জুই হচ্ছে খেলাফত। আল্লাহ্‌তা'লা তাঁর উক্ত বরকতের রজ্জু ত্যাগ না করার জন্য কুরআন মজীদে সকলকে আদেশ করেছেন। যেমন—"ওয়াতাসেমূ বি হাবলিল্লাহে জামিআঁও ওলা তাফাররাকু।" (আল-ইমরান) অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহ্‌র রজ্জুকে সম্মিলিতভাবে ধারণ করে থাক; এবং পৃথক হইও না। কেউ হয়ত বলতে পারেন উক্ত রজ্জু কুরআন মজীদকে বলা হয়েছে। হাঁ তাই ঠিক। কুরআন মজীদের সঠিক আমলের জন্যই খেলাফত ব্যবস্থা অপরিহার্য।

খেলাফত না থাকলে কুরআন মজীদের ব্যাখ্যা নিয়েই বহু দল উপদল সৃষ্টি হবে এবং তার বিরুদ্ধেই আল্লাহ্‌তা'লা উপরোক্ত নির্দেশ প্রদান করেছেন। সুক্ষ্ম ভাবে চিন্তা করলেই বুঝা যায় যে ইসলামে ঈমান আনয়নের পরই আমলের স্থান। আমল বিহীন ঈমান দ্বারা

কেউই আল্লাহ্‌তা'লাকে লাভ করতে পারবে না। এবং আমলের প্রথম সর্তই হচ্ছে খলীফায়ে ওয়াক্তের হাতে বয়আত গ্রহণ করা। বাজামাত নামায আদায় করতে প্রথমেই যেমন একজন ইমামের পেছনে ইক্‌তেদা করতে হয়, তেমনই ইসলামে ঈমান আনয়নের পরই আমলী ময়দানের প্রথমেই বিশ্বমুসলিম জামা'তের ইমামের (খলীফার) বয়আত গ্রহণ করতে হয়। আল্লাহ্‌তা'লা ইসলামের পতাকার ইজ্জত ও গৌরব রক্ষার ভার খলীফাতুল মোসলেমীনের হাতেই ন্যাস্ত করেন। তৌহীদ পন্থী সকলকেই উক্ত পতাকাতলে সমবেত হয়ে বিনা বাক্যে আনুগত্য প্রকাশ করতে হবে, ইহাই আমলের প্রথম কাজ।

সূরা নূরে "আল্লাহ্‌তা'লা ওয়াদা করেছেন, মুসলমানদের সৎকর্মশীলগণের মধ্যে খেলাফত প্রতিষ্ঠা করার।" এ দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে মুসলমানদের মধ্যে সর্বাবস্থাতেই খেলাফত কায়েম থাকবে। এবং তিনি যাদের মধ্যে খেলাফত কায়েম রাখবেন তারাই সৎকর্মশীল। ইহাই মু'মেন ও ফাসেকের মধ্যে চূড়ান্ত মাপকাঠি। খেলাফত বহির্ভূত মুসলমানদের মধ্যে সৎকর্মের অভাব থাকার ফলেই তারা নানা ফের্কায় বিভক্ত হয়ে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া ফাসাদ ও যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত রয়েছেন।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ইন্তেকালের পর থেকে আজ পর্যন্ত (বিতর্কারীগণ ব্যতীত) এক মুহূর্তও মুসলিম জাহান খেলাফত শূন্য হয় নাই। যেমন খোলাফায়ে রাশেদার পর থেকে প্রতি হিজরী শতাব্দীর প্রথম ভাগে আল্লাহ্‌তা'লা আসমানী ব্যবস্থায় মোজাদ্দেদ পাঠিয়ে খেলাফতের ধারা কায়েম রেখেছেন। একটি হিজরী শতাব্দীও আস্‌মানী খলীফা (মোজাদ্দেদ) থেকে বাদ পড়ে নাই। আল্লাহ্‌তা'লার ওয়াদা অটলণীয়। তিনি হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর মোজাদ্দেদ হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ)-কে ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্ মাওউদ রূপে নাযেল করে ইসলামের বিশ্ব বিজয়ের প্রোগ্রামকেও সফলতার পথে এগিয়ে নিতেছেন।

জামা'তে আহ্‌মদীয়ার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত বর্তমান খেলাফতের উপর আল্লাহ্‌তা'লা এত অধিক ফযল নাযেল করেছেন যে, এ জামা'তের মাধ্যমে ইসলামের বিশ্ব-বিজয় এখন সময়ের অপেক্ষায় রয়েছে মাত্র। পৃথিবীর কোন শক্তিই আল্লাহ্‌তা'লার এ পরিকল্পনায় বাধা সৃষ্টি করে টিকে থাকতে পারবে না। আল্লাহ্‌তা'লার দরগাহে আকুল আবেদন—হে দয়াময়, হে করুণাময়, রাহ্‌মানুর রাহিম খোদা, পৃথিবীর সকল মুসলমান ভ্রাতা ও ভগ্নীকে তোমার পবিত্র খেলাফতে যোগদান করার রাস্তা সহজ ও নিষ্কণ্টক করে দাও যাতে সকল মুসলমান ভ্রাতা ভগ্নী তোমার রহমতের খেলাফতে যোগদান করে তোমার নেয়ামত সমূহের অধিকারী হয়ে সকল দুঃখ-যাতনা ও ঝগড়া-ফাসাদ হতে মুক্ত হতে পারে এবং ইসলামের পবিত্র ছায়ায় নিবিড় শান্তি উপভোগ করতে পারে। মুসলিম জাঁহানের অভ্যন্তরীণ ঝগড়া ও যুদ্ধ বিগ্রহ এবং বহিশত্রুর আক্রমণ ও নির্যাতনজনিত কষ্ট আমরা সহ্য করতে পারি না। তুমি সত্বর উহার অবসান ঘটিয়ে আমাদিগকে পূর্ণ শান্তি প্রদান কর। আমীন।

ডাঃ আনোয়ার হোসেন

উম্মতে মুহাম্মদীয়ায় আন্তর্জাতিক খলীফা

হযরত রসূল করীম (সাঃ) বলে গিয়েছিলেন—পূর্বদেশে একদল লোক মাহদীর খেলাফত প্রতিষ্ঠা করবেন। হাদীসের এই খেলাফত ব্যবস্থার কথা উল্লেখের পূর্বে খলীফা সম্পর্কে মুসলিম জাতিতে যে সকল মতভেদ রয়েছে তা প্রথম লিখছি :

খলীফা সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ ঃ

(১) মুসলমানদের একটি গ্রুপ আন্তর্জাতিক খেলাফত ব্যবস্থার পরিবর্তে ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন যে প্রত্যেক মানুষই আল্লাহ্‌র খলীফা। তাই এর বেশী চিন্তা তারা করতে রাজী নয়। মানুষ মাত্র খলীফা ইহাই তাদের মূল বক্তব্য।

(২) দ্বিতীয় গ্রুপ খলীফাকে পীরতন্ত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছে। এদের ধারণামতে খলীফা অনেক হতে পারে। আঞ্চলিক ভিত্তিতে বহু খলীফা এদের মধ্যে দেখা গেলেও বিশ্বজনীন কোন খলীফা নেই। আবার পীরে-পীরেও খলীফার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

(৩) অপর একদল যারা রাজনৈতিক ও পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের আলোকে খেলাফতকে সরাসরি রাষ্ট্র বলে থাকে, এদের মতে ইসলামে খলীফাও জনসাধারণের ভোটে নির্বাচিত হবেন এবং প্রয়োজন হলে তাঁকে জনসাধারণের ভোটেই অপসারণ করা যাবে। এরা 'আমীর' শব্দটিকে খলীফা শব্দের সমার্থক চিন্তা করেন। ইসলামী হুকুমতের রাষ্ট্রপ্রধানগণই এদের ধারণায় খলীফা। খলীফাকে এরা নিছক রাজনৈতিক নেতা মনে করেন। আন্তর্জাতিক খলীফা সম্পর্কে এদের কোন স্বচ্ছ ধারণা নেই।

(৪) মুসলমানদের মধ্যে এ বিশ্বাসও দেখা যায় "ইমাম মাহ্‌দী যে, খেলাফৎ কায়েম করবেন, সেটির ব্যাপকতা সমগ্র বিশ্বে হবে। কিন্তু বলে তাঁর আগে স্থানীয়ভাবে দুনিয়ার আর কোন দেশে খেলাফত হবে না বা হলে পরে সেটিকে ইসলামী খেলাফত বলা যাবে না, এরূপ ধারণা সহি নয়।" এই চিন্তাধারণার উপর ভিত্তি করে এদেশে খেলাফত আন্দোলন নামক রাজনৈতিক দল এখানে খেলাফত চালু করার প্রয়াস চালাচ্ছে।

খেলাফতের প্রকৃত ব্যাখ্যা ঃ

ইসলামী জগতে যে খেলাফত ব্যবস্থা থাকার কথা, উহার সূত্রপাত খোলাফায়ে রাশেদীন হতে শুরু হয়েছে। এঁরা প্রত্যেকেই রসূল (সাঃ)-এর প্রতিচ্ছবি বা যিল্‌। যিল্লি-ভাবে কেয়ামত পর্যন্ত রসূল করীম (সাঃ)-এর মিশনকে চালু রাখার জন্যই খেলাফত ব্যবস্থা। যেহেতু খোলাফায়ে রাশেদীন তৎকালীন রাষ্ট্রীয় শক্তিও পরিচালনা করতেন তাই তাঁদেরকে পাশ্চাত্য ঘেঁষা বিকৃত রাজনৈতিক মতাদর্শের আলোকে তথাকথিত মুসলিম চিন্তাবিদেরা ইউরোপীয় খৃষ্টান ঐতিহাসিকগণের ন্যায় নিছক রাজনৈতিক নেতা মনে করেন এবং খলীফা গণের মর্যাদা এক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধানের ন্যায় ভেবে থাকেন···একই কারণে তাঁদের পদ-চ্যুতিতেও তারা বিশ্বাসী। ইসলামের প্রাথমিক যুগে শরীয়া তপূর্ণভাবে জারী না হওয়ার কারণে খেলাফত ও শাসনব্যবস্থা একত্রে চলছিল। প্রকৃতপক্ষে খলীফা সম্বন্ধে ইসলামের নির্দেশ হলো "খলীফা রাজনীতির উর্ধে : কেননা কোন পার্টির সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই—তিনি পিতৃতুল্য। তাই কোন দলে শামিল হওয়া অথবা তার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া জায়েয নহে।"

খলীফা কিভাবে হবেন?

খলীফা সাধারণ নির্বাচনে ভোটারদের দ্বারা নির্বাচিত হন না বরং যাঁরা মু'মেন তাঁরাই খলীফাকে নির্বাচিত করেন। মু'মেনের ইচ্ছা—অভিলাষ আল্লাহ্‌তা'লার ইচ্ছার বিরুদ্ধে হতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে খোদাতা'লা তাঁর ইচ্ছা মু'মেনদের মধ্যে প্রবাহিত করে তদ্বারা খলীফা নির্বাচিত করেন। তাই খলীফা এক যোগে আমীরুল মু'মেনীন ও খলীফাতুল্লাও। এই দুই অবস্থাকে একই সত্তার এককগুণ বলে চিহ্নিত করা যায়। খলীফা খোদার পথে মানুষের আধ্যাত্মিক বাহন। সুতরাং খলীফা একবার নির্বাচিত হলে তিনি সারা জীবন উক্ত পদে সমাসীন থাকেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাঃ) এ প্রসঙ্গে বলেন, "খলীফা মানব সংগঠিত কোন সংঘের নেতা নন্। তিনি খোদা কর্তৃক পসন্দকৃত এবং খোদার উপকরণ। তিনি ঐশী উদ্দেশ্যকে পেশ করেন এবং তার রূপদান করেন। খেলাফত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার অর্থ খোদায়ী পরিকল্পনা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া।"

খেলাফতের আন্তর্জাতিক রূপঃ

পবিত্র কুরআনের আয়াতে এস্তেখলাফ অর্থাৎ তাদের জন্য নিশ্চয় খেলাফত কায়েম করব, যেরূপ তাদের পূর্ববর্তীদের জন্য খেলাফত কায়েম করেছিলেন।" এর ওয়াদা আল্লাহ্‌তা'লা সকল দেশের মানুষের জন্য করেছেন অর্থাৎ আরব, চীন, আফ্রিকা, ইউরোপ ইন্দোনেশিয়া, আমেরিকা, উপমহাদেশ অথবা দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীসহ সারা দুনিয়ার জন্য এই প্রতিশ্রুত খেলাফত ব্যবস্থা। তাই আল্লাহ্‌তা'লা বলেছেন তিনি তোমাদিগকে দুনিয়ার খলীফা নিরূপণ করবেন, كما استخلف الذين من قبلهم অর্থাৎ আমি সেভাবে খেলাফত নিরূপণ করব যেভাবে পূর্ববর্তীগণের মধ্যে করেছিলাম এবং এমন প্রকারের খলীফা নিরূপণ করব, যাদের প্রভাব সারাবিশ্বে প্রতিষ্ঠিত হয়। হাদীস শরীফে এই খেলাফতকে 'খেলাফত আ'লা মিন হাযিন নবুওয়াত, যা পূর্বদেশে একদল লোক মাহদী (আঃ)-এর ওফাতের পর ১৯০৮ সনের ২৭শে মে তারিখে চালু করেছে। ইহাই ইসলামের তথা উম্মতে মুহাম্মদীয়ার আন্তর্জাতিক খেলাফত ব্যবস্থা। বর্তমানে ইহা আহ্‌মদীয়া জামা'তের মধ্যে সচল রয়েছে। ইসলামের অন্য কোন ফেরকার মধ্যে খেলাফতের এই আন্তর্জাতিকরূপ বিশ্বে চালু নেই। আহ্‌মদীয়া জামা'তের চতুর্থ খলীফার অধীনে বিশ্বে ১১৪টি দেশে ইসলামের কাজ অতি দ্রুতগতিতে চলছে। পৃথিবীর একশতটি ভাষায় অনূদিত পবিত্র কুরআন শরীফ প্রকাশনের পথে: ১১৪টি দেশের প্রত্যেকটিতে দুই হাজার করে ধর্মতত্ত্বের বই পাঠানোর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ইহা ছাড়া বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রেস, রেডিও, টেলিভিশন এবং মিডিয়ার মাধ্যমে ইসলামের সঠিক চিত্র বিশ্বের কোণায় কোণায় পেঁছানো হচ্ছে এই খেলাফত ব্যবস্থার অধীনে। আসুন আমরা সকলে ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে আল্লাহ্‌র রজ্জু এই খেলাফতকে আঁকড়ে ধরে মানব-সৃষ্ট পৃথিবীর ধ্বংস থেকে পরিত্রাণ লাভ করি এবং পৃথিবীতে অনাবিল শান্তির অধিকারী হই।

অধ্যাপক রজিবউদ্দীন আহমদ

খোদ্দামের কথা

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার নায়েম উমুরে তুলাবার পক্ষ থেকে এক বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। সেই উদ্দেশ্যে সকল মজলিসের কায়েদ সাহেবদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন নিজ নিজ মজলিস থেকে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে অধ্যয়নরত সকল ছাত্র ভাইদের নাম, বয়স, পাঠ্য বিষয়ের বিবরণ ও ঠিকানাসহ একটি তালিকা নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট আগামী ২০-৬-৮৮ইং তারিখের মধ্যে পাঠিয়ে দেন।

উক্ত কার্যক্রম অনুসারে এটাও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, যারা বিশ্ববিদ্যালয় ও বোর্ডের পরীক্ষায় মেধাতালিকায় কোন স্থান লাভ করবেন তাদের কেন্দ্রীয় ভাবে সম্বর্ধনা প্রদান করা হবে। এছাড়া যে সব ছেলে মেয়ে প্রাথমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করবে তাদেরও স্থানীয়ভাবে পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সকল মজলিসের কায়েদ সাহেবদেরকে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

খোদাতা'লা আপনাদের হাফেয ও নাসের হউন। আমীন। খাকসার

—মোহাম্মদ তৌহীদউল হক

ঢাকা মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার ৮ম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

গত ১৪ ও ১৫ই এপ্রিল ১৯৮৮ইং ও ১৪ ও ১৫ই শাহাদত ১৩৬৭ হিঃ শাঃ মোতাবেক রোজ বৃহস্পতি ও শুক্রবার ঢাকা মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার উদ্যোগে '৮ম বার্ষিক ইজতেমা' দারুত তবলীগ হলরুমে অতি সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত হয়-আলহামদুলিল্লাহ।

উক্ত ইজতেমার উদ্বোধন করেন মোহতরম ন্যাশনাল কায়েদ জনাব মোহাম্মদ আবদুল হাদী ও ঢাকা মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার বার্ষিক রিপোর্ট পেশ করেন জনাব নাসির উদ্দিন মিল্লাত (মোতামাদ, ঢাঃ মঃ খোঃ আঃ)। বিভিন্ন বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখেন, মোহতরম মোস্তফা আলী (ন্যাশনাল আমীর, বাঃ আঃ আঃ), জনাব আবদুস সামী, জনাব মাহমুদুল হাসান, (বিভাগীয় কায়েদ, ঢাকা), জনাব ওবায়দুর রহমান ভূঁইয়া, জনাব কাওসার আহমদ জনাব মাওলানা সালেহ্ আহ্‌মদ (সদর মুরব্বী), জনাব আজাহার উদ্দিন খন্দকার, জনাব গিয়াস উদ্দিন আহমদ (কায়েদ, ঢাকা) এর অসুস্থতার কারণে, জনাব হামিদুর রহমান, জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান (বায়তুল মাল, ইনসপেক্টর), জনাব মাওলানা আবদুল আউয়াল খাঁন চৌঃ (সদর মুরুব্বী), জনাব জাফর আহমদ, জনাব নাজমুল হক ও সমাপ্তি অধিবেশনে মোহতরম মোহাম্মদ আবদুল হাদী (ন্যাশনাল কায়েদ) তার সারগর্ভ বক্তব্য রাখেন। তাছাড়া ন্যাশনাল আমীর সাহেবও অতি সুন্দর ও তথ্যবহুল বক্তব্য রাখেন।

ইজতেমায় বিভিন্ন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় এবং বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। পুরস্কার বিতরণ করেন মোহতারম ন্যাশনাল আমীর সাহেব। এই মহতি ইজতেমায় ঢাকা মজলিসের বিভিন্ন হালকা থেকে প্রায় ৭৫জন খাদেম ও তিফল অংশ গ্রহণ করেন। আল্লাহ্‌তা'লা ইজতেমায় অংশগ্রহণকারী সকলকে জাযায়ে খায়ের দান করুন। আমীন।

ওয়াস্‌সালাম খাকসার—

—মোঃ নাসীর উদ্দিন মিল্লাত

ছোট ছোট ভাই ও বোনেরা,

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

আশা করি খোদার ফযলে তোমরা ভালই আছ। ঈদের খুশী খুব ভাল ভাবেই উপভোগ করেছ।

আজ তোমাদেরকে আমাদের জামা'তের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের সাথে পরিচয় করাবার চেষ্টা করব। বিষয়টি হল খেলাফত। তোমরা অনেকেই হয়ত বলবে ওহ! খেলাফত এ সম্পর্কেতো আমরা অগেই জানি। অবশ্যই জানা ভাল কথা, তবে এর প্রকৃত স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্যাবলী জেনে রাখা দরকার এবং তদনুযায়ী জীবনের উষালগ্ন থেকে এর উপর বিশেষভাবে আনুগত্য থাকা দরকার। সূরা নূরের ৭ম রুকুর আয়াতে ইস্তেখ্‌লাফ অনুযায়ী বৈশিষ্ট্যাবলী নিম্নরূপ :

১) 'খেলাফত' বা যিনি এই পদে অধিষ্ঠিত খলীফা যদিও মু'মেনের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন প্রকৃত পক্ষে তিনি আল্লাহ্ কর্তৃকই মনোনীত হয়ে থাকেন।

২) যতদিন মুসলমানদের মধ্যে ঈমান থাকবে এবং তারা আমলে সালেহ (সময় অনুযায়ী পূণ্য কাজ করা) করবে আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে, তিনি তাদের মধ্যে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত করবেন।

৩) খেলাফত ঠিক তদনুরূপ হবে যেভাবে ইসলামের পূর্বের জাতির মধ্যে অর্থাৎ হযরত মূসা (আঃ)-এর জাতি বনী ইসরাঈলের মধ্যে হয়েছিল।

৪) মানবীয় প্রচেষ্টায় খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়নি কখনও আর হবেও না কখনও। খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হলে মুসলমানদের জন্য নিম্নলিখিত উপকার সাধিত হবে :

ক। মুসলমানদের জন্য আল্লাহ্ কর্তৃক মনোনীত ধর্ম সর্বদাই একটা থাকবে যা মানবের তৈরী ধর্ম থেকে ঊর্ধে থাকবে।

খ। আল্লাহ্‌তা'লা তাঁর মনোনীত ধর্মকে সদা সুদৃঢ় করে দেবেন।

গ। সত্য ধর্মকে সুদৃঢ় রাখার প্রয়োজন হবে অর্থাৎ সত্য ধর্মের উপর অনেক বিপদ আপদ থাকবে যা খেলাফতের কল্যাণে দূরীভূত হবে।

ঘ। ধর্মের উপর যখনই কোন ভয়ের অবস্থা সৃষ্টি হবে তখন খেলাফতের মাধ্যমে সেই ভয়ের অবস্থা নিরাপত্তায় পরিবর্তন করে দেয়া হবে।

ঙ। ধর্মের মধ্যে যে কোন প্রকারের শিরক বা গ্লানি প্রবেশ করবে খলীফার হস্তক্ষেপে তা দূরীভূত হবে অর্থাৎ খেলাফতের কল্যাণে ইসলাম সর্বদা কলুষমুক্ত থাকবে।

চ। সংশোধনের কাজের জন্যে খেলাফতের সংস্থা ব্যতিরেকে অন্য কোন ব্যক্তি বা সংস্থাকে এই ক্ষমতা দেয়া হয়েছে বলে কুরআন এবং সুন্নাহ থেকে তা প্রমাণিত হয় না।

কিন্তু এই খেলাফতকে অস্বীকার করলে :

১) আল্লাহ্‌তা'লার দৃষ্টিতে দুষ্কৃতিপরায়ণ বলে পরিচিতি লাভ করতে হবে।

২) অতীতের দুষ্কৃতিপরায়ণদের ভাগ্যে যা ঘটেছে খেলাফতের অস্বীকার কারীগণের ভাগ্যেও ঠিক তা জুটবে।

সুতরাং আস আমরা প্রত্যেকেই : নিঃশর্তভাবে খেলাফতের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শন করে আল্লাহ্‌তা'লার অশেষ কল্যাণের সৌভাগ্য অর্জন করি।

ইতি

'নানা ভাই'

পরমদাতা

দীন দুনিয়ার মালিক খোদা
সর্বগুণাধার
তোমার একটি নাম যে প্রিয়
গফুর ও গাফ্‌ফার
সেই নামেরই গুণে তোমার
ওগো পরমদাতা
মাফ করিও গুনাহ্‌গারের
যত গুণাহ্‌ খাতা।

আমীন।

(মুয়াল্লিম—মাহমুদ আহমদ আনসারী)

বিদেশী পত্রিকার মতামত

"ইণ্ডিয়া ওয়ার্ল্ড-ওয়াইড" নামক আমেরিকায় প্রকাশিত একটি পত্রিকার নভেম্বর-৮৭ সংখ্যায়, আমেরিকাস্থ আহ্‌মদীয়া মুখপাত্র লিখিয়াছেন, 'ইসলামে আহ্‌মদীয়া আন্দোলন' বিশ্ব-ব্যাপী যাহার প্রায় দেড়কোটি সদস্য রহিয়াছে, ভারতের কাদীয়ান নামক স্থানের এক মহাপুরুষ হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ সাহেব ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে বর্তমান যুগের সংস্কারের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠা করেন।

তাঁহার অনুসারীরা বিশ্বাস করেন, পূর্ববর্তী বিভিন্ন ধর্মে এবং ভিন্ন ভিন্ন ধর্মগ্রন্থে যথা তালমুদ, বাইবেল ও পবিত্র কুরআনে শেষযুগে একজন মহাপুরুষের আগমনের যে সব ভবিষ্য-দ্বাণী রহিয়াছে, হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ সাহেবের অভ্যুদয়ে সেই সকল ভবিষ্যদ্বাণীই পূর্ণ হইয়াছে। ইসলামের পুনরুজ্জীবনের জন্য এই মহাপুরুষ প্রায় ৯০ খানা গ্রন্থ প্রণয়ণ করিয়াছেন।

গত অক্টোবর মাসে আহ্‌মদীয়া আন্দোলনের সর্বময় নেতা, প্রতিশ্রুত মসীহের চতুর্থ খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহ্‌মদ সাহেব যিনি স্বয়ং এক অত্যুজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব, আমেরিকায় আসিয়াছিলেন। তিনি অতিমাত্রায় জ্ঞানী ও সুশিক্ষিত এবং অনেকগুলি পুস্তকের প্রণেতাও বটেন। 'ধর্মের নামে রক্তপাত' তাঁহার একটি অনন্য গ্রন্থ। তাঁহার জ্ঞানের পরিধি, বুদ্ধির দীপ্তি ও অসাধারণ প্রতিভা ধর্মের মৌলিক বিষয়গুলির উপর নব নব জ্যোতি: আরোপ করিয়া ঐগুলিকে আলোময়, প্রজ্ঞাপূর্ণ ও প্রাণবন্ত করিয়া তুলে।

তিন বৎসর পূর্বে পর্যন্ত তিনি নিজ দেশ পাকিস্তানেই থাকিতেন। কিন্তু ১৯৮৪ সনে পাকিস্তান সরকার আইন করিয়া আহ্‌মদীয়া সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অনেকগুলি ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগ করে, যথা: আহ্‌মদীরা নিজেকে মুসলমান বলিতে পারিবে না, নামাযের জন্য আযান দিতে পারিবে না, নিজেদের মসজিদকে মসজিদ বলিতে পারিবে না, প্রকাশ্যে কলেমা উচ্চারণ করিতে পারিবে না, নিজেদের ধর্মীয় মতবাদ প্রচার ও প্রকাশ করিতে পারিবে না, এমনকি তাহাদের বিশ্বাস মোতাবেক ধর্ম-কর্মও করিতে পারিবে না। এইগুলি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। বিরুদ্ধ-বাদীগণ, প্রধানত: মুসলমান মোল্লাগণ বলিয়া থাকেন যে, আহ্‌মদীগণ হযরত মুহাম্মদ (সা:)-কে শেষ নবী বলিয়া স্বীকার করে না। উত্তরে তাহের আহ্‌মদ সাহেব বলেন, হযরত মুহাম্মদ (সা:) নিশ্চয়ই শেষ শরীয়তদাতা নবী, শেষ ও পূর্ণ ধর্ম আনয়নকারী নবী। তাহা সত্বেও ইসলামের বহুধা-বিভক্ত ফের্কা সমূহ ইসলামকে যেভাবে বিভক্তির পর্যায়ে ফেলিয়াছে, ইহা হইতে বিমুক্ত করিয়া, মহানবী (সা:)-এর সময়ের পূত-পুণ্য খাঁটি ইসলামকে পুনর্বাসিত করার জন্য আল্লাহ্-প্রেরিত সংস্কারকের প্রয়োজন। আহ্‌মদীয়া আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা আল্লাহ্‌র আদেশে তাহাই করিয়াছেন। ইসলামের মূল নীতি হইল, সকলের প্রতি ভালবাসা, কাহারও প্রতি ঘৃণা নহে। আহ্‌মদীয়া আন্দোলন, এই মূলনীতির প্রচারকার্যকে ও ব্যবহারিক জীবনে ইহার প্রতিষ্ঠাকে রূপায়ন করিয়া চলিয়াছে। আহ্‌মদীয়াতই বর্তমানে এই সকল ইসলামী গুণাবলীর প্রতীক হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তথাপি, অন্ধ-সংস্কার বশে ও মৌলবাদীতার কারণে, পাকিস্তানের ধর্মান্ধ মোল্লারা সংখ্যা স্বল্প আহ্‌মদীদিগকেই নির্দ্বিধায় ও অকারণে অত্যাচার করিয়া থাকে।

পাকিস্তানে লক্ষ লক্ষ আহ্‌মদী মুসলমান সরকারী অধ্যাদেশের আওতায় পড়িয়া, ধর্ম-চর্চ্চার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। ইতিহাসে ধর্ম হননের এতবড় কালো দৃষ্টান্ত কোথাও পাওয়া যাইবে না। যে ইসলামের নামে পাকিস্তানের জন্ম হইয়াছিল, দুঃখের বিষয় সেই ইসলামের নামেই আজ পাকিস্তানে অত্যাচার ও যুলুমের ধর্ম-হরণ ও ধর্ম-হননের অধ্যাদেশ জারী করা হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে এই মোল্লার দল ও তাহাদের ধর্মান্ধ অনুসারীরা ইসলামের মহানুভবতা, সার্বজনীনতা, দয়া, প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা, মানব-হিতৈষণা শান্তি-সৌহার্দ্য ইত্যাদির ব্যাপারে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ও উদাসীন। বর্ণ-ধর্ম-গোত্র-কর্মক্ষেত্র নির্বিশেষে বিশ্বমানবের ঐক্য ও শান্তিকে যে আংশিকভাবেও বিঘ্নিত করে সে প্রকৃত মুসলমান নয়। অথচ পাকিস্তানে ইসলামের নামে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আহ্‌মদীদের সহিত অন্যায় ও নিষ্ঠুর ব্যবহার করা হইতেছে। তাহাদের অনেকগুলি মসজিদ ধ্বংস করা হইয়াছে, অনেক আহ্‌মদীকে অকারণে হত্যা করা হইয়াছে, শত শত আহ্‌মদীকে ধর্ম পালনের শাস্তি-স্বরূপ জেলখানায় পাঠানো হইয়াছে। মোট কথা, বর্তমান সরকারের অধীনে আহ্‌মদীরা অত্যাচার অনাচারে জর্জরিত এক কঠিন পরীক্ষাময় দুর্বিসহ জীবন যাপন করিতেছে কেবলমাত্র নিজেদের ধর্ম বিশ্বাসের কারণে।

বাৎসরিক বিশ্ব-আহ্‌মদীয়া সম্মেলন, যাহাতে প্রতি বৎসর আড়াই লক্ষ মানুষ পৃথিবীর সকল দেশ হইতে আসিয়া আহ্‌মদীয়াতের কেন্দ্রস্থল পাকিস্তানের রাবওয়াতে সম্মিলিত হইতেন, সরকার তাহা অহেতুক বন্ধ করিয়া রাখিয়াছেন।

পাকিস্তানের শ্রেষ্ঠতম বিশ্ব-নন্দিত ব্যক্তিত্ব মরহুম স্যার মোঃ জাফ্‌রুল্লা খান, যিনি একাধারে জাতিসংঘের প্রেসিডেন্ট ও হেগ আন্তর্জাতিক বিচারকমণ্ডলীর সভাপতি ছিলেন এবং ডাঃ আব্দুস সালাম, যিনি পদার্থ বিজ্ঞানী হিসাবে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বীর, তাঁহারা উভয়েই আহ্‌মদী।

জেনেভা-ভিত্তিক মানবাধিকার কমিশন পাকিস্তানের আহ্‌মদী-বিরোধী আইনকে মানবতা বিরোধী বলিয়া রিপোর্ট দেওয়া সত্বেও, এমনকি আমেরিকার কংগ্রেস পাকিস্তান সরকারের আহ্‌মদী-বিরোধী কার্যাবলীকে মানবতা-বর্জিত অত্যাচার-অনাচার নামে অভিহিত করা সত্বেও, জিয়াউল হক সরকারের শত্রুতাপূর্ণ উগ্রমূর্তির সামান্য প্রশমন হয় নাই। ইহার পরেও এই সরকার সামরিক ও বে-সামরিক খাতে আমেরিকার কাছ হইতে শত কোটি ডলারের সাহায্য লাভ করিতেছে। সময় সময় এই লেখকের মনে ভাবান্তর উপস্থিত হয় যে, পশ্চিমা সংবাদ-মাধ্যমগুলি যাহারা অন্যান্য ক্ষেত্রে ধ্বংস ও মানব-নির্যাতনে এত সোচ্চার হইয়া উঠেন তাহারা এই আহ্‌মদী-বিরোধী মানবতাহীন অত্যাচার-নির্যাতন দেখিয়া শুনিয়াও চুপ করিয়া আছেন কেন? পশ্চিমা সংবাদ-মাধ্যমের সদস্যরা পাকিস্তানের ঘটনাবলী উদঘাটনে ব্যর্থ হইয়াছেন, যেখানে আহ্‌মদীরা দিনের পর দিন বৎসরের পর বৎসর, ধর্মীয়-অত্যাচারের শিকার হইয়া নির্মম পরিবেশে অতিকষ্টে দিনাতিপাত করিতেছে। ইতিহাস সাক্ষ্য হইয়া থাকিবে যে, পশ্চিমা সংবাদ মাধ্যমগুলি, বিশেষ করিয়া যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদ মাধ্যমগুলি এই দীর্ঘস্থায়ী অমানবিক অত্যাচার-নির্যাতন বন্ধ করার জন্য কোনই পদক্ষেপ গ্রহণ করে নাই।

মূল-যাফর এ মালিক

অনুবাদ ও সংকলনে : মকবুল আহমদ খান

সংবাদ

বিশেষ জরুরী এলান

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার ৯ম মজলিসে শুরা ইনশাআল্লাহ্‌ আগামী ৯ই ও ১০ই জুন, ১৯৮৮ ইং রোজ বৃহস্পতি ও শুক্রবার দারুত তবলীগে অনুষ্ঠিত হইবে। জামাতের প্রেসিডেন্ট সাহেবান এই শুরায় যোগদানের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করিবেন। যদি কোন কারণে উপস্থি হইতে না পারেন, তাহা হইলে অবশ্যই মজলিসে আমেলার কোন সেক্রেটারী/নোমায়েন্দাকে এই শুরায় অংশ গ্রহণ করার জন্য পাঠাইবেন এবং তাহার নিকট লিখিতভাবে শুরায় যোগদান না করিতে পারার কারণ জানাইবেন।

আল্লাহ্‌তা'লা আপনাদের সকলের হাফেয, নাসের ও হাদী হউন। ওয়াস্‌সালাম।

খাকসার
এ, কে, রেজাউল করীম
সেক্রেটারী, মজলিসে শুরা-১৯৮৮ ইং।

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

ঢাকা আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার অফিসের কাজে এবং হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য একজন সার্বক্ষণিক একাউন্ট্যান্ট প্রয়োজন।

উক্ত পদের জন্য প্রার্থীকে কমপক্ষে উচ্চ মাধ্যমিক বা সমমানের শিক্ষাগত যোগ্যতার অধিকারী হইতে হইবে। প্রার্থীকে বাংলা ও ইংরেজীতে টাইপের দক্ষতা থাকিতে হইবে। এই পদের জন্য উপযুক্ত প্রার্থীকে মাসিক সর্বসাকল্যে ১৫০০ (পনর শত) টাকা বেতন দেওয়া যাইতে পারে।

দরখাস্ত এক কপি ফটো, শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্র, জামা'তী কাজের অভিজ্ঞতা ও পূর্ণ জীবন বৃত্তান্ত, স্ব-স্ব জামা'তের প্রেসিডেন্টের সংশপত্রসহ নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট আগামী ৩০শে জুন ১৯৮৮ইং তারিখের মধ্যে পৌছাইতে হইবে।

খাকসার
মোহাম্মদ খলিলুর রহমান
আমীর, ঢা: আ: আ:

মসীহ্‌ মাওউদ (রাঃ) দিবস পালিত

দেরীতে পাওয়া খবরে জানা গিয়েছে যে নারায়নগঞ্জ, খুলনা এবং ভাতগাঁও জামা'ত অতি শান শওকতের সাথে ২৩শে মার্চ্চ ১৯৮৮ ইং মসীহ্‌ মাওউদ (রাঃ) দিবস পালন করে এবং হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (রাঃ)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করে। আল্লাহ্‌তা'লা তাদের এই প্রচেষ্টাকে বা-বরকত করুন।

বিশেষ তবলীগি তৎপরতা

কুষ্টিয়াস্থ শ্রী শ্রী অনুকুল ঠাকুর-এর ভক্ত অনুসারী "সৎসঙ্গ" সদস্যগণ কর্তৃক বাংলা নববর্ষ/৯৫ (১৪-৪-৮৮) বরণ উপলক্ষ্যে তাঁহারই মন্দির প্রাঙ্গণে সর্বধর্ম সমন্বয়ে এক মনোজ্ঞ ধর্মালোচনা সভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে আলোচ্য বিষয় ছিল, "যুগ সমস্যা সমাধানে ধর্ম।" উক্ত আলোচনায় ইসলাম ধর্মের পক্ষ হইতে অত্র মজলিসের কায়েদ জনাব ফজলে-ই-ইলাহী সাহেব ও আমি বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হইয়া তথায় উপস্থিত হই এবং বেদ ও বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে বিশ্ব বরেণ্য নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আগমন এবং সকল ধর্মাবলম্বীর তাঁহাকে গ্রহণ করার গুরুত্ব ও তৎপর কলিযুগে কল্কি অবতার তথা হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর আগমন বার্তা ও বিশ্ব শান্তি সম্পর্কে বিশেষ বক্তব্য রাখি। সভাতে হিন্দু ধর্মাবলম্বী প্রায় শতাধিক পুরুষ ও মহিলা উপস্থিত ছিলেন। বিকাল ৫-৩০টা হইতে একটানা রাত ১০-৩০ টা পর্যন্ত অনুষ্ঠান চলে। সভাশেষে অনুষ্ঠানের আকর্ষণীয় বিশেষ বক্তা জনাব কুমোদ বন্ধু বিশ্বাসকে জনাব আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী সাহেব প্রণীত "হিন্দু ও খৃষ্ট ধর্মে মুহাম্মদ (সাঃ)" পুস্তকখানি উপহার প্রদান করা হয় এবং তাঁহাকে পারিবারিক পরিবেশে আলোচনা করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। তিনি সময় করিয়া আগামী ২/১ মাসের মধ্যে আমাদের সাথে আলোচনায় বসিবেন বলিয়া ওয়াদা করেন। উপস্থিত হিন্দু ভাইদের সাথে হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর আগমন ও তাঁহার সত্যতা নিয়াও আলোচনা করা হয়।

খাক্‌সার
গোলাম মহিউদ্দিন
প্রেসিডেন্ট,
আঞ্জুমান-আহ্‌মদীয়া, কুষ্টিয়া

শ্যামপুর জামা'তে তবলিগী আলোচনা সভা ও চা-চক্র

আল্লাহ্‌ তা'লার ফযলে শ্যামপুর জামা'তের প্রেসিডেন্ট সহ সকল সদস্যদের প্রচেষ্টায় এবং ন্যাশনাল নায়েবে আমীর-২ জনাব মুহাম্মদ খলিলুর রহমান সাহেবের উদ্যোগে গত ২০-৫-৮৮ ইং তারিখ রোজ শুক্রবার বাদ আসর নামায একটি তবলিগী আলোচনা সভা ও টি-পার্টি জনাব নূরুন্নবী সাহেবের বাড়ীতে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় স্থানীয় জামা'তের সদস্য, সৈয়দপুর জামা'তের প্রেসিডেন্ট এবং স্থানীয় ৪টি গ্রামের ৭০ জন বিশিষ্ট ভ্রাতা অংশ গ্রহণ করেন। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত এবং "শানে হযরত রসূল করীম (সাঃ)" সংক্রান্ত নযমের পর উপস্থিত ভাইদের সঙ্গে জনাব মুহাম্মদ খলিলুর রহমান সাহেব কুশলাদি বিনিময় করেন। অতঃপর তিনি আহ্‌মদীয়া জামা'ত সম্পর্কে ভ্রান্ত-ধারণাগুলি দূর করেন

এবং অন্যান্য বিষয়ে বিশেষত: ওফাতে ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে জ্ঞান-গর্ভ বক্তব্য পেশ করেন। গয়ের-আহ্‌মদী ভাইগণ বিভিন্ন প্রশ্ন রাখেন এবং তিনি অতি সুন্দর ও মনোরম পরিবেশে সকল প্রশ্নের যুক্তিপূর্ণ এবং হৃদয়গ্রাহী উত্তর প্রদান করেন। এই বৈঠক রাত ৮-০০ টা পর্যন্ত চলে। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয় এবং গয়ের আহ্‌মদী ভাইগণকে এক সেট করে পুস্তক প্রদান করা হয়। সকলে সাগ্রহে পুস্তকগুলি গ্রহণ করেন এবং মাঝে মাঝে অনুরূপ বৈঠক ও আলোচনা অনুষ্ঠানের জন্য মত প্রকাশ করেন। খাকসার।

মোহাম্মদ মনোয়ারুল হক
প্রেসিডেন্ট,
শ্যামপুর আঃ আঃ

একটি প্রশংসনীয় পদক্ষেপ

পটুয়াখালী আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার প্রেসিডেন্ট জনাব এস, এম, দেলোয়ার হোসেন এবং তাঁর বিধবা মাতা পটুয়াখালী আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার মসজিদের জন্য ৩০×২০ হাত জমি দান করার ঘোষণা করেছেন এবং তাদের সহ ওয়ারিশগণ নির্দিষ্ট স্থানে মসজিদ নির্মাণ করার না-দাবী চুক্তি নামা সম্পন্ন করেছেন। জমির দলিলাদি শীঘ্রই সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। প্রেসিডেন্ট সাহেব তাঁর একটা ভাড়াটে ঘরও নামাযের নিমিত্ত ছেড়ে দিয়েছেন এবং সেখানে ৩০শে রমযান থেকে রীতিমত নামায পড়া শুরু হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ। তাঁদের এই দান যেন আল্লাহ্‌ কবুল করেন সে জন্যে সকল ভ্রাতা এবং ভগ্নীর নিকট দোয়ার আবেদন করা হচ্ছে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ১৯৮০ সনে জামা'ত নতুন ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান সাহেবের বাড়ীতেই নামাযের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু জামা'তের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়াতে স্থান সংকুলান না হওয়াতে পটুয়াখালী জামা'তের অনুরোধে এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

আহ্‌মদী রিপোর্ট

দোয়ার এলান

আমি গত দুই মাস যাবৎ নানা রোগে আক্রান্ত। আশু রোগ মুক্তির জন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নীর নিকট খাস দোয়ার আবেদন রইল।

শাহ্‌ মোহাম্মদ আবদুল গনি
ইনসপেকটর বায়তুল মাল
বাঃ আঃ আঃ

১ম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

৮-১-৮৮ তারিখ রোজ শুক্রবার সিলেট মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার উদ্যোগে ইহার প্রথম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ১০ টা হইতে জুম্'আর নামায পর্যন্ত প্রথম অধিবেশন এবং দ্বিতীয় অধিবেশন আরম্ভ হয় ২-৩০ মিঃ। কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি হিসাবে জনাব খন্দকার মাহবুবুল ইসলাম (নায়েম মাল) ইহাতে যোগদান করেন। সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় জামায়াতের প্রেসিডেন্ট জনাব আতাউর রহমান সাহেব। পুরস্কার বিতরণ এবং দোয়ার মাধ্যমে ইজতেমার সমাপ্ত ঘটে।

শোক সংবাদ

বাশারুক জামা'তের মরহুম মৌলবী রহমত আলী সাহেবের বড় ছেলে জনাব শরীফ আহমদ গত ২-৫-৮৮ইং রোজ সোমবার রাত ১০-২০ মিঃ ইন্তেকাল করিয়াছেন। (ইন্নালিল্লাহে.....রাজেউন) মৃত্যুকালে তাহার বয়স হইয়াছিল ৩৫ বৎসর। তিনি বাবা, মা, ৩ মেয়ে, ১ ছেলে ও বহু আত্মীয়স্বজন রাখিয়া গিয়াছেন। তাহার এতীম ছেলে-মেয়েদের জন্য দোয়া ও তাহার রূহের মাগফিরাতের জন্য সকল আহ্‌মদী ভাই ও ভগ্নীর নিকট দোয়ার অনুরোধ করিতেছি।

খাকসার

ছবির আহমদ

জনাব সাঈদ আহমদ গত ১লা মে সন্ধ্যা ৭-৩০ মিঃ ইন্তেকাল করিয়াছেন (ইন্নালিল্লাহে.....রাজেউন। তিনি সত্তরের দশকে রাজশাহী আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট।

২রা মে বেলা ১১টার সময়ে রাজশাহী মাদ্রাসা ময়দানে মরহুমের নামাযে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত নামাযে জানাযা রাজশাহী আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার বর্তমান প্রেসিডেন্ট জনান বি, এ, এম, এ, সাত্তার সাহেবের ইমামতিতে অনুষ্ঠিত হয়। তাঁহার শুভাকাঙ্খীগণ শহরে মাইকে মৃত্যু সংবাদ প্রচার করিলে নামাযে জানাযায় বিরাট জনসমাগম হয়। খুব সুন্দর ভাবে ও পবিত্রতার সঙ্গে নামাযে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। গত ৬ই মে ঢাকা আঞ্জুমানে আহমদীয়ায়ও বাদ নামায জুমুআ মরহুমের মাগফিরাত প্রার্থনা করিয়া গায়েবী জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। সকলেই তাঁহার রূহের মাগফিরাতের জন্যে দোয়া করিবেন এবং তাঁহার শোক সন্তপ্ত পরিবার পরিজন যেন শোকভার বহন করিতে পারে এবং মরহুম প্রদর্শিত সিরাতে মোস্তাকিমের পথে ইস্তেকামাতের সঙ্গে চলিতে পারেন উহার জন্য বিশেষ দোয়া জারী রাখিবেন।

সম্পাদকীয়

আমাদের প্রার্থনা

সকল সত্যের, পূত ও কল্যাণের, শুভ ও সুন্দরের পরিশ্রুত নির্যাসের নাম আল্-ইসলাম। আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের মনোনীত চির প্রতিশ্রুতিশীল পূর্ণ ও প্রামাণ্য জীবন-বিধানের নাম ইসলাম। সব মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মুক্তির ও বিকাশের নাম ইসলাম। চির-জীবন্ত খোদা-মিলনের অনন্ত শান্তির নাম ইসলাম। এই ইসলামেরই আরেক নাম আহ্মদীয়াত, নতুন নাম আহ্মদীয়াত।

প্রয়োজন ছিল ইসলামের এই নতুন নামকরণের। কেননা, বিগত অন্ততঃ দুই শতাব্দীর মুসলমানদের অবাঞ্ছিত অধঃপতন ও খোদাবিমুখতা দুনিয়ার অপরাপর মানুষের মনে এই ধারণাটার সৃষ্টি করে রেখেছিল যে, মুসলমান মানেই এক প্রকার গর্হিত জীবনের অধিকারী মানুষ,--মুসলমান মানেই কোনও ধিকৃত সমাজের মানুষ,—মুসলমান মানেই হিন্দুর কাছে পরাভূত মানুষ, খৃষ্টানদের বিজিত মানুষ, ইহুদীর কাছে পরাজিত মানুষ। মুসলান মানেই পরজাতির কাছে নতশির দেশসমূহের অধিবাসী। মুসলমান মানেই ঘৃণিত ও পতিত চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি। মুসলমান মানেই মৃত আত্মার মনুষ্যনামধারী প্রাণী। এবং সেই সঙ্গে এই কদর্য ধারণাটারও সৃষ্টি হয়েছিল যে, এই সব মুসলমান ইসলামেরই ফসল। অতএব, সেই ধারণামতে, ইসলাম একটি গর্হিত ধর্ম, অপবিত্র ধর্ম; ইসলাম একটি অচল ও পরিত্যাজ্য জীবন-বিধান। এবং এ কারণেই প্রধানতঃ, হাল যামানায় অমুসলমান-দের পক্ষে প্রকৃত ইসলামের অমিয় সুধা পান তো দূরের কথা, খোদ মুসলিম সন্তানরাই বিভ্রান্ত হয়ে, হতাশ হয়ে ইসলামের পুণ্যগৃহ পরিত্যাগ করে চলে যাচ্ছিল, এবং পরিণতিতে নাস্তিক বন্ ছিল, কম্যুনিষ্ট হচ্ছিল, খোদাদ্রোহী হচ্ছিল, এবং এখনও হচ্ছে। তাই প্রয়োজন ছিল ঐশী-সংস্কারের, প্রয়োজন ছিল ঐশী সংশোধনের, পবিত্রকরণের—ব্যাপক, বিপুল, গভীর ও অনিবার্য প্রয়োজন। এমন কি প্রয়োজন ছিল ইসলামের নতুন নামকরণেরও। এবং দয়াময় খোদাতা'লা তা করেছেনও তাঁর অপার কৃপায়। আজিকার শত-ফিরকা ইসলামের সেই পরিশোধিত ও পরিমার্জিত, পরিশ্রুত ও সংস্কৃত যে পবিত্র রূপান্তর—তারই অন্য নাম আহ্মদীয়াত, এ নাম খোদ খোদারই দেয়া। এ নাম অন্য কোনও মানুষের দেয়া নয়। এ কোনও বানোয়াট বা কল্পিত নাম নয়।

হযরত রসূলে আকরাম (সাঃ)-এর সর্ব-সুন্দরতাময় 'মুহাম্মদ' নামের মহান প্রতাপান্বিত মহিমা, ঐশ্বর্য ও ক্ষমতার কল্যাণ ও আশীষে মণ্ডিত হয়ে যে ইসলাম এতকাল 'মুহাম্মাদীয়াত' বা মোহামেডানিজম নামে চলে আসছিল, এবারে সেই ইসলামই তাঁর (সাঃ) অন্তহীন

সৌন্দর্যরাজির আরেক বিপুল বিকাশ 'আহমদ' নামের স্নিগ্ধ, মাধুর্য ও মমতার নেয়ামতেমণ্ডিত হয়ে 'আহ্‌মদীয়াত' বা আহ্‌মদানিজম নামে পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

মুহাম্মদী মসীহ্ ও মাহ্‌দী মির্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ)-এর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সেই আহ্‌মদীয়াতের আজ শততম বর্ষ চলছে। এবং তাঁর খেলাফতের একাশিতম বর্ষ শুরুর দিন ২৭শে মে, ১৯৮৮। এই তারিখে ১৯০৮ সালে প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহ্‌দী (আঃ)-এর ইন্তেকালের পর ইসলামের খেলাফতের রাশেদার দ্বিতীয় বা শেষ পর্ব শুরু হয়েছে। আর তা শুরু হয়েছে হযরত রসূলে মকবুল (সাঃ)-এর বহু প্রচারিত মহা-শক্তিশালী ভবিষ্যদ্বাণী 'খেলাফৎ আলা মেন হাযেন নবুওয়াত'—নবুওয়াতের তরিকায় ও প্রক্রিয়ায় পুনরায় খেলাফতে হাক্কা ইসলামিয়া প্রতিষ্ঠা করবার যে মহান অঙ্গীকার, তারই সকল পূর্ণতার মাধ্যমে। ধন্য, মহাধন্য সেই পবিত্র রসূল—ধন্য তার নিবিড় ঐশী-সম্পর্ক—যাঁর অঙ্গীকার পূর্ণ করতে বিন্দুমাত্র সংশয়েরও অবকাশ রাখেননি আল্লাহ্‌তা'লা।

অযুত অনন্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্ রহমানুর রহীমের, যাঁর অপার কৃপায় আমরা আহ্‌মদী মুসলমানরা আজ ইসলামী খেলাফতের ঐশী ঝাণ্ডার তলে সমবেত হতে পেরেছি, পেরে 'এত্‌মিনানে কল্‌ব' হাসেল করেছি, সতৃপ্ত হয়েছি। সেই সঙ্গে কুরআন করীমের সূরা নূরের আয়াতে ইস্তেখলাফে সৎকর্মশীল মু'মেন নিরূপণের যে নিরিখ আল্লাহ্ নির্ধারণ করে রেখেছেন, সেই ঐশী নিরিখে তাঁরই অযাচিত দয়ায় আমরা আহ্‌মদীরা বার বার উত্তীর্ণ হয়েছি এবং ভবিষ্যতে শত দুর্যোগ দুর্বিপাকেও সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হতে থাকব ইন্‌শাআল্লাহ্। অতএব, খোদার দৃষ্টিতে আমরাই প্রকৃত মুসলমান। আমরাই মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর হকীকি উম্মত। তাঁর শাফায়াতের প্রকৃত হক্‌দার খোদার ফযলে আমরাই।

(আল্‌হামদুলিল্লাহে আলা যালেক)

তাই, আজ—

আহ্‌মদীয়াতের শততম বর্ষের শততম রমযানের শেষ রোযার এই পুণ্য দিবসে দরবারে ইলাহীতে আমাদের প্রাণগলা ঐকান্তিক প্রার্থনা—

হে প্রিয়তম মাওলা আমাদের, হে আমাদের একমাত্র মা'বূদ আল্লাহ্! তুমি তো জান যে, আমাদের সহস্র কম্‌তি, সহস্র দুর্বলতা সত্বেও আমরা তোমার এই দায়েমী খেলাফতের রজ্জু, তার দামন কামড়ে ধরে আছি। আমাদের সকল অপরাধ তুমি ক্ষমা কর। তুমি আমাদের রক্ষা কর। সাহায্য কর। তুমি ছাড়া আমাদের কেহ নাই, কিছু নাই। প্রভু হে, তোমার পবিত্র খেলাফতে রাশেদার খেদমতের জন্যে যে অঙ্গীকার আমরা করেছি, তা যেন আমরা তোমারই দয়ায় পূরণ করে যেতে পারি জিন্দেগীর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত।

হে প্রভু প্রিয়তম! এই মুবারক রমযানের ২৯শে রোযার ইফ্‌তারের পূর্বক্ষণে তোমার প্রিয় খলীফা তাঁর দেশ থেকে, তাঁর আবাসস্থল থেকে দূরে লণ্ডন মসজিদে বসে দোয়া করেছেন তোমার কাছে। যে দোয়াতে শামিল ছিল তাঁর পরিবার পরিজন, শামিল ছিল সেখানে বুজুর্গানে দীন এবং আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা মু'মেনীন। যে দোয়াতে শামিল ছিল এ দেশেরও অনেক আহ্‌মদী মুসলমান। সেই দোয়াতে শামিল ছিল সাড়া দুনিয়ার প্রায় সকল দেশের অগণিত আহ্‌মদী মুসলমান। সেই দোয়ার সময়ে সারা পৃথিবীর সকল আহ্‌মদী জামা'তের প্রতি তাদের প্রিয় ইমামের যে তাৎক্ষণিক ডাক এসেছিল, সেই ডাকে সাড়া দিয়ে তারা সেই যে ইফতার-পূর্ব দোয়াতে শামিল হয়েছিল, এই ঢাকা শহরে রাত তখন ১টা ৪০ মিনিট। পৃথিবীর দেশে-দেশে, শহরে-শহরে, গঞ্জে-বন্দরে তখন কোথাও প্রভাত, কোথাও সন্ধ্যা, কোথাও মধ্যাহ্ন, কোথাও বা মধ্যরাত,—কিন্তু সর্বত্রই অখণ্ড মহাকালের বিশেষ একবিন্দুতে তখন দোয়ারত ছিল, বিভুপ্রেমে আত্মহারা আহ্‌মদী মুসলমানরা ইসলামের সার্বজনীন বিজয়ের জন্য—তাদের প্রিয় খলীফার ব্যথাভরা, প্রেমভরা হৃদয়ের সাথে তাঁরই নেতৃত্বে। ইলাহী প্রেমে পরিপ্লুত লিল্লাহী এই উম্মতে ওয়াহেদার বিগলিত চিত্তের আকুলিত ক্রন্দনে আল্লাহ্‌ তা'লার আরশে আযীম তাইতো বুদ্ধি আজ টলায়মান তাইতো, ফিরিশ্‌তারাও 'আমীন'। আমীন' বলে বলে সেই যে দোয়াতে শামিল আছে আসমানের পর আসমান জুড়ে। খোদা-তা'লার খলীফার পবিত্র আত্ম বাশারিয়াতের দুর্বলতাসমূহের তামাম সীমানা অতিক্রম করে উর্ধ্বলোকে অন্তহারা দায়রু-এ-উলুহিয়াতে উন্নীত হয়ে সদা সিজদাবনত তার আপনার প্রিয় মা'বূদের অতি আলোকের দরবারে.....

হে আল্লাহ্‌ মালিক, হে প্রভু, আমাদের পরম প্রভু, তোমার প্রিয় খলীফার দোয়াসমূহ কবুল কর! কবুল কর!!

"সেই জ্যোতিতে আমি বিভোর হইয়াছি।
আমি তাঁহারই হইয়া গিয়াছি॥
যাহা কিছু তিনিই, আমি কিছুই না।
প্রকৃত মীমাংসা ইহাই॥

উর্দু দুর্‌রে সামীন

আপনার সন্ধানে আছি!

—হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)

(১) আপনি কি পরিশ্রম করিতে জানেন? এইরূপ পরিশ্রম যে তের-চৌদ্দ ঘণ্টা পর্যন্ত প্রত্যহ কাজ করিতে পারেন?

(২) আপনি কি সত্য কথা বলিতে জানেন? এইরূপ সত্য কথা যে কোন অবস্থাতেই মিথ্যা কথা বলেন না; এমন কি আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং প্রিয়-জনও আপনার সম্মুখে মিথ্যা কথা বলিতে সাহস করে না এবং কেহ আপনার সম্মুখে নিজের মিথ্যা বীরত্বমূলক কিচ্ছা শুনাইলে আপনি তাহার প্রতি নিন্দা প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারেন না?

(৩) আপনি কি মিথ্যা সম্মানের লালসা হইতে মুক্ত? মহল্লার গলিতে ঝাড়ু দিতে পারেন? বোঝা বহন করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে পারেন? বাজারে উচ্চৈঃস্বরে সর্ব প্রকার ঘোষণা করিতে পারেন? সমস্ত দিন চলিতে এবং সমস্ত রাত জাগ্রত থাকিতে পারেন?

(৪) আপনি কি ই'তিকাফ করিতে পারেন? এইরূপ ই'তিকাফ যে—

(ক) এক স্থানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা এবং দিনের পর দিন বসিয়া থাকিতে পারেন;

(খ) ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়া তসবীহ্ করিতে পারেন এবং

(গ) ঘণ্টার পর ঘণ্টা এবং দিনের পর দিন কোন মানুষের সঙ্গে বাক্যালাপ ছাড়াই থাকিতে পারেন।

(৫) আপনি কি শত্রু ও বিরুদ্ধাচারীগণ পরিবেষ্টিত অজানা ও অচেনাগণের মধ্যে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ এবং মাসের পর মাস স্বীয় বোঝা বহন করিয়া একা কপর্দকহীনভাবে সফর করিতে পারেন?

(৬) কোন কোন ব্যক্তি সকল পরাজয়ের ঊর্ধ্বে থাকে, তাহারা পরাজয়ের নামও শুনিতে পসন্দ করে না। তাহারা পাহাড় পর্বত কাটিতে তৎপর হয় এবং নদীগুলিকে টানিয়া আনিতে উদ্দত হইয়া পড়ে। আপনি কি ইহার উপযুক্ত এবং আপনি কি মনে করেন যে এইরূপ কুরবানীর জন্য আপনি সদা-প্রস্তুত?

(৭) আপনার এইরূপ মনোবল আছে কি যে সমস্ত জগৎ বলিবে, ভুল—আর আপনি বলিবেন, 'শুদ্ধ'। চারিদিক হইতে লোকেরা ঠাট্টা করিবে, কিন্তু আপনি গাম্ভীর্য বজায় রাখিবেন। লোক আপনার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া বলিবে: 'দাঁড়াও, আমরা তোমাকে প্রহার করিব'। তখন আপনার পদযুগল দ্রুতধাবমান হওয়ার পরিবর্তে দাঁড়াইয়া পড়িবে এবং আপনি মাথা পাতিয়া বলিবেন: 'এসো, প্রহার কর।' আপনি তাহাদের কাহারও কথা মানিবেন না, কেননা তাহারা মিথ্যা বলে; কিন্তু আপনি সকলকে আপনার কথা স্বীকার করিতে বাধ্য করিবেন, কেননা আপনি সত্যবাদী।

(৮) আপনি এই কথা বলেন না যে, আপনি পরিশ্রম করিয়াছেন, কিন্তু খোদাতা'লা আপনাকে অকৃতকার্য করিয়াছেন। বরং আপনি প্রত্যেক অকৃতকার্যতাকে নিজেরই দোষের ফলশ্রুতি বলিয়া মনে করেন। আপনি ইহা বিশ্বাস করেন যে, যে পরিশ্রম করে সে-ই কৃতকার্য হয়, যে কৃতকার্য হয় নাই, সে আদৌ পরিশ্রম করে নাই।

আপনি যদি এইরূপ হইয়া থাকেন তাহা হইলে আপনি একজন উত্তম মুবাল্লিগ এবং ভাল ব্যবসায়ী হওয়ার যোগ্যতার অধিকারী।

কিন্তু আপনি আছেন কোথায়? খোদার এক বান্দা অনেকদিন হইতে আপনার অনুসন্ধান করিতেছেন। হে আহ্মদী যুবক! সেই ব্যক্তির অনুসন্ধান কর নিজ দেশে, নিজ নগরে, নিজ মহল্লায়, নিজ গৃহে; অনুসন্ধান কর নিজ অন্তরে। কেননা ইসলামের বৃক্ষটি শুষ্ক হইতে চলিয়াছে; রক্ত সিঞ্চনে উহা পুনরায় সজীব হইবে। ['খালিদ', ডিসেম্বর, ১৯৬৪ ইং]